

জাতীয় ফুটবল পার্কে

মূল্য ২০ টাকা

লা ডা ডা ডা ডা

বর্ষ ৪৯ ♦ সংখ্যা ১ ♦ ১৬ জুলাই ২০২৫ ♦ ১ শ্রাবণ ১৪৩২

ফুটবলে
বাংলাদেশের
মেয়েদের
ইতিহাস



‘ফুটবলজগত’-এর পথচারী

৪৯

এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ

electra
SMART LED TV

ENJOY CLEAR
PICTURE QUALITY

ইলেক্ট্রা এলইডি টিভিতে পাচ্ছেন **প্লে-স্টোর** থেকে পছন্দের সব অ্যাপ ডাউনলোডের সুবিধা !!



* স্মার্ট প্রযোজ্য

electra
INTERNATIONAL



মাস পর্যন্ত
ইএমআই সুবিধা !



মাসে
নগদ মূল্য পরিশোধের সুবিধা !



ইনস্টলেশন



ডেলিভারি

শোরুম সমূহ: আভিগিয়া শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৩, ২৭ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৮১, ৬০ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩২, বিজয় স্মরণী শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৪, বগুড়া-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫২, বগুড়া -০২ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৩, ভৈরব শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫০, বিরামপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫১, ছত্রীম-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৪, সিপেট শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৮, চুয়াডাঙ্গা শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৬, রংপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৫৯, খোলাইপাড় শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৬, গোবিন্দগঞ্জ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬০, জয়পুরহাট শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬২, ঝিনাইদহ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬১, বগের শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৮০, খুলনা-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৩, খুলনা-০২ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৪, খুলনা-০৩ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৫, লালবাগ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৮, ময়মনসিংহ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৮, মিরপুর- ০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৩৯, মালিবাগ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৩, মাদারীপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৬, নাটোর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭০, নৈগাঁ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৬৯, নোয়াপাড়া শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭১, নরসিংদী শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭২, পাহাড় শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪২, পাবনা শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৩ রাজশাহী-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৪, রাজশাহী-০২ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৫, টাঙ্গাইল শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৬, সৈয়দপুর শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৭, সাভার শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৪, সিরাজগঞ্জ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৭৬, উত্তরা-০১ শোরুম: ০১৭১৩৩৫৩৪৪৮। এছাড়া অনুমোদিত ডিলারগণের নিকট পাওয়া যাবে।

+8809639023023 ☎ +880 1713 353 431 🌐 www.electrabd.com 📱 /electraint

একনজরে রাজীব চাকমা

একান্ত ব্যক্তিগত

নাম	: রাজীব চাকমা
পিতা	: শান্তি বিকাশ চাকমা
মাতা	: আনন্দ মায়ী চাকমা
জন্ম তারিখ	: ১৫ মার্চ ২০০৫
জন্মস্থান	: বিলাইছড়ি, রাঙামাটি
উচ্চতা	: পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি
ওজন	: ৬০ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি
ভাই/বোন	: দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট
পরিচিতি	: জিমন্যাস্ট
বর্তমান দল	: বাংলাদেশ জিমন্যাস্ট জাতীয় দল
অতীতে কোন দলের হয়ে খেলেছেন	: কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ
হাতেখড়ি	: ইকবাল
জাতীয় প্রতিযোগিতা	: নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০ অংশ নিয়ে প্যারালাল এবং ভোল্টিয়ে ২টি স্বর্ণ অর্জন। জাতীয় জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা ২০২৫ এ অংশ নিয়ে ব্যক্তিগত অলঅ্যারউন্ড চ্যাম্পিয়ন।
জাতীয় দলে	: ২০২০ থেকে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	: সিঙ্গাপুর ওপেন ২০২৫ এ অংশ নিয়ে দলগতভাবে সিলভার একক ব্রোঞ্জ অর্জন। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ কোরিয়া অংশগ্রহণ।
স্মরণীয় খেলা	: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫
প্রিয় ইভেন্ট	: ভোল্টে
প্রিয় খাবার	: বিফ বার্গার
প্রিয় রং	: হলুদ
জিমন্যাস্টিকসে প্রিয় খেলোয়াড়	: ক্যান জো সি রাই (জাপানের জিমন্যাস্ট)
অন্য প্রিয় খেলা	: টেবিল টেনিস
প্রিয় ফুটবলার	: লিওনেল মেসি
অবসর কাটে	: মিউজিক শুনে
পছন্দ	: ঘুরতে যাওয়া
অপছন্দ	: ট্রাফিক জ্যাম
প্রিয় প্রশিক্ষক	: মাসুম (জাতীয় জিমন্যাস্টিকস দলের কোচ), বোরহান উদ্দিন (জাতীয় জিমন্যাস্টিকস দলের সহকারী কোচ)।
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	: কোহে উচিমোরা (জাপানিজ জিমন্যাস্ট)
খেলোয়াড় না হলে	: শিক্ষক
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় করা।
স্বাক্ষর	: 





মরক্কো সফরকারী যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মরক্কোর জাতীয় শিক্ষা, প্রাথমিক ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ সাদ বেরাদার মধ্যে ২ জুলাই রাজধানী রাবাতে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে মরক্কোর মন্ত্রী মোহাম্মদ সাদ বেরাদা দেশটির সমন্বিত শিক্ষা ও ক্রীড়া কাঠামো তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে মরক্কোর ‘স্টাডি অ্যান্ড স্পোর্টস’ মডেলের উল্লেখ করেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বারে পড়ার হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘মরক্কোর শিক্ষা ও ক্রীড়ার সমন্বিত মডেল একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে’। উপদেষ্টা প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ভিত্তিক ক্রীড়া সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে দুই দেশের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা জোরদারে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। উভয়পক্ষই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই বৈঠক শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-মরক্কো সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী

করবে এবং ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর ও ফলপ্রসূ হবে।

রাবাতের অবস্থিত রয়্যাল মরক্কান ফুটবল ফেডারেশন পরিদর্শন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল তারিক নাজেম এবং ডিরেক্টর হাসান খারবোশ তাঁকে স্বাগত জানান এবং ফেডারেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। পরিদর্শনের সময় উপদেষ্টাকে ফেডারেশনের ফুটবল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ মাঠ, আধুনিক মেডিকেল ও রিহাবিলিটেশন সেন্টার, ফিটনেস ইউনিটসহ অন্যান্য ক্রীড়া সুবিধাগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হয়। কর্মকর্তারা মরক্কোর ফুটবলের কাঠামো, খেলোয়াড় উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। আলোচনাকালে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তাসহ সার্বিক সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে মরক্কো জাতীয় দলের বিপুলসংখ্যক অনুরাগী রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি দুই দেশের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব করেন, যা ক্রীড়া ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা জোরদারে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের একটি ফুটবল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে মরক্কোর পরামর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন উপদেষ্টা।

এদিকে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ওয়ার্ল্ড এথনোস্পোর্টস ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার প্রসারে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৪ জুলাই তুরস্কের ইস্তানবুলে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড এথনোস্পোর্টস ইউনিয়নের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ওয়ার্ল্ড এথনোস্পোর্টস ইউনিয়নের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট নেজমুদ্দিন বিলাল এরদোয়ান।



সাগরের কী হলো!

তোফায়েল আহমেদ

প্যারিস অলিম্পিকে সরাসরি কোয়ালিফাই করে খেলা আর্চার সাগর ইসলামের তির-ধনুক যেন তাঁর হয়ে কথা বলছে না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তরুণ এই আর্চার বাজে সময়ের বুতে ঘুরপাক খাচ্ছেন। সবশেষ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ আর্চারি (স্টেজ-২) যার বড় উদাহরণ। যদিও আব্দুর রহমান আলিফ এই আসরে স্বর্ণ জয় করে বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত করেছেন, কিন্তু সাগর প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারেননি মোটেও। কোয়ার্টার ফাইনাল তো দূরে থাক, এই রিকার্ড আর্চার সেরা ষোলোতেই জায়গা করতে পারেননি। অথচ প্যারিস অলিম্পিকে কোটা প্লেস নিশ্চিত করার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে সবার বাড়তি প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে যেন ব্যর্থই হচ্ছেন এই অলিম্পিয়ান। তা হঠাৎ কী হলো সাগরের?

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) ছাত্র সাগর এবার এইচএসসি পরীক্ষায় বসেছেন। আপাতত পড়াশোনা নিয়েই বেশি ব্যস্ত তিনি। এরপরও প্রতিদিন নিয়ম করে যতটুকু পারা যায়, অনুশীলনটাও করে যাচ্ছেন। তির-ধনুকে বিরতি পড়লেই যে বিপদ। পড়াশোনা আর অনুশীলনের এক ফাঁকে নিজের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন সাগর। একান্ত আলাপে তিনি স্বীকার করে নিলেন, সময়টা তাঁর ভালো হচ্ছে না। তবে আত্মবিশ্বাস যে একটুও টলে যায়নি, সেটা খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেল আলাপচারিতায়। বললেন, ‘একজন খেলোয়াড়ের জীবনে এ রকমটা হবেই। এর আগেও হয়েছে। সেখান থেকে ব্যাক করেছি। ভালো হতে হতে হুট করে খারাপ হবে, এটা স্বাভাবিক। এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই। টেনশন করলে তো ঠিক হবে না, চেষ্টা করলে ঠিক হবে, সেটাই চালিয়ে যাচ্ছি।’

এ বছর এখন পর্যন্ত তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। যার দুটি ছিল এশিয়া কাপ, অন্যটি বিশ্বকাপ। তিন প্রতিযোগিতা মিলিয়েই সবচেয়ে বড় সাফল্যটা আব্দুর রহমান আলিফের। জুনে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ প্রতিযোগিতায় রিকার্ড ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণ জয় করেন তিনি। আলিফের সময়টা আসলে দারুণই যাচ্ছে। অন্যদিকে অলিম্পিয়ান সাগর বাড়াচ্ছেন দুশ্চিন্তা। তাঁর ক্যারিয়ার সেরা স্কোর ৬৭১ হলেও সিঙ্গাপুরের ওই আসরটিতে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ৭২০ স্কোরের মধ্যে ৬৪১ করে ৩৩তম হন সাগর। এই ইভেন্টে বাংলাদেশের যে চার প্রতিযোগী অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে সবার তলানিতে ছিলেন সাগর। এখানে বাজে পারফর্ম করায় ব্যক্তিগত ইভেন্টে পরের ধাপগুলো কঠিন হয়ে যায় সাগরের জন্য। সেরা ষোলোতেও তাই জায়গা করতে পারেননি।



১/২৪ খেলায় কাজাখস্তানের ঝাংবাইরবে দৌলেটকেলডির নিকট হেরে যান। যেহেতু কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ভালো করতে পারেননি, তাই রিকার্ড পুরুষ দলগত এবং মিশ্র দলগততে তার সুযোগই হয়নি।

এর আগে গত মে-তে চীনের সাংহাইতে আর্চারি বিশ্বকাপ (স্টেজ-২) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও মনে রাখার মতো কিছু করতে পারেন সাগর। যদিও বিশ্বকাপ বেশ বড় মঞ্চ এবং বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করে কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাঁর আগে ফেব্রুয়ারিতে থাইল্যান্ডে এশিয়া কাপ (স্টেজ-১) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও হতাশ করেন সাগর। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ৬৬০ স্কোর করে ২৪তম হয়েছিলেন। পরে ব্যক্তিগত ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও সেখানেই থামতে হয়। তবে দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জপদক জিতেছিলেন তিনি। এ বছর এখন পর্যন্ত ওটাই তাঁর বড় সাফল্য। কিন্তু একজন অলিম্পিয়ানের কাছে তো এরচেয়েও বেশি প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের। সবশেষ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আসর নিয়ে সাগর বলেন, ‘কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে আমার স্কোরটা বাজে হয়েছিল। যে কারণে র‍্যাঙ্ক খারাপ হয়। ভালো করতে না পারার কারণ এটাই।’ এরপরই আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, ‘তবে শিখছি এখন থেকে। কোনো কিছুই হারানোর নেই।’

পরীক্ষা শেষে কানাডায় ইয়ুথ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে যেতে হবে সাগরকে। এরই মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিতও হয়েছেন তিনি। আপাতত বড় এই আসরকে টার্গেট করেই অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বললেন, ‘সামনে কানাডায় আমাদের ইয়ুথ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। যে কোনো কারণে হোক, এর আগে দুবার আমরা ইয়ুথ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যেতে পারিনি। এবার আমরা আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ আমরা যাব এবং ভালো কিছু করব।’ মানবিক বিভাগের ছাত্র সাগর পরীক্ষা সামলে কীভাবে অনুশীলন করছেন? জানতে চাইলে এই আর্চার বলেন, ‘ওরকমভাবে তো (আগের মতো সিরিয়াস) করা যায় না। তারপরও অনুশীলন থেকে যেন সরে না যাই, এ জন্য যখন সময় পাই, তখনই অনুশীলন করি। সাধারণত বিকেল বেলা প্রতিদিনই অনুশীলন করা হয়। যেদিন পরীক্ষা থাকে না, সেদিন সকালেও অনুশীলন করি।’

সাগরের মধ্যে প্রাণবন্ত একটা ভাব আছে। বিশেষ করে আর্চারিটা খুব উপভোগ করেন তিনি। এই উপভোগের আনন্দেই হয়তো ফের সুসময়ে ফিরবেন তিনি। হয়তো কেবলই তা সময়ের অপেক্ষা!



ফুটবলে বাংলাদেশের মোয়েদের ইতিহাস

রফিকুল ইসলাম

অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের মিশেলে গড়া দলটির সামর্থ্য নিংড়ে দেওয়া পারফরম্যান্স এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপের তিন দলের মধ্যে দুটিই ছিল অপরিচিত। মিয়ানমারের সঙ্গে আগে এক ম্যাচ খেলে ৫-০ গোলে হেরেছিল। বাহরাইন ও



কিছু সাফল্য কল্পনার সীমানাও ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ নারী ফুটবলের সাফল্যটা ঠিক সে রকমই। নারী ফুটবলের ইতিহাস-ঐতিহ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে ভারত ও নেপাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের অভিষেক ১৯৮০ সালে, নেপালের শুরু তারও অর্ধশতাব্দী পর। আর বাংলাদেশ তো আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রেখেছে ২০১০ সালে; ভারতের চেয়ে ৩০ ও নেপালের চেয়ে ২৪ বছর পর। সেই ভারত-নেপালকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এরই মধ্যে দুইবার দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছে। এবার প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে রীতিমতো ইতিহাস গড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি টপকিয়ে বাংলাদেশ এখন পুরো এশিয়াতেই আলোচিত নাম।

নারী ফুটবলে এই অর্জন বিস্ময়কর। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ময়দানে পা রাখা বাংলাদেশ কাগজে-কলমে এশিয়াতে অনেক পেছনের দল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তো ১২৮ নম্বরে। তবে ভেতরে ভেতরে বাংলাদেশের নারী ফুটবল যে কতটা উন্নতি করেছে, তার উদাহরণ সদ্য শেষ হওয়া এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই। প্রথমে ৩৬ খাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইনের জালে ৭ গোল, তারপর ৭৩ খাপ এগিয়ে থাকা মিয়ানমারকে হারিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল তুর্কমেনিস্তানের জালেও দেয় ৭ গোল। বাংলাদেশের মেয়েরা এই ৭ গোলই দিয়েছিল প্রথম ৪৫ মিনিটে।

একমাত্র বাংলাদেশকে এশিয়ান কাপের টিকিট পাওয়ার জন্য শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। পরপর দুই ম্যাচ জিতে বাছাই পর্ব থেকে সবার আগে চূড়ান্ত পর্বে নাম লিখিয়েছে পিটার

বাটলারের শিষ্যরা। বাহরাইনকে হারানোর পর সবার প্রত্যাশা ছিল যদি দ্বিতীয় ম্যাচে মিয়ানমারের বিপক্ষে ড্রও করে তাহলে স্বপ্ন বেঁচে থাকবে। তবে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। মিয়ানমারকে হারানোর কয়েক ঘণ্টা পরই নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের ভাগ্য। ওই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তান ড্র করলে সমীকরণ মিলে যায় বাংলাদেশের।

তখন শেষ ম্যাচের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় আফগানিস্তানের। শেষ ম্যাচ যদি বাংলাদেশ হারতো তারপরও সমস্যা হতো না। ৬ পয়েন্ট সমান হতো বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে মিয়ানমারকে হারানোর কারণেই বাংলাদেশ উঠে যেতো চূড়ান্ত পর্বে। ওই সমীকরণে অবশ্য যেতে হয়নি বাংলাদেশকে। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ রীতিমতো ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তুর্কমেনিস্তানকে। টানা ৩ ম্যাচ জিতে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়েই এশিয়ান নারী ফুটবলের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার আসর এশিয়ান কাপে খেলা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ফ্রপিং হওয়ার পর কি কল্পনা করা গিয়েছিল বাংলাদেশ এশিয়ার শীর্ষ ১২ দলের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে? তারপর আবার গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পর কোচ ও সিনিয়র খেলোয়াড়দের দ্বন্দ্ব এলোমেলো হয়েছিল নারী ফুটবল। সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার আসর এশিয়ান কাপে পৌঁছানোর পেছনে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের বিশাল কৃতিত্ব আছে। পাশাপাশি

তুর্কমেনিস্তানের পর্যায়ে দেখা কখনো আগে। নভেম্বরে বাছাইয়ে

সঙ্গে বয়সভিত্তিক হলেও জাতীয় দল মুখোমুখি হয়নি ২০১৮ সালের অলিম্পিক

ইয়াংগুনে ৫-০ গোলে হারের ৭ বছরের মাথায় মিয়ানমারের মাঠেই মিয়ানমারকে হারিয়ে দেওয়া চাটুখানি কথা নয়। দেশটি পাঁচ পাঁচবার এশিয়ান কাপ খেলেছে। ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আসরেও কোয়ালিফাই করেছিল তারা। দুইবার আশিয়ান উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে একবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছে ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া দেশটি।



স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয়বার বাছাইয়ে অংশ নিয়ে মিয়ানমারকে টপকে চূড়ান্ত পর্বে উঠবে বাংলাদেশ তার পক্ষে বাজি ধরার লোক কমই ছিল। বাংলাদেশ এর আগে দুবার এশিয়ান কাপে অংশ নিয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে সব কটি হেরেছিল। ২৫ গোল হজম করে প্রতিপক্ষের জাল খুঁজে পাননি লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েরা। তাই মিয়ানমারকে ফেবারিট মেনেই ইয়াংগুন গিয়েছিলেন আফস্‌দা-স্বতুপর্ণারা। নতুন অধিনায়ক আফস্‌দা খন্দকার অবশ্য মিয়ানমার যাওয়ার আগে অনেকটা আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলেছিলেন ‘মানুষ চাইলে সবকিছুই পারে। আমরা সম্ভব হবো যদি কোয়ালিফাই করতে পারি।’ তাঁর আত্মবিশ্বাস বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সাতক্ষীরার এই যুবতির নেতৃত্বেই নারী ফুটবলে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। সার্বিনা খাতুনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরপর দুইবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আফস্‌দার নেতৃত্বে মিয়ানমার জয় নারী ফুটবলে বাংলাদেশ নারী ফুটবলদলের আগের সব অর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে।

এটা ভাবতেও ভালো লাগার যে বাংলাদেশ দুইবার সাফ জেতার পর এশিয়ার দিকে চোখ রেখেছিল। বছর না ঘুরতেই বাংলাদেশ পৌঁছে গেল ‘এশিয়ার বিশ্বকাপ, হিসেবে পরিচিত এশিয়ান কাপে। এই অর্জন বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে সুযোগ তৈরি করেছে বিশ্বকাপে যাওয়ারও। এশিয়ান কাপ এশিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়েরও অংশ। এমন কি অলিম্পিক ফুটবলেরও। এটা কল্পনারও বাইরে ছিল যে বাংলাদেশ নারী বিশ্বকাপে খেলার কথাটি এত তাড়াতাড়ি মুখে আনবে। তবে বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররাও বিশ্বকাপে খেলার মতো আরও বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

খুব কি কঠিন বিশ্বকাপে যাওয়া? কঠিন তো অবশ্যই। তবে বাংলাদেশ এখন যে ফর্মে আছে, আত্মবিশ্বাস যেভাবে তুঙ্গে আছে, তাতে এশিয়ান কাপে ভালো করলে সেই সুযোগ তো আসতেও পারে। বাংলাদেশ এখন এশিয়ার সেরা ১২ দলের একটি। বিশ্বকাপে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি জন্য হতে হবে সেরা ৮ দলের একটি। সেরা ১২ থেকে সেরা ৮-এ যাওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই। সমীকরণটা পরিষ্কার করাই ভালো। পরবর্তী নারী বিশ্বকাপ হবে ২০২৭ সালে ব্রাজিলে। ওই বিশ্বকাপে এশিয়া থেকে ৮ দলের কোয়ালিফাই করারও সুযোগ আছে। কম হলেও ৬টি।

এশিয়ান কাপের ১২ দল ৩ গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের সঙ্গে তৃতীয় হওয়া সেরা দুই দল উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনাল জেতা অর্থাৎ সেমিফাইনালে গুঁঠা চার দল সরাসরি উঠে যাবে বিশ্বকাপে। আর কোয়ার্টার ফাইনাল হারা চার দলের মধ্যে হবে দুটি প্লে-অফ ম্যাচ। জয়ী দুই দলের নিশ্চিত হবে ব্রাজিল বিশ্বকাপের টিকিট। এভাবে ৬ দলে বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হবে। প্লে-অফ ম্যাচে হেরে যাওয়া দুই দলের সম্ভাবনা ওখানেই শেষ হয়ে যাবে না। তারা সুযোগ পাবে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে। জিতলে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। যার অর্থ হলো এশিয়ান কাপে অংশ নেওয়া ১২ দেশের মধ্যে ৮টিকে দেখা

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের ৮ ম্যাচ

তারিখ	ভেন্যু	প্রতিপক্ষ	ফলাফল
২১.৫.২০১৩	ঢাকা	থাইল্যান্ড	০
২৩.৫.২০১৩	ঢাকা	ইরান	০
২৫.৫.২০১৩	ঢাকা	ফিলিপাইন	০
১৯.৯.২০২১	তাসখন্দ	জর্ডান	০
২২.৯.২০২১	তাসখন্দ	ইরান	০
২৯.৬.২০২৫	ইয়াংগুন	বাহরাইন	৭
০২.৭.২০২৫	ইয়াংগুন	মিয়ানমার	২
০৫.৭.২০২৫	ইয়াংগুন	তুর্কমেনিস্তান	৭



যেতে পারে বিশ্বকাপে। কম হলেও ৬টি।

এই তো গেল বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার সমীকরণ। কোয়ার্টার ফাইনালে গুঁঠা ৮ দলের সামনে থাকবে পরবর্তী অলিম্পিকে খেলারও সম্ভাবনা। এই ৮ দল নিয়ে দুই গ্রুপে খেলা হবে। দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে অলিম্পিকের টিকিট। এই দুটি সমীকরণই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল কি অর্জনটা করে ফেলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সেরা তিন দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনবার এশিয়ান কাপ খেলা এবং ৬ বার সাফের রানার্সআপ হওয়া নেপাল যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন চীন, রানার্সআপ দক্ষিণ কোরিয়া, তৃতীয় হওয়া জাপানের সঙ্গে এশিয়ান কাপে সরাসরি খেলবে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া। বাকি ৮ দেশ উঠেছে বাছাই পর্ব উপকিয়ে। বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও বাছাই পর্ব থেকে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, চীনা তাইপে, উজবেকিস্তান। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত ‘এ’ গ্রুপের খেলা চলছিল। ভিয়েতনাম বিশ্বকাপের গত আসরে খেলেছে। জাপান ৯ বার বিশ্বকাপ খেলে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া চারবার বিশ্বকাপ খেলেছে, ফিলিপাইন খেলেছে একবার। ৮ বার বিশ্বকাপ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া, চীনা তাইপে একবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত, চীন

বিশ্বকাপের সাবেক রানার্সআপ, উত্তর কোরিয়া বিশ্বকাপ খেলেছে চারবার, বাংলাদেশ, ভারত ও উজবেকিস্তানেরই কেবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা নেই।

এশিয়ান কাপে বাংলাদেশকে কঠিন গ্রুপেই খেলতে হবে। কারণ, সর্বশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী এশিয়ান কাপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে বাংলাদেশ। তাই ৪ নম্বর পটে থেকেই ড্র হবে বাংলাদেশের। স্বাভাবিকভাবেই বেশি শক্তিশালী দলের সঙ্গে পড়বে। তাই রানার্সআপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গুঁঠা কঠিনই। কোনো একটা ম্যাচ জিতলে সেরা তিনে থাকার দৌড়ে থাকলেও থাকতে পারে লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েরা।

নারী ফুটবল দল দুইবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফেরার পর তাদের বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে করে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে আনা হয়েছিল। এবার এই সাফল্যের উদ্‌যাপন ভিন্নভাবে করেছে বাফুফে। গত ৬ জুলাই দিবাগত রাতে দেড়টায় বাংলাদেশ দল ঢাকায় ফিরলে তাদের বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীর হাতিরঝিলে। সেখানে রাত আড়াইটার দিকে এফিথিয়েটারে নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিজয় উদ্‌যাপন করা হয়। বাফুফে থেকে ঘোষণা করা হয়েছে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির জন্য তারা সর্বোচ্চ করবে নারী ফুটবল দলের জন্য। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলিয়েই আফস্‌দাদের পাঠানো হবে অস্ট্রেলিয়ায়।



বাংলাদেশকে নতুন করে চিনাছে পুরো পৃথিবী

প্রাগ আরমান

সাফল্য ও কীর্তিগড়ার মানসিকতা এবং সামর্থ্য দেখে বলা যায় ত্রিকোণের পথেই হাঁটছে এদেশের নারী ফুটবল। মনোবল দৃঢ় আর ঐকান্তিক চেষ্ठा থাকলে সাফল্য আসবেই। কোনো প্রতিরোধই দমিয়ে রাখতে পারবে না। পারা গেলও না। বাংলাদেশের অদম্য নারী ফুটবল দল পৌছে গেছে এশিয়ান কাপের মূল আসরে। অথচ এর আগে কত ত্যাগ-তিতিক্ষা, কত গঞ্জনা-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে নারী ফুটবল দলকে। অধিনায়ক থেকে শুরু করে অনেককেই দল থেকে বাদও পড়তে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ থেমেছে। বিদ্রোহী ফুটবলারদের কাউকে কাউকে আবার দলে ফেরানোও হয়েছে। সবার ঐকান্তিক চেষ্ঠায় আগামী বছরের মার্চ মাসে নারী এশিয়ান কাপের টিকিটও নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। টিমওয়ার্ক, নজরকাড়া পারফরমেন্স আর অদম্য মনোবল যে একটা দলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কঠোর পরিশ্রম আর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অসাধারণ এক দলে পরিণত হয়েছে আফসাদা-ঋতুপর্ণারা। তবে পরিশ্রমের প্রার্থিত মূল্যায়ন না করায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে গত জানুয়ারি মাসের শেষ দিক থেকে উত্তপ্ত হতে শুরু করে বাংলাদেশের জাতীয় নারী ফুটবল দল। তবে সবাই নয়, সিনিয়রদের বড় একটা অংশ বাটলারের পদত্যাগে একজোট হয়ে ওঠেন। এরপর সাবিনা খাতুন, সানজিদা, শামসুন্নাহার, ঋতুপর্ণা, মাসুরা, মনিকার মতো তারকা ফুটবলারসহ মোট ১৮ জন কোচের প্রতি নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা জানান সংবাদ মাধ্যমে।



কোচের আচার-আচরণ নারী ফুটবলারদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাতে দৃশ্যত দূরত্ব তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত কোচের অধীনে অনুশীলন করতেও আপত্তি জানান সেইসব খেলোয়াড়। কোচও তাঁদেরকে প্রশিক্ষণে রাখতে রাজী নন জানিয়ে, দ্বন্দ্বের আগুনে ঘি ঢেলে দেন। কোচের বিপক্ষে তিন পৃষ্ঠার অভিযোগে নারী ফুটবলাররা অভিযোগ করেন যে, মাঠ ও মাঠের বাইরে কোচ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, তাঁদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। সিনিয়র-জুনিয়র বলে দলে বিভাজনের সৃষ্টি করেন। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েও মন্তব্য করেন। বডি শেমিংও করেন কোচ পিটার বাটলার।

খেলোয়াড় বিদ্রোহে বেশ সতর্ক অবস্থান নেয় ফুটবল ফেডারেশন। দুই পক্ষের সমঝোতার চেষ্টাও করে। তাঁর জন্য মতামতও নেয় বাফুফে গঠিত তদন্ত কমিটি। কিন্তু সময় ক্ষেপণ ছাড়া কিছুই হয়নি। বিষয়টি সুরাহা না করতে পেরে বিদ্রোহী খেলোয়ারদের উপর দোষ চাপায় কমিটি। খেলোয়াড়-কোচ দ্বন্দ্বের শুরু তারও আগে থেকেই। শুরুটা হয়েছিল ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে। উপরের কারণগুলোর জন্য পিটার বাটলারের অনুশীলন বর্জন করেও নেপালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। কোচের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করার পরই রীতিমতো যুদ্ধে নেমে যায় সিনিয়র নারী ফুটবলাররা।

অবশ্য এতোকিছুর মধ্যেও দলের প্রস্তুতি চলছিলই। সামনে এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্ব। সেই বাছাইয়ে ভালো ফলের জন্য সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার আগে ইন্দোনেশিয়ায় প্রীতি ম্যাচ খেলতে যায় বাংলাদেশের নারীরা। শক্তিশালী জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়ার চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে নারী ফুটবলাররা। দুটি

ম্যাচের কোনটিই জিততে পারেনি। তবে হারেনি তারা। ড্র হয়েছিল ম্যাচ দুটি। এই ফলাফল বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাসের সলতেটা কিছুটা উসকে দেয়। একবার অনুপ্রেরণা পেয়ে গেলে সেই দলকে থামানো সম্ভব নয়। মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে গিয়ে বাংলাদেশ নারী দলও যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। তবে কিছুটা ভয় অবশ্য ছিলই। নতুন-পুরানোর মিশেল থাকলেও দলটা বেশির ভাগেরই অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়ে গেছে। শক্তি-সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা দুইদলের সাথে ড্র করে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে উঠে যায় বাংলাদেশের নারীরা। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব ছিল মূল মঞ্চে পা রাখার সোপান। অবশ্য বাছাইপর্বের 'সি' গ্রুপে কেবল তুর্কমেনিস্তানই ছিল বাংলাদেশের চেয়ে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে। তুর্কমেনিস্তানের অবস্থান ১৪১ আর বাংলাদেশ ছিল ১২৮তম অবস্থানে। গ্রুপে





সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের অবস্থান ৫৫তম। আর বাহরাইনের ৯২তম।

এশিয়ান কাপের মূল মঞ্চের টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে অধিনায়ক আফসদা খন্দকারদের প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল ৩৬ ধাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইন। ভয় পেলেই শেষ। তা নাহলে ইতিহাস নতুন করে লেখার সুযোগ পাওয়া যায়। ইয়ান্সুনে বাহরাইনকে পেয়ে নেচে ওঠে বাংলাদেশের নারীরা। শুরু থেকেই তাঁরা আক্রমণাত্মক আর গোছানো ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে তাক লাগিয়ে দেয়। লাল-সবুজের জার্সিধারীদের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে দর্শক বনে যায় বাহরাইন। তাতে গুনে গুনে ৭-০ গোলে জয় পায় বাংলাদেশ। অবশ্য আক্রমণাত্মক মেজাজে ফুটবল খেলে প্রথমার্ধেই ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পিটার বাটলারের শিষ্যরা। জোড়া গোল করেন তহুরা খাতুন। আর একটি করে গোল আসে শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা, কোহাতি কিসকু ও মুনিকি আক্তারের পা থেকে। এ ছাড়া একটি গোল হয় আত্মঘাতি। খেলায় তহুরা, ঋতুপর্ণা, মারিয়াদের পাস, অ্যাকুরেসি, মুভমেন্ট এবং ড্রিবলিং দেখে মুগ্ধতা ছড়ায় দর্শক-সমর্থকদের মাঝে।

পরের ম্যাচটি ছিল স্বাগতিক মিয়ানমারের বিপক্ষে। জিতলেই ইতিহাসের হাতছানি। বাংলাদেশের নারী ফুটবলে রচিত হবে নতুন অধ্যায়। প্রতিপক্ষ মিয়ানমার ছিল বাংলাদেশের চেয়ে ৭৩ ধাপ এগিয়ে। কিন্তু জয়ের ইচ্ছে যখন থাকে সবার মনে তখন সাফল্যের ছোঁয়া পাওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ঠিক সময়ে আবারও জ্বলে উঠে বাংলাদেশ। খেলে ভয়-ডরহীন ফুটবল। নিজ দেশ, নিজেদের মাটিতে ২-১ ব্যবধানে পরাস্ত মিয়ানমার। ইতিহাসে জয়গা পাওয়াটা তখন মাত্র কিছুটা অপেক্ষার পালা। শেষ ম্যাচে

তুর্কমেনিস্তানকে রুখে দিতে পারলেই সবঠিক। কিন্তু সেই অপেক্ষাকে দীর্ঘায়িত হতে দেয়নি তুর্কমেনিস্তান। পরের ম্যাচেই তাঁরা বাহরাইনকে ২-২ গোলে রুখে দেয়। তাতে প্রথমবারের মতো এএফসি নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠে যায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে অবধারিতভাবেই ফেবারিট ছিল বাংলাদেশ। তাছাড়া গ্রুপে একমাত্র তুর্কমেনিস্তানের চেয়েই র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছিল লাল-সবুজের দল। তাদেরকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে নারী এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের তিন ম্যাচেই জয় পায় বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের তিন জয়ে পুরো ৯ পয়েন্ট নিয়েই এশিয়ান কাপের মূল পর্বে উন্নীত হয় পিটার বাটলারের শিষ্যরা। অবশ্য আগের ম্যাচে মিয়ানমারকে হারিয়েই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নারী ফুটবল দল। প্রথমার্ধেই তুর্কমেনিস্তানের জালে ৭ বার বল পাঠায় বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনো গোল করতে পারেনি মনিকা-তহুরারা। তিন ম্যাচের সবকটি জিতে গ্রুপ সেরা হয়েই বাছাই পর্ব শেষ করে বাংলাদেশ। ঋতুপর্ণা-আফিদারা তিন ম্যাচে মোট গোল করেছে ১৬টি। প্রতিপক্ষ দিয়েছে একটি গোল। টাইব্রেসদের শক্তিমত্তা বুঝাতে এরচেয়ে বেশি আর কি-ই বা লাগে!

নারী ফুটবল দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে চিনতে শুরু করেছে পৃথিবী। গ্রুপে টানা তিন ম্যাচ জিতে এবারই প্রথমবারের মতো মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। এশিয়ার ৩৪টি দল বাছাইপর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তার মধ্যে গ্রুপ সেরা হয়ে আটটি দলের মূল পর্বে খেলার কথা। তবে এখনও ‘এ’ গ্রুপের খেলা শুরু না হওয়ায় অষ্টম দলটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জর্ডানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে জানা যাবে কোন দেশ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলবে। সে যাই হোক, ‘সি’ গ্রুপে টানা তিন ম্যাচ জিতে নিজেদের মুসিয়ানার পরিচয় দিয়েছে পিটার বাটলারের শিষ্যরা। নারীদের এমন

সাফল্যে দেশবাসী থেকে শুরু করে সবাই বেশ খুশি। সেই খুশির রেশ ছড়িয়ে যায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের মধ্যেও। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় হবে নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্ব। বাছাইপর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৭ মার্চ কুয়ালালামপুরে এএফসির সদর দফতরে। বাছাইপর্বের বিশেষত্ব হলো, এবারই প্রথম ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ড্র অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর আগে এমনটা হতো না, হতো আগের টুর্নামেন্টে পারফরমেন্সের ভিত্তিতে। কিন্তু এবার অধিকতর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য এএফসি ফিফা র‍্যাঙ্কিংকে গুরুত্ব দেয়। আর ২৬ ফেব্রুয়ারি বাছাইপর্বের স্বাগতিকদের নাম ঘোষণা করেছিল এএফসি।

সাফে টানা চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় দলের জন্য দেড় কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই অর্থ খেলোয়াড়দের দেয়া হয়নি এখনও। তারওপর মিয়ানমারে গিয়ে আরও একটি সাফল্য নিয়ে আসলো নারীরা। শুধুমাত্র ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৫০ লাখ টাকার পুরস্কারের ঘোষণা দিলেও নিশ্চুপ, শব্দহীন বাফুফে। তবে মিয়ানমার থেকে ফেরার রাতেই দলকে সংবর্ধনা দেওয়া নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ করেছে বাফুফে সেটাও নজিরবিহীন। পরেরদিনই ভুটানে লিগ খেলতে যাওয়া দুজন ফুটবলারের জন্য তড়িঘড়ি করে সংবর্ধনার আয়োজন করে ফেডারেশন। গভীর রাতে এই সংবর্ধনা দেশিয় ফুটবলে কোনো কাজে আসবে তা কে জানে? বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত একবারই এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার রেকর্ড রয়েছে। ১৯৮০ সালে কুয়েতে খেলেছিল বাংলাদেশ পুরুষ দল। এরপর আর কখনো বাংলাদেশের কোনো জাতীয় দল এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পায়নি। এবার নারী ফুটবল দল প্রমাণ করল কঠিন পরিশ্রম আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য বিজয়ীদের অপেক্ষায় থাকে। এদেশে নারী ফুটবলের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। সাফল্যেও প্লাবনে প্লাবিত হোক দেশের ফুটবল।





আদু আছে

সময়

মো. সামীম সরদার

ঋতুপর্ণা

বাঁ পায়ে

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখন সবার মুখে মুখে ঋতুপর্ণা চাকমার নাম। এমন কি সমাজের অন্য সেক্টরেও। দেশের কোনো ক্ষেত্রে অরণীয় কোনো সাফল্য এলে তার গর্ব সেখানেই আটকে থাকে না। তাই তো অসাধারণ নৈপুণ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এশিয়ান কাপে নিয়ে যাওয়া ঋতুপর্ণার প্রশংসা এখন আর ক্রীড়াঙ্গনেই ঘুরপাক খাচ্ছে না। রাঙ্গামাটির ২১ বছর বয়সী এই যুবতীকে নিয়ে প্রশংসার ঢেউ আছড়ে পড়ছে দেশের প্রতিটি সেক্টরে। কী করেছেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাবেক এই শিক্ষার্থী, তা এরই মধ্যে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গেছেন। বিশেষ করে গেঁথে গেছে তাঁর জাদুময়ী বাঁ পায়ের কারিশমা। ঋতুপর্ণার বিশ্বস্ত বাঁ পায়ে বল গেলেই গোল এবং তাঁর গোল মানেই বাংলাদেশের জয়। এক সময় নারী ফুটবলে গোলমেশিন বলা হতো সাবেক অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে। প্রতিপক্ষকে কতবার যে ঘোল খাইয়েছেন সাতক্ষীরার সাবিনা তা বলাই মুশকিল। সাবিনা এখন জাতীয় দলেই নেই। আবার ফিরতে পারবেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। এখন যে বাংলাদেশ পেয়ে গেছে দক্ষ একজন স্কোরার এবং তিনি রীতিমতো দেশের ফুটবল ভক্তদের হৃদয়ে দাগ কেটেছেন। দেশের ফুটবলের পোস্টারগার্ল উপাধীও দিতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। সুদর্শনা ঋতুপর্ণার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফ্যান ফলোয়াড় অনেক। এখন অনেকে তাঁর বাঁ পায়ের জাদুতেও মুগ্ধ হচ্ছেন। ২০২৪ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল বাংলাদেশের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর শক্তিতে এগিয়ে থাকা ভারত-নেপালকে প্রথমবার সাফ জেতার পর প্রতিপক্ষরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অংশ নিয়েছিল ২০২৪ সালে সাফে। ভারতের লক্ষ্য ছিল শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাওয়া, নেপালের লক্ষ্য ছিল ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। তবে কোনো দেশই বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাঁধা হতে পারেনি। টানা দুইবারই বাংলাদেশের মেয়েরা ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে পড়েছিল

দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। নেপালকে ২-১ গোলে হারানো ফাইনালের কথা অনেকেরই মনে আছে। বিশেষ করে ঋতুপর্ণা চাকমার ৮১ মিনিটে করা জয়সূচক গোলটি। বাঁ দিকে দিয়ে ঢুকে তিনি বাঁ পায়ে যেভাবে নেপালের জাল কাঁপিয়েছিলেন তাতে হতভম্ব হয়েছিল কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামের গ্যালারিভর্তি দর্শক। ঋতুপর্ণা বাঁ পায়ের এক শটে চুপি করিয়ে দিয়েছিলেন সারাক্ষণ গর্জাতে থাকা নেপালি সমর্থকদের। গোল করে আঙ্গুল ঠোঁটে চেপে চুপ করানোর ঋতুপর্ণার সেই ট্রেডমার্ক সংকেত নিয়ে এখনো আলোচনায় মশগুল হন অনেকে।

এবার মিয়ানমারে স্বাগতিকদের বিপক্ষে করা দুটি দর্শনীয় গোলই এসেছে ঋতুপর্ণার বাঁ পা থেকে। প্রথমটি ফ্রিকিক থেকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এবং দ্বিতীয়টিও তাঁর একক প্রচেষ্টায়। ঋতুপর্ণার নেওয়া ফ্রিকিক ফিরে গিয়েছিল মিয়ানমারের মানবঢালে। ফিরতি বলে বাঁ পায়ে এই লেফট উইঙ্গার যে শট নেন তা ঠেকানোর কোনো উপায় ছিল না মিয়ানমারের গোলরক্ষকের। ব্যবধান দ্বিগুণ করা গোলটি ছিল আরও দর্শনীয়। স্বাগতিক দলের সেন্টার ডিফেন্ডার বলটি পাস দিয়েছিলেন লেফট ব্যাককে। ঋতুপর্ণা ছিল অনেকটা দূরে। প্রায় মাঝমাঠ থেকে এক দৌড়ে বলটি ছোঁ মেরে নিয়ে নেন ঋতু। তারপর একক প্রচেষ্টায় ঢুকে পড়েন বাম দিক দিয়ে। গতির ওপরই বক্সের বাম দিকের রেখার ওপর থেকে বাঁ পায়ে যে শট নেন, তা গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে আছড়ে পড়ে মিয়ানমারের জালে।

ঋতুপর্ণার করা দুই গোলার লিডের পরই ম্যাচের ভাগ্য ঝুলে পড়তে থাকে বাংলাদেশের দিকে। শেষ দিকে মিয়ানমার একটি গোল করে ব্যবধান কমালেও ম্যাচে ফেরা হয়নি মিয়ানমারের। আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচেও তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে ৭-০ ব্যবধানের জয়ে ঋতুর বাঁ পায়ের দর্শনীয় দুটি গোল আছে। মনিকা চাকমা ছোট করে কর্নার নিয়ে বল দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণার কাছে। বক্সের অনেক বাইরে থেকে আবার তাঁর জাদুকরী বাঁ পায়ের শট এবং গোল।

কাজিফত ফুটবলারের সম্মানে



মো. সামীম সরদার

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের বিভিন্ন ক্লাব বিদেশিদের ট্রায়াল নিয়ে থাকে মাঝে-মাঝে। এই ট্রায়ালের প্রবণতা আবার ছোট ক্লাবের বেশি। বড় শিরোপা প্রত্যাশী ক্লাবগুলো বিদেশি খেলোয়াড় আনেন তাদের বায়োডাটা ও যোগ্যতা বাছাই করে। অর্থের চেয়ে মানের দিকটা বেশি বিবেচনা করেন তারা। ঢাকায় এনে পারফরম্যান্স দেখার ঘটনা বড় ক্লাবের কমই ঘটে। তবে ছোট ক্লাবগুলোকে দেখা যায় অনেক বিদেশি ট্রায়াল নিয়ে পছন্দের খেলোয়াড় নির্ধারণ করে। সম্ভাব্য একটু ভালো-এই নীতিতেই কম বাজেটের ক্লাবগুলো বিদেশি নির্বাচন করে।

বিদেশি ফুটবলার নয়, বিদেশে থাকা ফুটবলারদের এবার ট্রায়াল নিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (ব্যাফুফে)। অর্ধশত ফুটলার ১৪টি দেশ থেকে নিজেদের খরচে ঢাকায় এসে তিন দিনের ট্রায়াল দিয়ে গেছেন। ২৮ থেকে ৩০ জুন এই ট্রায়াল হয়েছে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। ব্যাফুফের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর সাইফুল বারী টিটুর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কোচদের একটি প্যালেন ট্রায়াল পরিচালনা করেছেন। জাতীয় দলের প্রধান কোচ হাভিয়ের কাবেরেরা এই ট্রায়াল পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর কোচিং স্টাফের অন্য সদস্যদের নিয়ে।

গত মার্চে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা দেওয়ান চৌধুরী যখন বাংলাদেশে আসলেন ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচ খেলতে তখন এই তারকা ফুটবলারকে নিয়ে হয়েছে উন্মাদনা। তিনি সিলেট হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর এই আগমন উপলক্ষ্যে দর্শক-ভক্তদের বিশাল প্রস্তুতি ছিল। হামজা দেখেছেন বাংলাদেশের মানুষ ফুটবলকে কতটা ধারণ করেন। হামজার আগমনের আড়াই মাস পর এসেছিলেন কানাডা জাতীয় দলে খেলা



শমিত সোম। তবে হামজার আগমন বেশি দাগ কেটেছিল ফুটবল ভক্তদের হৃদয়ে।

আসলেন এবং জয় করলেন-এমন ছিল হামজার লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক।

২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে অভিষেকেই ভক্তদের মন জয় করেন ইংলিশ লিগের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। অনেক দিন ভারতের মাটিতে ভারতকে বাগে পেয়েছিল বাংলাদেশ। তবে গোল করার ব্যর্থতায় হাভিয়ের কাবেরেরার দলকে খুশি থাকতে হয়েছিল এক পয়েন্ট নিয়ে। হামজার অভিষেক ম্যাচ, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং তাঁকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা দেখে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকের নাম ভাসতে থাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এত প্রবাসী ফুটবলারের ছবিসহ পোস্ট হতে থাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং তাঁদের প্রশংসায় যখন পোস্টদাতারা পঞ্চমুখ হন তখন ব্যাফুফে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যেই পড়ে যায়।

এমন অভিযোগও উঠতে থাকতে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলতে অনেক প্রতিভাবান প্রবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অথচ ব্যাফুফে নির্বিকার। মানসম্মত ফুটবলারের প্রতি নজরও নেই দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার। হয়ে যাওয়া তিন দিনের ট্রায়ালে ব্যাফুফে সেই অভিযোগ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হয়েছে। যদিও ট্রায়াল থেকে ব্যাফুফে তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে নির্বাচন না করায় উল্টো সিডিকেটের অভিযোগ গুনতে হয়েছে।

এই যে অর্ধশতের মতো ফুটবলার ১৪টি দেশ থেকে নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে ট্রায়াল দিয়ে গেলেন সেখান থেকে ব্যাফুফে কী পেয়েছে তা অবশ্য লুকিয়ে রাখেনি। একদিন পরই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে ব্যাফুফের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর জানিয়ে দিয়েছেন ওই ট্রায়ালের ফলাফল।

অনেকেরই জানার আগ্রহ ছিল এই ট্রায়ালে হামজা, শমিত কিংবা ফাহামিদুলের মতো কোয়ালিটিফুল কোনো ফুটবলার পেয়েছে কিনা। তবে ব্যাফুফে বলেছে, জাতীয় দলে খেলার মতো, অর্থাৎ হামজা-শমিতদের সাথে ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করার মতো কোনো ফুটবলার তারা পায়নি।

তাহলে কি এই ট্রায়ালের মাধ্যমে পশ্চিম হয়েছে? মোটেও না। এটা তো শুরু। ব্যাফুফে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর সাইফুল বারী টিটু জানিয়েছেন, এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিবছরই এমন ট্রায়াল করা যেতে পারে। ট্রায়াল দেওয়া ফুটবলারদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা বয়সভিত্তিক দলের ক্যাম্প ডাক পাওয়ার মতো। যদি সেটাও হয় তাহলে এই ট্রায়ালে কিন্তু কিছু আউটপুট থাকছে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। এই ট্রায়ালের শেষ দিনে ব্যাফুফে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। ‘ক্লোজড-ডোরের’ ফিতা খুলে গণমাধ্যমকর্মীদেরও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল ট্রায়াল দেখার। কয়েক হাজার দর্শক সেদিন দেখেছেন প্রবাসীদের



ট্রায়াল। অনেক খেলোয়াড়ের ট্রায়াল দেখতে তাঁর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন এমন কি বন্ধু-বান্ধবরাও হাজির ছিলেন স্টেডিয়ামে। এক কথায় একটা উৎসমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল শেষ দিনে।

শেষ দিনে জুনিয়র ও সিনিয়র দুই গ্রুপে ভাগ করে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা ছিল ট্রায়ালের শেষ ধাপ। একটা জমকালো টুর্নামেন্ট শেষ হলে যেভাবে দর্শকরা নানা উদযাপনের মাধ্যমে দিনটি স্মরণীয় করে রাখে, এই ট্রায়ালের শেষটাও ছিল তেমন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপর মাঠে শতশত মানুষ ঢুকে যাওয়ায় অনেকে দুর্বল নিরাপত্তার কথা বলে বাফুফের সমালোচনা করেছেন। এটা ঠিক প্রবাসীরা বাংলাদেশের সন্তান হলেও তাঁদের এমন পরিবেশের অভ্যস্ততা কম। যদিও মানুষের আবেগ এতটাই ছিল যে, ম্যাচের পর শৃঙ্খলার কথা ভুলে গিয়ে মাঠে ঢুকে কে কার সাথে সেলফি তুলবে সেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। অনেক প্রবাসী ফুটবলকে দ্রুত মাঠ ত্যাগ করতে দেখা গেছে।

বাফুফে ছোট করে একটা সমাপনী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিল। কে প্রথম, কে দ্বিতীয় বা কারা টিকলেন কারা টিকলেন না সেটা বিচার না করে বাফুফে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদপত্র ও উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেছে। দেশের জার্সিতে খেলার ও দেশের জন্য গৌরব ছিনিয়ে আনার জন্য মাঠের যোদ্ধা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যারা সাত সমুদ্র তের নদী পাড় হয়ে ট্রায়াল দিতে এসেছেন তাঁদের জন্য এই সম্মানটুকু যথেষ্ট নয়। এবার হয়তো বয়সভিত্তিক দলে কেউ কেউ ডাক পেলেও পেতে পারেন। তবে অনেক ফুটবলার এটা বলে গেছেন-এবার নির্বাচিত না হলে আবার ট্রায়াল দেবেন। এই ধরনের মনোভাবও প্রশংসনীয়।

হামজা-শমিতের লাল-সবুজ জার্সিতে খেলার গল্প যেমন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় এই তরুণ প্রবাসীরা বাংলাদেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, তেমন এই তরুণদের ট্রায়াল উদ্ভুদ্ধ করেন আরো অনেককে। এই ট্রায়াল থেকে বাফুফে জাতীয় পর্যায়ের জন্য যেমন খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে তেমন বাংলাদেশের ক্লাবগুলোরও সেই সুযোগ ছিল। ট্রায়াল দেখার জন্য বাফুফে সব ক্লাবকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ক্লাবগুলো তাদের নতুন মৌসুমের জন্য এখান থেকে কাউকে পছন্দ করেছে কিনা তা এখনো প্রকাশ করেনি। যদি পছন্দ করেই থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু একটা প্রাপ্তি।



সবচেয়ে বেশি ফুটবলার এসেছিলেন যুক্তরাজ্য থেকে। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, সুইডেনসহ পৃথিবীর নানা প্রান্ত এসে অর্ধশত ফুটবলার পরীক্ষা দিয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কোচিং প্যানেলের কাছে। বাফুফে এই ট্রায়ালের নাম দিয়েছিল ‘বাফুফে নেক্সট গ্লোবাল স্টার’। দুই দিনের অনুশীলন ও এক ম্যাচ দেখে কাউকে শতভাগ মূল্যায়ন করা সম্ভব না। তবে একজন দক্ষ ফুটবল কোচ ফুটবলারদের স্কিল, দক্ষতা, গতি, ফিটনেস, টেকনিক্যাল-ট্যাকটিক্যাল বিষয়ের ওপর ধারণা নিতে পারেন। কোচরা যেমন দেখেছেন অনেকে পারফরম্যান্স দিয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। তেমন দেখেছেন দর্শকরাও। অনেক খেলোয়াড়ের কারিকুরির ভিডিও ক্লিপও ছড়িয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ট্রায়ালে নজর কারাদের মধ্যে এগিয়ে থাকছেন বিতোশোক চাকমা নামের এক তরুণ। জুনিয়র দলের ম্যাচে খেলেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই ফরোয়ার্ডের পায়ে বল গেলেই গ্যালারিতে উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে। ব্রুকলিন এফসিতে খেলা এই তরুণের সাদা চুল। শারীরিক গড়ন, বল নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা, মাঝমাঠ থেকে বক্সে তাঁর গতিময় পদচারণা মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। গোলাও পেয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই তরুণ। ট্রায়াল দিয়ে নিজে সম্ভ্রান্তিও প্রকাশ করেছেন এবং আশাবাদী বাফুফে তাঁকে কোনো না কোনো বয়সভিত্তিক দলের ক্যাম্পে ডাকবে। ট্রায়াল শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে কথাও বলেছেন তিনি ‘ট্রায়াল ভালো হয়েছে। সব কিছুই ভালো লেগেছে। যেমন এই

মাঠ, গ্যালারিতে আসা সমর্থক। আমি চাই, বাংলাদেশের হয়ে খেলতে। আমি আশাবাদী।’

বার্সেলোনা যুব দলে ট্রায়াল দিয়ে এসেছিলেন আমির সামি নামের এক তরুণ। তিনি খেলেছিলেন জুনিয়র দলে। যুক্তরাষ্ট্রে বাসবাসকারী এই তরুণ বলেছেন, তাঁর ট্রায়ালও অনেক ভালো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সঞ্জয় করিম, ইংল্যান্ড প্রবাসী তোফায়েল তানিমসহ অনেকে নজর কেড়েছেন। আশিকুর রহমান, আমির খান, নাবিল নাসির, আরমান আইয়াজ নামের কয়েকজন যুবকও দর্শকদের নজরে পড়েছেন। ট্রায়ালে আসা ফুটবলারদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের অনেকে ম্যাচ শেষে মাঠে ঢুকেছিলেন। ফুটবলারদের মতো তাঁরাও গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন। কি স্বপ্ন আর কি সম্ভাবনা নিয়ে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন সে কথাও বলে গেছেন। অনেক ফুটবলার ও তাঁদের অভিভাবকের সাথে কথা বলে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে হামজাকে দেখেই সন্তানকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার জন্য চেষ্টা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আবার অনেক তরুণ হামজা-শমিতে আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে হামজা-শমিতের মতো না হোক, কিছু ভালো কোয়ালিটির ফুটবলার এ যাত্রায় পাওয়া যায়নি। না পেলেও বাফুফের একটা দারুণ উদ্যোগই ছিল।

অর্ধশত ফুটবলারের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন পাওয়া যায়নি এটা আবার অনেকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই ফুটবলামোদীদের সন্দেহ জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবেরেরা হয়তো বাগড়া বাঁধিয়েছেন। সমর্থকদের একটা গ্রুপ তো কাবেরেরার ঘোর বিরোধী। ট্রায়ালের শেষ দিনে দর্শকরা দুয়োধ্বনি দিয়েছে কাবেরেরাকে। কাবেরেরা ভূঁয়া, এই সোনার বাংলায় সিডিকেটের ঠাই নাই-এমন স্লোগান শুনতে শুনতে কাবেরেরাকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। তিন দিনের ট্রায়ালে যাই ঘটুক, কাবেরেরা যতই দর্শকদের রোষানলে পড়ুক-দিন শেষ এই ট্রায়ালের মাধ্যমে একটা নতুন যাত্রা হলো দেশের ফুটবলে। এবার না হলেও আগামীতে যে হবে না তাতো নয়।





জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা নৌবাহিনীর শিরোপা পুনরুদ্ধার, নতুন চ্যাম্পিয়ন গুলিশ

মোরসালিন আহমেদ

জাতীয় নারী ভলিবল দল গঠন: প্রতিযোগিতা শেষে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিমল ঘোষ ভুলু বলেন, জাতীয় পুরুষ দল কমবেশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করলেও দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় নারী ভলিবল দল কোথাও অংশ নিচ্ছে না। তাই জাতীয় নারী ভলিবল দল গঠনকল্পে আমরা শিগগিরই আবাসিক ক্যাম্প শুরু করতে যাচ্ছি। সদস্যসমৃদ্ধ জাতীয় নারী ভলিবল ও আন্তঃজেলা নারী ভলিবল প্রতিযোগিতা থেকে প্রাথমিকভাবে ডাক পাওয়া ৬০ জন নিয়ে তিন দিনব্যাপী বাছাইপর্ব শেষ করেছি। সেখান থেকে ৪০ জন নিয়ে আবাসিক ক্যাম্প শুরু হবে। এরপর ধাপে ধাপে ৩০ জন থেকে নামিয়ে এনে মূল দল গঠন করব। আগামী ডিসেম্বর মাসে মালদ্বীপে এশিয়ান সেন্ট্রাল উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে। ওই আসরে পাঠানোর জন্যই মূলত জাতীয় নারী দল গঠন করতে যাচ্ছি। এরপর আগামী বছর পাকিস্তানে এসএ গেমস রয়েছে। মালদ্বীপে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলে এসএ গেমসেও পাঠানোর চেষ্টা করব। অপর প্রশ্নে বলেন, তিন বছর পর জাতীয় ভলিবল অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই দুঃখজনক। গত ২৮ জানুয়ারি অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে দায়িত্ব পাওয়ার পর ভলিবলকে সচল করে তুলতে চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে যেন এমন দীর্ঘ বিরতি দিয়ে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা না হয়, সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জাতীয় পুরুষ দলের সাবেক এ তারকা খেলোয়াড় আরও বলেন, দ্রুত সময় জাতীয় ভলিবল মাঠে গড়াতে গিয়ে স্পন্সর পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোয় স্পন্সর সংকট কেটে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

লম্বা সময় ধরে শিরোপা জয়ের দেখা পাচ্ছিল না বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এবার আটঘাট বেঁধে তারা মাঠে নেমেছিল। প্রস্তুতিও ছিল দারুণ। যে কারণে শিরোপা জয়ের মিশনে তাদের সামনে অন্য কোনো দল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে বেশ আয়েসভাবে ম্যাচ বাই ম্যাচ জয় নিয়ে দলটি ৩০তম জাতীয় পুরুষ ভলিবল প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। একই সঙ্গে ১৮ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে। সার্ভিসেস এ দলটি সবশেষ ২০০৬-০৭ মৌসুমে শিরোপা জিতেছিল। এর আগে প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ১৯৮৩ সালে। এ নিয়ে নৌবাহিনী ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হলো। যদিও পুরুষ ভলিবলের ৩০টি আসরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এদিকে জাতীয় নারী ভলিবল প্রতিযোগিতার ২৫তম আসরে নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। এর আগে দলটি ২০২১ সালে রানার্সআপ হয়েছিল। পুলিশ দলটি এবার বেশ শক্তিশালী হয়েই শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে হাজির হয়েছিল। তবে তাদের শ্রম বৃথা যায়নি। শক্তিশালী দলগুলোকে পেছনে ফেলে শতভাগ জয় নিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তবে ২৫টি আসরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮ বার করে শিরোপা জিতেছে খুলনা জেলা, বিজেএমসি এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি। কিন্তু খুলনা জেলার মতো টানা ৮ বার শিরোপা জয়ের বিরল রেকর্ড এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অপ্রিয় হলেও সত্যি জাতীয় পুরুষ ও নারী ভলিবল সবশেষ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গেল তিনটি আসর আলোর মুখ দেখেনি। তিন বছর বিরতির পর গত ২৬-৩০ জুন শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়ামে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে দলগুলোর মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দলের খেলোয়াড়রাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিন চারটে দল ছাড়া অন্যসব দল তেমন নজর কাড়তে পারেনি। তবে প্রতিটি ম্যাচে বেশ দর্শক টেনেছে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ফারুক হাসান পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরুষ বিভাগ: লিগ কাম নকআউট পদ্ধতিতে ৩টি গ্রুপে মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে 'ক' গ্রুপে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা জেলা, কুষ্টিয়া জেলা ও রাজশাহী জেলা, 'খ' গ্রুপে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বিকেএসপি, বগুড়া জেলা এবং 'গ' গ্রুপে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, তিতাস গ্যাস অ্যান্ড ট্রান্সমিশন এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফাইনালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২৩-২৫, ২৫-১৯, ২৫-২০, ২৫-১৭ পয়েন্টে ৩-১ সেটে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এদিকে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ২৫-০৭, ২৫-১৯, ২৫-১৭ পয়েন্টে ৩-০ সেটে কুষ্টিয়া জেলাকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

নারী বিভাগ: মাত্র ৬টি দল অংশগ্রহণ করে। 'ক' গ্রুপে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, রাজশাহী জেলা এবং যশোর জেলা এবং 'খ' বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম জেলা ও সাতক্ষীরা জেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লিগ কাম নকআউট পদ্ধতিতে খেলা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনালে বাংলাদেশ পুলিশ ২৯-২৭, ২৫-১৭, ২৫-১৭ পয়েন্টে ৩-০ সেটে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপিকে হারিয়ে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়। এদিকে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে রাজশাহী জেলা ২৫-১৯, ২৫-১৭, ২৫-২১ পয়েন্টে ৩-০ সেটে সাতক্ষীরা জেলাকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করে।





একনজরে জাতীয় পুরুষ ভলিবল

চ্যাম্পিয়ন	নৌবাহিনী
রানার্সআপ	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
তৃতীয় স্থান	বিমানবাহিনী
বেস্ট সেটার	তানভীর হোসেন তন্ময় (পিডিবি)
বেস্ট লিবার	শাওন আলী (নৌবাহিনী)
বেস্ট মডেল ব্রকার	রিদওয়ানুর রহমান (পিডিবি)
বেস্ট রিসিভার	ইমরান (নৌবাহিনী)
বেস্ট অপোজিট	সজীব (নৌবাহিনী)

রোল অব অনার(পুরুষ বিভাগ)

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
১৯৭৩	ঢাকা জেলা	কুমিল্লা জেলা
১৯৭৪	ঢাকা জেলা	কুষ্টিয়া জেলা
১৯৭৫	ঢাকা জেলা	টাঙ্গাইল জেলা
১৯৭৬	টাঙ্গাইল জেলা	বিমানবাহিনী
১৯৭৭	ঢাকা জেলা	বিমানবাহিনী
১৯৭৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিভাগ (টাঙ্গাইল)
১৯৮১	ওয়াপদা	রাইফেলস
১৯৮২	সেনাবাহিনী	রাইফেলস
১৯৮৩	নৌবাহিনী	সেনাবাহিনী
১৯৮৫	সেনাবাহিনী	রাইফেলস
১৯৮৬	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী
১৯৮৮	রাইফেলস	নৌবাহিনী
১৯৮৯-৯০	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
১৯৯১-৯২	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
১৯৯২-৯৩	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
১৯৯৩-৯৪	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
১৯৯৫	নৌবাহিনী	সেনাবাহিনী
১৯৯৬	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
১৯৯৮-৯৯	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
২০০১-০২	রাইফেলস	সেনাবাহিনী
২০০৩	সেনাবাহিনী	রাইফেলস
২০০৪-০৫	রাইফেলস	সেনাবাহিনী
২০০৬-০৭	নৌবাহিনী	রাইফেলস
২০০৯	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী
২০১০-১১	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী
২০১২	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী
২০১৪	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	তিতাস গ্যাস টিএন্ডটি
২০১৭	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সেনাবাহিনী
২০২১	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী
২০২৫	নৌবাহিনী	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

একনজরে জাতীয় নারী ভলিবল

চ্যাম্পিয়ন	পুলিশ
রানার্সআপ	আনসার ও ভিডিপি
তৃতীয় স্থান	রাজশাহী জেলা
বেস্ট অ্যাটাকার	সাবিনা (পুলিশ)
বেস্ট সেটার	শম্পা (আনসার ও ভিডিপি)
বেস্ট ব্রকার	লাবণী (পুলিশ)
বেস্ট অপোজিট	আশা (রাজশাহী জেলা)

রোল অব অনার (নারী বিভাগ)

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
১৯৭৯	খুলনা জেলা	রাজশাহী জেলা
১৯৮১	খুলনা জেলা	রাজশাহী জেলা
১৯৮২	খুলনা জেলা	রাজশাহী জেলা
১৯৮৩	খুলনা জেলা	রাজশাহী জেলা
১৯৮৫	খুলনা জেলা	রাজশাহী জেলা
১৯৮৬	খুলনা জেলা	আনসার ও ভিডিপি
১৯৮৮	খুলনা জেলা	আনসার ও ভিডিপি
১৯৮৯-৯০	খুলনা জেলা	দিনাজপুর জেলা
১৯৯১-৯২	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
১৯৯২-৯৩	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
১৯৯৩-৯৪	আনসার ও ভিডিপি	বিজেএমসি
১৯৯৫	বিজেএমসি	রংপুর জেলা
১৯৯৬	আনসার ও ভিডিপি	বিজেএমসি
১৯৯৮	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
২০০১-০২	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
২০০৩	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
২০০৪-০৫	বিজেএমসি	পাবনা জেলা
২০০৭	আনসার	পাবনা জেলা
২০০৯	আনসার	পাবনা জেলা
২০১০-১১	আনসার ও ভিডিপি	বিজেএমসি
২০১২	আনসার ও ভিডিপি	বিজেএমসি
২০১৪	বিজেএমসি	আনসার ও ভিডিপি
২০১৭	আনসার	বিজেএমসি
২০২১	আনসার ও ভিডিপি	পুলিশ
২০২৫	পুলিশ	আনসার ও ভিডিপি

বিশ্বাস হারাচ্ছেন না বিপলু

তোফায়েল আহমেদ

ট্র্যাক থেকে যেন ছিটকে গেছেন বিপলু আহমেদ! ২৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ঘরোয়া ফুটবলে দুটি ছড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় দলেও নিয়মিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। শুধু নিয়মিত বললে ভুলই হয়, হয়ে উঠেছিলেন নির্ভরতার প্রতীকও। মাঠ মাতিয়েছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, বসুন্ধরা কিংসের মতো জার্সিতে। অথচ সেই বিপলু এখন দৃশ্যপটে নেই। জাতীয় দলের ত্রিসীমানা তো দূরে থাক, ঘরোয়া ফুটবলেও এখন আর তাকে ঘিরে আলোচনা দেখা যায়।

বিপলু আসলে তার ফুটবল ক্যারিয়ারের কঠিন এক সময়ে দাঁড়িয়ে। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সাক্ষী হচ্ছেন জীবনের নানা দিকের। সময় যেন কথা বলছে না তার হয়ে। চোটের কারণে দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন। যেতে হয় অস্ত্রোপচারের টেবিলে। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শেষে মাঠেও ফিরেছেন। কিন্তু আগের রূপে আর ফিরতে পারেননি। তাই তো আপাতত ট্র্যাকের বাইরেই মনে হচ্ছে তাকে। আর একজন বিপলু নিজের কঠিন সময়ে উপলব্ধি করছেন, ট্র্যাকে ফেরার জন্য তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি কেউই। বরং পথটা আরও কঠিন করে তুলেছেন।

অবশ্য নিজের প্রতি প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিপলু এখানেই হাল ছেড়ে দিতে রাজি নন। বরং নিজের হারানো স্থান পুনরুদ্ধারে প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যায়ী তিনি। একান্ত আলাপচারিতায় বিপলু বলেন, ‘আমার এই বিশ্বাসটুকু আছে, যদি আমি মাঠে খেলতে পারি, আসছে মৌসুমে লিগটা স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারি, ইনশা আল্লাহ আবারও জাতীয় দলে ফিরব।’

২০১৫ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক হয় বিপলুর। টানা তিন বছর দেশের শীর্ষ ক্লাবটিতে খেলেছেন। সাদা-কালো জার্সিতে মাঠ মাতিয়ে ২০১৮ সালে জাতীয় দলে সুযোগ পান। এরপর বিপলুর গল্পটা ছিল কেবলই এগিয়ে যাওয়ার। ওই বছর ক্লাব বদলে শেষ রাসেল ক্রীড়াচক্রে নাম লেখান। এক মৌসুম খেলে ২০১৯ সালে পাড়ি জমান বসুন্ধরা কিংসে। দেশের অন্যতম সেরা ক্লাবটির প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি জাতীয় দলেও নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে ফেলেন বিপলু।

কিন্তু ২০২৩-২৪ মৌসুমের শুরুতে ডান পায়ের অ্যাক্সেলের চোট বিপলুর জীবনের রং বদলে দেয়। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ফিরতে ফিরতে মৌসুম প্রায় শেষ দিকে চলে

আসে। ঠিক সেই সময় চোট থেকে ফেরা একজন ফুটবলারের আবার নিজের আগের অবস্থানে আসতে যে সহায়তটা দরকার, সেটা কিংসে পাননি বিপলু। তাই তো ক্লাব বদলে ২০২৪-২৫

মৌসুমে ফার্টিস এফসিতে নাম লেখান। কিন্তু এখানেও গল্পটা বদলায়নি। বিপলু সেই দিনগুলোর বর্ণনা দিলেন এভাবে- ‘ইনজুরি হওয়ার পর আমি রিকোভারি করি। বসুন্ধরা কিংসে থাকা অবস্থায় শেষ দিকে অনেক ম্যাচেই ২৩ সদস্যের স্কোয়াডে ছিলাম। কিন্তু কোচ (তখন কিংসের কোচ অস্কার ব্রুজেন) কেন মাঠে নামাতো না, আমি নিজেও জানি না। তবে আমি চেয়েছি খেলতে। বসুন্ধরা কিংস থেকে পরে বের হয়ে আসি। নিজের উন্নতির জন্য একা অনেক কাজ করি। ব্যক্তিগত ট্রেনার রাখি। পুরোপুরি সুস্থ হয়েই ফার্টিসে যোগ দেই। মৌসুমের প্রথম দিকে ম্যাচ খেলার সুযোগও পাই। কিন্তু সেই পরিস্থিতি বদলে যায়। শেষ দিকে তো আমি সুযোগই পাচ্ছিলাম না।’

বিপলু মনে করেন তিনি ফার্টিসের হয়ে নিয়মিত খেলার যোগ্য ছিলেন, ‘আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে, আমি পরিশ্রম আর আল্লাহর ওপর সর্বদা বিশ্বাসি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন পর্যন্ত যেসব পর্যায়ে খেলেছি, কখনো কাউকে অনুরোধ করে খেলিনি। টিমে রাখার জন্যও কাউকে অনুরোধ করিনি কখনো। আমি সব সময় বিশ্বাস করতাম, যদি ভালো পারফর্ম করি অবশ্যই সুযোগ পাব। সবকিছুই ঠিক ছিল। কিন্তু সুযোগ কেন পেলাম না, নিজেও বুঝতে পারিনি।’ আক্ষেপের সুরে বিপলু আরও বলেন, ‘ইনজুরি থেকে সেরে উঠে একজন খেলোয়াড় যখন মাঠে নামে, ধীরে ধীরে তাকে আগের অবস্থানে যেতে হয়। কিন্তু আমার আগের অবস্থানে ফিরে যেতে যে সুযোগটা পাওয়া, সেটা আমি কোনো জায়গায় তা পাইনি।’

যেহেতু দীর্ঘ দিন চোটে ছিলেন, তাই তো জাতীয় দলের হয়ে অফিশিয়ালি ৩৬টি ম্যাচ খেলার পর ছিটকে যেতে হয়েছে। জায়গাটা পুনরুদ্ধার করতে হলে আগে ঘরোয়া ফুটবলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু সেই মঞ্চে যদি খেলার সুযোগই না পান, তাহলে কীভাবে হবে? বিপলুকে তাই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হতো রীতিমতো, ‘পারফর্ম করার পরও যখন ঠিকঠাক সুযোগ পাচ্ছিলাম না, তখন মন ভাঙতে শুরু করে। আপনি যদি দেখেন, আপনার অবস্থানে না থেকেও কেউ বারবার সুযোগ পাচ্ছে, আপনাকে চাইলেই সুযোগ

দেওয়া যায় কিন্তু দিচ্ছে না। তখন আপনি সেটা নিতে পারবে না। ওই সময় আমার তাই খুব কষ্ট লেগেছে। এমনও হয়েছে ট্রেন্ডে বসেই কেঁদেছি।’

চোটে পড়েছেন। সেখান থেকে রিকোভারি করে নিজেকে পুরোপুরি ফিট করেছেন। অনুশীলনেও সব ঠিকঠাক করেছেন এরপরও সুযোগ না হওয়াতেই বিপলুর আক্ষেপটা বেশি, ‘যদি সুযোগ দেওয়ার পর আমি খারাপ খেলি সেটা এক জিনিস। কিন্তু সুযোগ না দিয়ে আপনি তো বলতেও পারবেন না যে করেছি।’ দেশের ফুটবল সংস্কৃতির গলদের কথাও এখানে তুলে ধরেন বিপলু, ‘একজন খেলোয়াড় যখন ইনজুরিতে পড়বে একটু হলেও





তার সাপোর্ট প্রয়োজন। ১০ মিনিট, ২০ মিনিট করে করে একজন খেলোয়াড়কে আবারও মাঠে আনতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কৃতিটা ভিন্ন। আমাদের এখানে যদি কেউ চোট পড়ে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় সে শেষ।’

অনেক সময় তো চোট থেকে সেরে ওঠার ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত সাপোর্ট পাওয়া যায় না। বিপলুর ক্ষেত্রে গত মৌসুমে যেমনটা হয়েছে। বিপলুর কথায়, ‘দ্বিতীয় লেগের আগে হালকা চোট পাই। সেটা নিজে নিজেই চিকিৎসা করিয়েছি।’ বলে যান, ‘পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরও সুযোগ সেভাবে পাওয়া হচ্ছিল না। শুধু ট্রেনিংই করে গেছি, খেলার সুযোগ আর পাইনি। সুযোগ পেলে হয়তো নিজেকে দেখাতে পারতাম, আমি কী অবস্থায় আছি। কিন্তু আমি তো সেই সুযোগও পাইনি।’

আসছে মৌসুমে বিপলু তাই সব কিছু নতুনভাবে শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি যে ক্লাব বদলাচ্ছেন এটা এক রকমই নিশ্চিত। যদিও কোন ক্লাবে পাড়ি জমাচ্ছেন, তা এখনই বলতে চাননি। তবে বলেছেন নিজের লক্ষ্যের কথা, ‘আমি এখন পুরোপুরি ফিট। আমি এতটুকু বিশ্বাস রাখি, আলহামদুলিল্লাহ এখনো আমি যে খেলা খেলতে পারব, অনেককে বিট করেই খেলতে পারব ইনশা আল্লাহ।’

আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বিপলু আক্ষেপ করে এমনও বলেছেন, ‘নতুন মৌসুমেও যদি দেখি পরিস্থিতি বদলায়নি, তাহলে ফুটবল থেকেই সরে যাব।’ অবশ্য খানিক পরেই বোঝা যায় এটা কেবলই অভিমান থেকে বলেছেন। না হলে জাতীয় দলে ফিরতে চাওয়ার আত্মবিশ্বাসের কথা কেন বলবেন? বললেন, ‘আমার টার্গেট- যদি নতুন মৌসুমে ভালো খেলতে পারি, তাহলে অবশ্যই আবার জাতীয় দলে ডাক পাব।’

জাতীয় দল নিয়ে এখন দেশের মানুষের উন্মাদনা আগের থেকে ঢের বেড়েছে। হামজা চৌধুরী, শমিত সোমদের আগমে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ওপর চোখ রাখছে অন্য দেশের ফুটবল সমর্থকরাও, যা বিপলুর খেলার সময়ে

অতটা ছিল না। এখন বাইরে থেকে জাতীয় দল নিয়ে এই মাতামতি দেখতে হচ্ছে বিপলুকে। একটু কি খারাপ লাগে? জানতে চাইলে বিপলু বলেন, ‘যেকোনো খেলোয়াড়েরই তো এটা খারাপ লাগার কথা, তাই না। আমারও লাগে।’

হামজা-শমিতরা এসেছেন। আরও অনেক প্রবাসী বাংলাদেশ দলে নাম লেখাতে অগ্রহী। এতে করে জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া বা জায়গা ধরে রাখাও কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই ঠিক বিবেচনা করলে বিপলুর জন্য জাতীয় দলে ফেরাটা কি এখন আগের থেকে আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং নয়? এমন প্রশ্নে বিপলু বলেন, ‘যদি আমি ভালো খেলি, তাহলে আমাকে কেন নেবে না? আমি তো খেলে এসেছি। ২০১৭ সালের শেষ দিকে আমি জাতীয় দলের স্কেয়াডে ডাক পেয়েছিলাম। ইনজুরির কারণে ২০২০ সালে বাদ পড়ি। এর আগে আলহামদুলিল্লাহ ধারাবাহিকভাবে খেলেছি। জাতীয় দলের হয়ে গোলও করেছি।’

জাতীয় দলে প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আরও অনেক কথাই বলেছেন বিপলু। এই যে প্রবাসীরা আসছেন, এতে করে জাতীয় শক্তিশালী হচ্ছে বলেই বিশ্বাস এই মিডফিল্ডারের। বলেন, ‘প্রবাসীদের আসাটা অবশ্যই ভালো। এতে দেশি খেলোয়াড় এবং প্রবাসীদের মধ্যে লড়াইয়ের মানসিকতা থাকবে। যে ভালো খেলবে, কোচ তো তাকে খেলাবেই। বাইরে থেকে যাঁদের আনা হচ্ছে, যেমন হামজা ভাই, অনেক পরীক্ষিত

একজন খেলোয়াড়। শমিত সোমও পরীক্ষিত খেলোয়াড়। তাঁদের তো আপনি বসিয়ে রাখতে পারবেন না। তাঁদের সঙ্গে খেলতে পারলে অনেক কিছু শেখারও সুযোগ থাকে। তাঁদের সঙ্গে খেলা, ড্রেসিংরুম শেয়ার করা অনেক বড় ব্যপার বলে আমি মনে করি।’

তবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) যদি দেশি ফুটবলার তৈরিতে মন না দিয়ে শুধু প্রবাসীদের নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেটা হিতে বিপরীত হবে বলেও জানান বিপলু। তার কথায়, ‘প্রবাসীদের দিকে যেমন ফোকাস রাখছেন, একইভাবে আমাদের দেশের ফুটবলারদের দিকেও মন দিতে হবে। বিশেষ করে ফুটবলার তৈরিতে। আপনি কত দিন প্রবাসীদের ওপর নির্ভর করবেন? হামজা ভাই কি একটা সময় খেলা ছেড়ে দেবে না?’ বিপলু তাই একাডেমিগুলোর প্রতি মন দিতে বলছেন, ‘দেশে উন্নতমানের একাডেমি দরকার। যেখান থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় তৈরি হবে। দেখবেন বিদেশে প্রত্যেক ক্লাবের একাডেমি আছে। ভালো অনুশীলন সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটা আছে? আমাদের দেশে অনেক ক্লাব অনূর্ধ্ব-১৮ লিগই খেলতে চায় না। দিন শেষে আমার মনে হয় আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের কীভাবে তৈরি করা যায়, সেদিকেও ফোকাস করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীদেরও সাপোর্ট করা প্রয়োজন। যদি তাদের অগ্রহ থাকে, অবশ্যই তাদের সুযোগ করে দেওয়া উচিত।’





অভিষেক ম্যাচে হ্যাটট্রিক,
ভাবা যায়? তাও আবার
সিঙ্গাপুরে! শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে
এমন নৈপুণ্য দেখিয়ে গত
বছর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

শুরু করেন দীন ইসলাম। এখন সময়
তাঁর, এগিয়ে চলার। তাই তো বয়সভিত্তিক
দলে তিনি আস্থার প্রতীক হয়ে উঠছেন।
ইতোমধ্যে নামের পাশে জুড়ে বসেছে সহ-
অধিনায়কের দায়িত্ব। হালকা-পাতলা লিকলিকে
গড়নের এই ছেলে চীনে সদ্যসমাপ্ত এশিয়া
কাপ অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টে আবারও নিজের
জাত চিনিয়েছেন। এর আগে এএইচএফ
কাপ অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টে ছিলেন চ্যাম্পিয়ন
দলের সদস্য। যে দলটি কি না নভেম্বরে
ভারতে আসন্ন যুব বিশ্বকাপে খেলতে যাবে।
ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে উদীয়মান তারকা খ্যাতি
পেতে যাওয়া এই দীন ইসলামকে অবশ্য হকি
আঙিনার সবাই ‘জয়’ নামেই বেশি চেনেন।
অথচ ১৭ বছর বয়সী শ্যাম বর্ণের এই ছেলেটি
ছোটবেলায় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে বেড়ে
উঠছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়
আন্তঃস্কুল হকি টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে সবার
নজর কাড়েন। সেই থেকে ফুটবলার হওয়ার
স্বপ্ন শিকোয় তুলে কিশোরগঞ্জের থেকে উঠে
আসা বিকেএসপির এই কৃতি ছাত্র এখন হকির
নীল টার্ফে আলো ছড়াতে শুরু করেছেন।

এক প্রশ্নে দীন ইসলাম জয় বলেন, ২০১৬
সালে হকি খেলা শুরু করি। স্থানীয় কোচ
রিপেল হাসান চৌধুরী স্যারের কাছে হাতেখড়ি
হয়। এরপর বিকেএসপিতে ভর্তি হয়ে পেলাম
জাহিদুল হাসান রাজু ও মশিউর রহমান বিপ্লব
স্যারদের মতো দেশবরেণ্য কোচ। জাতীয়
দলের মালয়েশিয়ান কোচ ইমাম
গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি স্যারের
কাছেও প্রশিক্ষণ

পেয়েছি।

এমন কী,

মওদুদুর রহমান শুভ

স্যারের প্রশিক্ষণে চীনেও খেলে

এলাম। উনাদের মতো স্বনামধন্য কোচ

পেয়ে আমি আজ এ পর্যন্ত উঠে এসেছি। আরও
বহুদূর যেতে চাই। আমার স্বপ্ন জাতীয় দলের
জার্সি গায়ে অলিম্পিক গেমসে খেলতে চাই।
নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায় মেলে ধরতে প্রতিনিয়ত
কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছি।

জয় অপর প্রশ্নে বলেন, আমি মূলত ফরোয়ার্ড
পজিশনে খেলে থাকি। ২০২২ সালে
বয়সভিত্তিক ক্যাম্পে প্রথম ডাক পাই। তবে
২০২৪ সালে এসে অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে

অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন দেখছেন জয়



মোরসালিন আহমেদ

সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ টুর্নামেন্ট খেলার
সুযোগ পাই। অভিষেক ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে
আমার হ্যাটট্রিক রয়েছে। ইতোমধ্যে সিঙ্গাপুর,
চীন, চীনা তাইপে, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া,
থাইল্যান্ড, পাকিস্তান ও হংকং জুনিয়র দলের
সঙ্গে খেলে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এদিকে
কোচ মওদুদুর রহমান শুভ বলেন, জয় অত্যন্ত
কৌশলী খেলোয়াড়। ফরোয়ার্ড পজিশনে
মাথা ঠান্ডা রেখে চাপের মুখেও ভালো খেলতে
পারেন। বিপক্ষের সীমানায় আক্রমণ গড়ে
তুলতে দারুণ ভূমিকা রাখেন। এ মুহূর্তে
চমৎকার ফর্মে রয়েছেন। এ ধারাবাহিকতা
বজায় রাখতে পারলে দ্রুত সময়ের মধ্যে
জাতীয় দলে জায়গা করে নিলেও অবাক
হওয়ার কিছু নেই।

একনজরে...

নাম	: দীন ইসলাম
ডাক নাম	: জয়
পিতা	: জজ মিয়া
মাতা	: শিউলী আক্তার
জন্ম তারিখ	: ২৩.০৮.২০০৮
জন্মস্থান	: মনিপুর হাট
জেলা	: কিশোরগঞ্জ
ভাই-বোন	: ৩ ভাই
নিজ অবস্থান	: সবার ছোট
উচ্চতা	: ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি
ওজন	: ৫২ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি পরীক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিকেএসপি
পরিচিতি	: হকি খেলোয়াড়
খেলার পজিশন	: ফরোয়ার্ড
হকিতে না এলে	: ব্যবসা করতাম
খেলা শুরু	: ২০১৬
জাতীয় পর্যায়	: ২০২০
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৪
হাতেখড়ি	: রিপেল হাসান চৌধুরী
প্রথম ক্লাব	: সাইফ পাওয়ার টেক গ্রুপ খুলনা
বর্তমান ক্লাব	: ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব
প্রিয় কোচ (দেশ)	: জাহিদুল হাসান রাজু, মশিউর রহমান বিপ্লব
প্রিয় কোচ (বিদেশ)	: ইমাম গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি, মালয়েশিয়া
প্রিয় খেলোয়াড়	: আল নাহিয়ান শুভ
অনুসরণ করেন যাকে:	: পুঙ্কর ক্ষিসা মিমো
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: গরুর মাংস
প্রিয় রং	: সাদা
প্রিয় শখ	: দেশ-বিদেশ ভ্রমণ
পছন্দ	: বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া
অপছন্দ	: মাদক
অবসরে	: মুভি দেখে
আদর্শ	: বাবা (জজ মিয়া)
বিদেশ ভ্রমণ	: চীন, সিঙ্গাপুর
জেলা পর্যায় সাফল্য	: ঢাকা বিভাগের হয়ে দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমসে চ্যাম্পিয়ন
ক্লাব পর্যায় সাফল্য	: প্রথম বিভাগ লিগে উষা ক্রীড়া চক্রের হয়ে চ্যাম্পিয়ন
আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য	: এএইচএফ অনূর্ধ্ব-২১ চ্যাম্পিয়ন
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: অলিম্পিক গেমস।



সৃষ্টিগত

সাউথ এশিয়ান কারাতে	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
নারী ফুটবল দলের মাইলফলক	৬
নারী ফুটবলারদের বিশাল অর্জন	৮
বাংলাদেশের যুবাদের বিশ্বকাপ	৯
এবারও 'এসএসসি' পরীক্ষায়	১০
আশা জাগিয়েও পারল না	১২
আস্থার প্রতিদান দিলেন তানভীর	১৪
মিরপুরে পাকিস্তানকে	১৬
ক্রিকেট সংস্কৃতির দৈন্যতা	১৮
এসএ গেমসে দেশকে স্বর্ণ	২০
হকির বিশ্বকাপে	২১
বিশ্বকাপ দাবায় ওয়াশিংটন	২২
৪৪তম জাতীয় সাইক্লিং	২৩
এশিয়ান জুনিয়রে দুর্দান্ত খেলেও	২৪
একনজরে রাজীব চাকমা	২৫
ফটোফিচার	২৬
সাগরের কী হলো!	২৭
ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েদের	২৮



ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েদের ইতিহাস

২৮

এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে স্থান করে নিয়ে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এই সাফল্য শুধু ক্রীড়াঙ্গনের নয়, গোটা জাতির গর্ব। দীর্ঘ প্রস্তুতি, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের ফল এই অর্জন। নারীদের অগ্রযাত্রায় এটি এক অনন্য মাইলফলক, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। বাংলার মেয়েরা আবারও প্রমাণ করল- তাঁরা পারে, তাঁরা জয় আনতে জানে। এ সাফল্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক, গর্বিত বাংলার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অর্জন নতুন স্বপ্ন দেখায়। সাহস জোগায় প্রতিটি মেয়েকে।

বাংলাদেশকে নতুন করে চিনছে	৩০
জাদু আছে ঋতুপর্ণার বাঁ পায়ে	৩২
কাজিকৃত ফুটবলারের সন্ধান	৩৪
জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা	৩৬
বিশ্বাস হারাচ্ছেন না বিপুল	৩৮
অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন	৪০
গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়া মেমোরিয়াল	৪১
ম্যারাডোনাময় দিন	৪২
কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব	৪৪
৪৯-এ ক্রীড়াঙ্গত	৪৬
কুইজমালা	৪৭
'ক্রীড়াঙ্গত'-এর পথ চলার	৪৮
এ ছবি কার	৫৫
তাঁদের স্বপ্ন যেন শেষ	৫৬
শব্দজট	৫৮
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	৫৯
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার	৬০
ফুটবলে গোলমেশিন	৬২
টাইব্রেকারে আমি থাকা মানেই	৬৪



জাদু আছে ঋতুপর্ণার বাঁ পায়ে

৩২

এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ঋতুপর্ণা চাকমা। তাঁর বাঁ পায়ে গোল করার অসাধারণ দক্ষতা ও দুর্দান্ত ক্রীড়াশৈলী দলকে সাফল্য এনে দেয়। পাহাড়ি মেয়ে ঋতুপর্ণা আজ জাতির গর্ব ও অনুপ্রেরণা।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

জাহাজঘাট

'ক্রীড়াঙ্গত'-এর চার যুগ

৪৮

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক 'ক্রীড়াঙ্গত' পত্রিকা পেরিয়ে এসেছে ৪৮ বছর। একটি ক্রীড়া পত্রিকার জন্য এটা নিঃসন্দেহে গৌরব ও আনন্দের। এ সময় পত্রিকাটি ধারণ করেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।



সাঁউথ এশিয়ান কাৰাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ৭ স্বৰ্ণসহ ২৪ পদক জয় বাংলাদেশ

ওমর ফারুক রুবেল

তারিম হাওলাদার: অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে -৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জেতেন।
সানজিদা সিদ্দিকা শোভা: অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে -৫৫ কেজি ওজন শ্রেণি কুমিতে স্বর্ণপদক জিতে নেন।

শেখ রহিম : ক্যাডেট -৪৫ কেজি কুমিতে স্বর্ণপদক জিতেছেন।

রৌপ্যপদক ৭টি

তারিম হাওলাদার: সিনিয়র বিভাগে -৫০ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জেতেন।

মোস্তফা কামাল: সিনিয়র বিভাগে -৫৫ কেজি কুমিতে রৌপ্য জেতেন।

মো. ফেরদৌস: সিনিয়র বিভাগে -৭৫ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জিতেছেন।

মিন্টু দে: সিনিয়র বিভাগে -৮৪ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জেতেন।

রাবেয়া সুলতানা: সিনিয়র বিভাগে +৬৮ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জেতেন।

সিয়াম হোসেন: অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে -৬৭ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জিতেছেন।

মো. জুনায়েদ: ক্যাডেট বিভাগে -৬৩ কেজি কুমিতে রৌপ্যপদক জেতেন।

ব্রোঞ্জপদক ১৪টি

সূচনা আলিফ: সিনিয়র বিভাগে -৪৫ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জেতেন।

সায়মা জামান: সিনিয়র বিভাগে -৫০ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

সানজিদা সিদ্দিকা শোভা: সিনিয়র বিভাগে -৫৫ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

হুমায়রা আক্তার অন্তরা: সিনিয়র বিভাগে -৬১ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জেতেন।

হাসান খান: একক কাতায় ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

সামিউল ইসলাম: অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে -৫৫ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জেতেন।

নুসরাত জাহান: অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে -৪৫ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

মো. জুনায়েদ: ক্যাডেট বিভাগে একক কাতায় ব্রোঞ্জ জেতেন।

এরফান হোসেন: ক্যাডেট বিভাগে -৫৭ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জেতেন।

শওকত আলী: জুনিয়র বিভাগে -৫৫ কেজি কুমি ও একক কাতায় দুটি ব্রোঞ্জ জেতেন।

ইমাম হাসান: জুনিয়র বিভাগে -৬১ কেজি কুমিতে ব্রোঞ্জ জেতেন।

দলগত: মেয়েদের দলগত কুমি ও পুরুষদের দলগত কুমিতে আরও দুটি ব্রোঞ্জ জেতেন লাল সবুজের কারাতেকারা।

দেশের উদীয়মান ক্রীড়া ডিসিপ্লিনগুলোর মধ্যে একটি কারাতে। আত্মরক্ষামূলক খেলা হলেও দক্ষিণ এশীয় গেমসে বেশ দাপটের সঙ্গে আজ খেলে যাচ্ছেন দেশের কারাতেকারা। ২০১০ ঢাকা এসএ গেমসে দুটি স্বর্ণ জিতে প্রচারের আলায়ে আসে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন। তবে ২০১৯ নেপাল এসএ গেমসে তিন স্বর্ণ জিতলে এই খেলাটির প্রতি বিশেষ নজর আসে দেশের ক্রীড়া কর্তাদের। এসএ গেমসের ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশীয় কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপেও পদক জয় অব্যাহত রেখেছেন লাল সবুজের কারাতেকারা।

নবম সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ

শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে ২-৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো নবম ক্যাডেট, জুনিয়র, অনূর্ধ্ব-২১ এবং সিনিয়র সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ১৯ জন কারাতেকা অংশ নেন।

চতুর্থ বাংলাদেশ

নবম ক্যাডেট, জুনিয়র, অনূর্ধ্ব-২১ এবং সিনিয়র সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ২১টি পদক জিতলেও তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তারা জিতেছে ৩ স্বর্ণ, ৭টি রৌপ্য ও ১৪টি ব্রোঞ্জ। ২৩টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য ও ১২টি ব্রোঞ্জ জিতে পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত। ২১টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ২০টি ব্রোঞ্জ জিতে নেপাল দ্বিতীয় এবং ১৬টি স্বর্ণ, ২০টি রৌপ্য ও ২৩টি ব্রোঞ্জ জিতে তৃতীয় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তান ১টি রৌপ্য ও ৭টি



ব্রোঞ্জ জিতে পঞ্চম এবং ১টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জপদক জিতে ষষ্ঠ স্থানে ভুটান।

আগামী আসর বাংলাদেশে

ক্যাডেট, জুনিয়র, অনূর্ধ্ব-২১ এবং সিনিয়র সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের নবম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। দশম আসর অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান কারাতে ফেডারেশনের কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কংগ্রেসে মালদ্বীপ বাদে বাকি ছয় দেশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে কংগ্রেসে না থাকলেও দশম আসরে মালদ্বীপ খেলবে বলে জানান বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু।

দ্যুতিহীন অন্তরা

ছয় বছর আগে নেপালে অনুষ্ঠিত সবশেষ সাউথ এশিয়ান গেমসে তিনটি স্বর্ণ জিতেছিল বাংলাদেশের কারাতে। যার মধ্যে হুমায়রা আক্তার অন্তরা জিতেছিলেন একটি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সেই অন্তরা দ্যুতিহীন হয়ে পড়েছেন। এবারের সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র একটি ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন। তবে এসএ গেমসে বাকি দুই স্বর্ণজয়ী কারাতেকা মারজিয়া আক্তার প্রিয়া ও আল আমিন কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এই আসরে অংশ নেননি।

যাঁরা পদক পেলেন

স্বর্ণপদক ৩টি



ঋতুপর্ণাদের সাফল্যই 'ক্রীড়া জগত' এগিয়ে চলার আনন্দ



অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে ক্রীড়া পাক্ষিক 'ক্রীড়া জগত'। বটেই, উপমহাদেশেও বিরল। কোনো ক্রীড়া পত্রিকা এত দীর্ঘ চার যুগ বয়সী এই ক্রীড়া গেলে এটিকে শুধু একটি সাময়িকী ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একটি দেশের

৪৮ বছর পেরিয়ে এসেছে জাতীয় এমন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ তো গর্বের সঙ্গেই বলা যায়, আর সময় অতিক্রম করতে পারেনি। ম্যাগাজিনকে ব্যাখ্যা করতে হিসেবে নয় বরং একটি চলমান প্রতীক হিসেবে দেখতে হবে। এর ক্রীড়া পরিকাঠামো, সাংবাদিকতা ও পাঠক সমাজের মনমানস। এই ম্যাগাজিনের এগিয়ে চলায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, এটি শুধু গতানুগতিক ধারায় খেলার খবর পরিবেশন করেনি বরং বিভিন্ন সময়ের খেলাধুলার ইতিহাস, উত্থান-পতন, নতুন-পুরোনো দিনের ক্রীড়াবিদদের আখ্যান ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। হয়ে উঠেছে ক্রীড়াঙ্গনের অমূল্য এক দলিল। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, পাঠকের চাহিদা, অর্থনৈতিক চাপ এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা-সবকিছুর মধ্যেও এই পত্রিকার নিয়মিতভাবে প্রকাশ হওয়াটা নিঃসন্দেহে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। এটি প্রমাণ করে এর সম্পাদকীয় দূরদর্শিতা, দায়িত্বশীলতা এবং একটি নিবেদিত পাঠকগোষ্ঠীর সরব উপস্থিতি। ম্যাগাজিনটি শুধু খেলাধুলা নয় বরং ক্রীড়া সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। পত্রিকাটি গড়ে তুলছে একটি ক্রীড়াবান্ধব সমাজ। শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে ম্যাগাজিনটি তার বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনভঙ্গির পাশাপাশি বিষয়বস্তুর গুণগত মান এবং পাঠকের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখেই এগিয়ে যাচ্ছে। ম্যাগাজিনটি এখন শুধু একটি প্রকাশনা নয়, রীতিমতো একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে এর ডিজিটাল সংরক্ষণ, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বহুমাত্রিক কনটেন্ট উৎপাদনের মাধ্যমে আরও বিস্তৃত হতে পারে।

অতি সম্প্রতি অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে এএফসি নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে এবারই প্রথম উন্নীত হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলাদেশ। সাধারণত শক্তিমত্তায় পেছনে থাকা দলের সঙ্গে হেরে যাওয়ায় আমরা অভ্যস্ত। দৃশ্যপট উল্টো হলোই বরং চমকে যেতে হয়। নারী ফুটবলে বাংলাদেশের তুলনায় ঢের এগিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল বাহরাইন আর মিয়ানমার। সাধারণ সমীকরণে তাদের কাছে হেরে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ প্রত্যাশার বিপরীতে দল দুটিকে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের অদম্য নারীরা। ফিফা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দুটি দলকে পর পর হারিয়ে দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের ফুটবলে কে কবে দেখেছেন? এরপর হারিয়েছে তুর্কমেনিস্তানকে। এই নারী ফুটবলাররা হার না-মানার একটা অন্তর্গত তাগিদ রপ্ত করে নিয়েছেন। জন্মের পর থেকে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে লড়াই আর সংগ্রাম করে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছেন। এবার দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়েছেন আরও এক ধাপ। নিঃসন্দেহে এই সাফল্য 'ক্রীড়া জগত' পত্রিকার জন্যও আনন্দ ও গৌরবের। এমন একটা সম্ভাবনা ও আশা নিয়ে একদম শুরু থেকেই এই পত্রিকা হয়ে উঠে ঋতুপর্ণা চাকমাদের পথপ্রদর্শক। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, ফুটবল, ক্রিকেট, হকিসহ পুরুষ প্রাধান্যের খেলাগুলো তো নারীদের অংশগ্রহণ ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে 'ক্রীড়া জগত'। প্রথম সংখ্যায় একজন নারী ক্রীড়াবিদকে প্রচ্ছদ করার মধ্যে দিয়ে পত্রিকাটির যে সাহসী অভিযাত্রা, তা থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতায় বরাবরই নারী ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি থেকেছে। তার মানে এই নয় যে অন্যদের কম গুরুত্ব দিয়েছে। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের পরিমণ্ডল বিস্তৃত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের বিষয়ে 'ক্রীড়া জগত' পত্রিকার ভূমিকা ও অবদানকে হালকা করে দেখা যাবে না। 'ক্রীড়া জগত' অতীতের ন্যায় আগামী দিনেও তার ভূমিকা অটুট রাখবে। 'ক্রীড়া জগত' বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা একদিন অলিম্পিক গেমস থেকেও পদক জয় করে আনবেন।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

বাজেট-কাম-অডিট অফিসার

মো. তাইজুল ইসলাম

আলোকচিত্র শিল্পী

আশীক আল অনিক

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রচার সহকারী

রাফিকুল হাচান

সিনেমা প্রজেকশনিস্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

গ্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

রিমা আক্তার

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সেরা চিঠি

৪৮ বছরের গৌরবগাঁথা : ক্রীড়াঙ্গতকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে যদি কোনো প্রকাশনা সত্যিকার অর্থে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠে, তবে নিঃসন্দেহে তার নাম 'ক্রীড়াঙ্গত'। ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করা এই প্রকাশনাটি আজ সময়ের প্রয়োজনে রূপ নিয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া ম্যাগাজিনে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন শুধু ছাপা নয়, ডিজিটাল মাধ্যমেও এর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত। একজন লেখক হিসেবে আমার এই দীর্ঘ পথচলার 'ক্রীড়াঙ্গত'-এর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্মান। এটি শুধু একটি প্রকাশনা নয়, এদেশের ক্রীড়া ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য স্মারক, একটি প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের সেতুবন্ধন। 'ক্রীড়াঙ্গত'-এর প্রতিটি সংখ্যা যেন হয়ে উঠেছে সময়ের দর্পণ। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া কোনো ক্রীড়াবিদের দুর্লভ সাক্ষাৎকার, পুরোনো দিনের ম্যাচ রিপোর্ট কিংবা সেই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত যেগুলো আজও গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি আমরা। এটি দেশের ক্রীড়া ইতিহাস, রেকর্ডস, ছবি ও স্মৃতি-সংগ্রহ সংরক্ষণের যে নিষ্ঠাবান ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে, তা এই উপমহাদেশে দুর্লভ এক দৃষ্টান্ত। খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, দর্শক-সবার জন্যই 'ক্রীড়াঙ্গত' একটি ভালোবাসার জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। ম্যাগাজিনটি শুধু ক্রীড়ার আনন্দ-উল্লাসই নয়, বরং ক্রীড়াঙ্গনের বাস্তব সংকট, সমস্যার গঠনমূলক সমাধান এবং নীতিগত নির্দেশনাও তুলে ধরেছে বছরের পর বছর ধরে। এভাবে 'ক্রীড়াঙ্গত' কেবল খেলার খবর কিংবা বিনোদনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং এটিকে একটি দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'ক্রীড়াঙ্গত' এখন কেবল বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গত নয় এটি হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিষয়ক একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, আর্চারির মতো দেশীয় খেলাগুলোর পাশাপাশি ফুটবল বিশ্বকাপ, অলিম্পিক, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট লিগ ও বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়নশিপগুলোর বিশ্লেষণধর্মী কাভারেজ এই ম্যাগাজিনে নিয়মিতই প্রকাশিত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গতের মাঝে এক মেলবন্ধন তৈরি করে চলেছে 'ক্রীড়াঙ্গত'। বর্তমানে খেলাধুলার পরিধি, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও মিডিয়ার প্রভাবের মাধ্যমে আরও জটিল হয়ে উঠছে, তখন 'ক্রীড়াঙ্গত' এখনো সেবা ও দায়িত্ববোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এটি শুধু সংবাদ প্রকাশের জন্য নয়, বরং তরুণ সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার এক শক্তিশালী মাধ্যম। আগামী ২০ জুলাই 'ক্রীড়াঙ্গত' যখন ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পা রাখবে, তখন ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও ক্রীড়া সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসেবে আমি তাদের আরও সাফল্য, দীপ্তি ও দীর্ঘস্থায়ী কামনা করি।

মোঃ নাসরুল্লাহ সাকিব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ট্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা

কিছুদিন আগে লঙ্কায় অবস্থান করছিল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। পরিপূর্ণ এক সিরিজ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দল। প্রথম টেস্ট ম্যাচটি ছিল লঙ্কান খেলোয়াড় অ্যাঞ্জেলা ম্যাথিউস এর বিদায়ী টেস্ট ম্যাচ। তাই উক্ত ম্যাচটি ছিল সবার জন্য আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু। আমরা সবাই জানি যে ২০২৩ বিশ্বকাপে সাকিবের সাথে একটু বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েছিল একটি ম্যাচে ম্যাথিউস। ওই ম্যাচে টাইম আউট করা হয়েছিল ম্যাথিউসকে। তাই সেটি সম্ভবত মেনে নিতে না পারায় ম্যাথিউস তর্ক করেছিল ওইদিন। এবারও সেই ম্যাথিউসকে এবারও পেলে বাংলাদেশ দলকে, তাও আবার তাঁদের মাটিতে। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। বাংলাদেশ দলের পক্ষ থেকেও ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ম্যাথিউসকে গার্ড অব আনারও দেওয়া হয়েছে। তাকে যথেষ্ট সম্মান দিতে দেখা গেছে ওই টেস্ট মাঠেও। তিনি অতীতের কথা মনে না রেখে বাংলাদেশের সবার সাথে হাসিমুখে থাকতে দেখা গেছে। যেটা তাঁর বিদায়ী ম্যাচে এমনটি দেখে ভালো লাগলো। তাঁর শেষ টেস্টটির মাধ্যমে যখন তাঁর ক্যারিয়ারটা শেষ করতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বললেন ২০২৩ বিশ্বকাপের ঘটনাটা তিনি ভুলে গেছেন। আরও বলেছেন বাংলাদেশ দলের প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি। আর ক্রিকেট যে ভদ্র লোকের খেলা সেটা তিনি আবার প্রমাণ করে গেলেন তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে বিদায় বেলায়।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, (রাসেল মিয়া), কালাম উল্লাহ বাড়ি, আলম মনজিল, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২। মোবা-০১৮১৫৩৯৪০৫১।



হামজা শমিত সোম ফাহিমদুলদের আগমনে ফুটবল ফিরেছে সন্তর-আশির দশকের রূপে

প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে ফুটবল ফিরেছে সন্তর-আশির দশকের রূপে। একজন দক্ষ স্ট্রাইকার থাকলে গত কয়েক বছরের তুলনায় অন্যতম সেরা ফুটবল খেলা ভারতের সঙ্গে ২ গোলে জয়ী হতো আমাদের জাতীয় দল। শমিত সোম, ফাহিমদুলের অন্তর্ভুক্তিতে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে

খেলায় হারতে হলো প্রশিক্ষকের একগুয়েমি

ভুল সিদ্ধান্তে। তাঁর বলির পাঠা প্রথমে জীবন এরপর প্রথম বিদেশি নাগরিকত্ব পাওয়া এলিটা কিংসলে। বর্তমানে জামাল ভুইয়া। সিঙ্গাপুরে ৭, ৯ নম্বর খেলোয়াড় খুবই বিপজ্জনক। দক্ষিণ এশিয়া, আশিয়ান, মধ্য এশিয়ার ঘরোয়া ফুটবল লিগের খেলোয়াড়রা আমাদের খেলোয়াড়দের মতো এত টাকা পায় না। সিঙ্গাপুরের প্রথম গোলটি হয় সম্পূর্ণ ডিভেভারদের ভুলে ডিভেভাররা বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। একজন আনমার্ক খেলোয়াড়ের কাছে বল যায় এবং সরাসরি গোল। দ্বিতীয় গোলটি একইভাবে করেন। তাঁর পরও প্রশিক্ষক রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের বদল করেননি। উইঙ্গার আর স্ট্রাইকার এক নয়। শেষ আট ম্যাচে এক গোল এমন একজন খেলোয়াড় প্রশিক্ষকের খুবই প্রিয়। আমাদের নিচে র‍্যাংকিংয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা, সি-সেলস, র‍্যাংকিংয়ে ওপরে থাকা ভুটান, ১১ মাস ঘরোয়া আন্তর্জাতিক ফুটবল হতে নির্বাসিত মালদ্বীপের কাছে পরাজিত হয় তাহার কীভাবে ভারত সিঙ্গাপুরের সঙ্গে জয়ী হবে। কোচের প্রিয় খেলোয়াড়কে আক্রমণভাগ হতে রক্ষণভাগে নামিয়ে খেলানোর জন্য, ৯০ মিনিট দুর্দান্ত মাঠে দৌড়ানো, ঘরোয়া লিগে গোল পাওয়া খেলোয়াড়রা সুযোগ পায় না। একজন অফ ফর্মের খেলোয়াড় জাতীয় দলে প্রথম একাদশে খেলে গেল কীভাবে? একটি দেশের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কীভাবে মন্তব্য করেন প্রশিক্ষক যখন-তখন বদল করা যায় না। প্রশিক্ষক বদল খেলার অংশ। জয়ী হওয়ার জন্য একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের ভূমিকা দলের জন্য অত্যাবশ্যক।

মো. জাকির উল্লাহ পাঠা, সাধারণ সম্পাদক
ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।



ক্রীড়াঙ্গতকে আন্তরিক ধন্যবাদ

বাংলাদেশের সেরা ম্যাগাজিন ক্রীড়াঙ্গতের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ক্রীড়াঙ্গতটি সঠিক সময়ে বাজারে বের হয়ে যাওয়ার জন্য খুবই ভালো লাগে। সম্পাদক স্যার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম-এর ফলে নিয়মিত সময়ে এটি বের হতে পারছে, যা আমরা (পাঠকরা) সেজন্য বেশ আনন্দ পেয়ে থাকি। সামনের দিনগুলোতেও আশা রাখি এমন সাফল্য অব্যাহত থাকবে, সেই কামনা করি।

খাদিজাতুল কোবরা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম



১ জুলাই ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

চিঠি লেখকদের জ্ঞাতার্থে

- চিঠি লিখুন ছোট পরিসরে। অনধিক ১৫০ শব্দে।
- গঠনমূলক, রচনামূলক। বিষয়ভিত্তিক, মার্জিত ও সরল বাক্যে।
- সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লিখুন।
- ব্যক্তিগত, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় আক্রোশ পরিহার করুন।
- আপনার চিঠি যেন পাঠকের চিন্তার খোরাক হয়।

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট

শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আমাদের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো করার সম্ভাবনা থাকলেও ঘরের মাটিতে সাউথ আফ্রিকার সাথে হারাতে আমাদের আশাহত হতে হয়েছিল। গত মৌসুমে আমাদের অবস্থান ছিল সপ্তম। পাকিস্তানের সাথে ঐতিহাসিক জয়, নিউজিল্যান্ডের সাথে প্রথমবার ঘরের মাটিতে জয় আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘ ১৫ বছর পর টেস্ট জয়। এগুলোই আমাদের বুলিতে ছিল তখন উল্লেখযোগ্যভাবে। এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচিতে রয়েছে যারা আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে-

হোম : ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অ্যাওয়ে : অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা, তবে ভারত আর নিউজিল্যান্ডের সাথে আমাদের কোনো ম্যাচ নেই। তাই আমরা আশা করব অন্তত ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর পাকিস্তানের সাথে আমরা যেন জিততে পারি। আর ইংল্যান্ডেরটা বলা মুশকিল। তবে চাইব অন্তত এক ম্যাচ জিততে। গতবার যেহেতু টেস্ট বিশ্বকাপে সাত এ আমাদের অবস্থানে রেখে শেষ হয়েছিল আমাদের টেস্ট সাইকেল, সেহেতু এবার তাঁর থেকে আরও উপরে উন্নতি করার দরকার বলে মনে করি। আমাদের এখন প্রতিটি ফরম্যাটের জন্য আলাদা অধিনায়ক বানানো হয়েছে, বিসিবি'র সভাপতি নতুন এসেছেন আর টেস্ট ক্রিকেটের খেলোয়াড়েরাও আলাদা রয়েছে। তাই সবকিছু মিলে দেখা যাচ্ছে আমাদের উপরে র‍্যাঙ্কিং এ অবস্থান করার চান্স রয়েছে, যদি খেলোয়াড়েরা একটু ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে। টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছে ধৈর্যশীল খেলা, এখানে সবাইকে ধৈর্য পরীক্ষা দিতে হবে এবং সে হিসেবে সামনের দিকে এগোতে হবে। আশা রাখি ২০২৫-২৬ সালে টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো কিছু করে দেখাতে পারবে আমাদের ক্রিকেটেররা। পরিশেষে বাংলাদেশ দলের জন্য শুভ কামনা রইল।

সুয়াইবা বিনতে আলম, পলি টেকনিক্যাল, আল আমিন মসজিদের পশ্চিমে, বায়জিদ, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং -০১৮১৬১২২৮৮২

কোহলির আইপিএল জয়ের স্বপ্ন পূরণ

দীর্ঘ ১৮ বছর, ২৬৭ ম্যাচ আর ৮৬৬১ রান এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রথমবারের মতো আইপিএল ট্রফি জিতলেন বিরাট কোহলি। শুরু থেকেই রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরু'র হয়ে খেলেও শিরোপার স্বাদ পাননি এই তারকা। ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৬ সালের ফাইনালে উঠেও শিরোপা অধরা ছিল বেঙ্গালুরু'র। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে আইপিএল জয়ের পর আবেগে ভাসেন কোহলি। ম্যাচের শেষদিকে মুখ ঢেকে কান্না চাপিয়ে রাখা কোহলিকে দেখা যায় শিশুর মতো উদযাপন করতে। তিনি বলেন, '১৮ বছর ধরে এই দলের জন্য নিজের সবকিছু নিংড়ে দিয়েছি। কখনো হাল ছাড়িনি। আজ মনে হচ্ছে, আমার সব পরিশ্রম সার্থক হলো।' আইপিএলের সফলতম ব্যাটারদের একজন কোহলি, তবে এই শিরোপা ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের এক অপূর্ণতা। অবশেষে সেই অপূর্ণতা পূর্ণতা পেল ২০২৫ সালে।

মো. নাসরুল্লাহ সাকিব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

এখনো ইনিংস পরাজয়?

কিছুদিন আগে শেষ হয়ে গেল লঙ্কা বনাম বাংলাদেশের মধ্যকার টেস্ট সিরিজ। যে সিরিজের ফলাফল ইতোমধ্যে সবারই জানা হয়ে গেছে। মানে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়ে নিয়েছে লঙ্কানরা। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লঙ্কান টিমটা কিন্তু তেমন ভালো নয়। এমনকি আফগানিস্তান, বাংলাদেশের নিচে অবস্থান করতে দেখা গেছে কখনো কখনো দলটিকে। তারপরও দূরভাগ্য হলেও সত্য যে এই দুর্বল দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশ দলটি হেরে গেল শেষ টেস্টটিতে, তাও আবার সেই পুরোনো অভ্যাসে হেরে যেতে দেখা গেছে। বাংলাদেশ দলকে ইনিংস ব্যবধানে হারতে হলো। যা বর্তমান সময়ে আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট লাগে। এখনো কেন আমরা ইনিংসে ব্যবধানে হারবো? তাও আবার আপেক্ষাকৃত দুর্বল টিম লঙ্কানদের বিপক্ষে। আমাদের টিম যেভাবে প্রথম ম্যাচটি ড্র করেছিল সে হিসেবে তার ফর্মটা কেন পরবর্তীতে ধরে রাখতে পারেনি তা কারো জানা নেই। একমাত্র বোলার তাইজুল ইসলাম ছাড়া বাকিরা নিয়মিত ভালো খেলা উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দলের এমন করণ অবস্থা হয়েছে শেষ টেস্টটিতে। এই সিরিজ পরাজয়ের ফলে এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা খুবই কষ্ট পেয়েছে। এখনো যদি লঙ্কানদের বিপক্ষে ইনিংস ব্যবধানে হারতে হয় বাংলাদেশ দলকে, তাহলে তো মনে হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে ভাববার সময় এসে গেছে। তাই এখন থেকেই বিসিবি'র প্রতি আমাদের টেস্ট ক্রিকেট খেলাটা নিয়ে ভাববার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইলো দেশবাসীর পক্ষ থেকে। কারণ, টেস্ট খেলা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার প্রাণ, তাই এটিকে রক্ষা করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

তারিন- পূর্ব নাসিরাবাদ, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

মোবাইল নং- ০১৮৩০৩৫৯০৪৪

নতুন আঙ্গিকে ক্রীড়াঙ্গত

‘অক্লান্ত এবং অনবরত ১৯৭৭ সাল থেকে ছুটে চলার ৪৮ বছর পূর্ণ করলো জাতীয় ক্রীড়া-পাক্ষিক, ক্রীড়াঙ্গত।’ একজন অনুসন্ধিসু পাঠক এবং ‘নগণ্য লেখক’ হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ৪৮ তম বর্ষের ২৪তম সংখ্যা হাতে নিয়ে শুভেচ্ছার ঢালি ক্রীড়াঙ্গত পরিবারকে আর আন্তরিক অভিনন্দনে সিক্ত করছি এর নবীন-প্রবীণ সব লেখককে। যুগের ‘নির্মম বাস্তবতায়’ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চরম আগ্রাসনে প্রিন্ট মিডিয়ার মহাপরাক্রমশালী সব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিকগুলো যখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, তখন পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য হয়ে তরতরিয়ে এই ক্রীড়াপাক্ষিক ঠিকই ৪৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল চলতি সংখ্যার মাধ্যমে। দেশের ক্রীড়ামৌদী মানুষগুলোর চাহিদা অবলম্বনকারী ক্রীড়াঙ্গত ক্রীড়াঙ্গনের দর্পণরূপে ১৯৭৭ সালে আবির্ভূত হয়ে আজ পর্যন্ত আগুয়ান থেকে কৌতুহলী, বৈচিত্রময়ী এবং সৌন্দর্য পিয়াসী পাঠকদেরই নতুন আশায় বুক বাধার স্বপ্নাতুর করে তুলেছে! ‘কী সেই স্বপ্ন?’ ক্রিকেটীয় ভাষায় ‘৫০ এ অপরাজিত থাকা ক্রীড়াঙ্গত সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি, ট্রিপল সেঞ্চুরি, কোয়াড্রপল সেঞ্চুরি করবেই!’ ততদিন আমরা না থাকি তো কী হবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রীড়াঙ্গতের ছুটে চলা কী ক্রীড়াপ্রেমীদের স্বপ্নকে হাতে ছুঁয়ে দেখা নয়? একজন প্রতিভাবান, মেধাবী, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ঈর্ষণীয় ধারাবাহিক ব্যাটার যখন ব্যাট করতে নামে, তখন স্বপক্ষের সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধে- ‘এই বুঝি সব হয়ে গেল।’ বিপক্ষের সমর্থকরা আতঙ্কের মধ্যে থাকে- ‘এই বুঝি সব কেড়ে নিল।’ আর যদি হাফ সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট অবিচল থাকে, তাহলে বিপক্ষের সমর্থকেরা মিরাকলের অপেক্ষায় বসে থাকলেও, আশা ছেড়ে দেয়। মনে মনে ভাবে- ‘এই খেলোয়াড়টা যদি আমাদের হতো।’ প্রতিপক্ষ হলেও সে যে ‘ক্রিকেটের অহংকার’ তা ঠিকই বোঝে তাঁরা। পক্ষ-বিপক্ষ-নিরপেক্ষ সবাই অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরির আলোকিত মুখে ব্যাট করতে থাকা ক্রীড়াঙ্গতের গতিবিধি দেখে বলতে বাধ্য- ‘ক্রীড়াঙ্গত, ক্রীড়াঙ্গনের অহংকার।’ ৪৯ ছুঁয়ে ফেলা ক্রীড়াঙ্গত যতদিন বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের গাইড হিসেবেই বেঁচে থাকুক।

সাবিকুন নাহার ঞ্শী, প্রযত্নে-ওবায়দ উল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম-জামালপুর, ডাকঘর-বারইয়ারহাট, থানা-জোরারগঞ্জ, উপজেলা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম। ০১৫৮০৩৮৫৪২৫।

বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া দরকার

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট খেলাটাকে সবাই ভীষণ পছন্দ করে। এই খেলার মাধ্যমে দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন এবং পরিচিত লাভ করেছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। ১৯৯৭ সালে আইসিসির বাছাই পর্বে শক্তিশালী টিম কেনিয়াকে হারিয়ে আকরাম খানের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল টিম বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল সর্বপ্রথম বাংলাদেশ দল। প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই বাজিমাত করে বসে টিম বাংলাদেশ। তৎকালীন শক্তিশালী টিম পাকিস্তানকে হারিয়ে এবং স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ হাইচই ফেলে দিয়েছিল টিম বাংলাদেশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মোটামুটি একটি দলে পরিণত হতে পেরেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। তাঁর মধ্যে সাকিব, তামিম, মাহমুদউল্লাহ, মুশফিক, বাশার, আকরাম খান, নানু, সুজন, পাইলট, রফিক, দুর্জয়, বুলবুল, আশরাফুল, অপ্পি, মাশরাফি, তারেক আজিজ, তাপশ, অলক কাপালিসহ আরও নাম না জানা বহু ক্রিকেটাররা। তবে তাঁরা খেলোয়াড়ি জীবনে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করে গেলেও তাঁদের বিদায়ের বেলাটা সুখকর হয়নি। একেবারে সাদামাটাভাবে তাঁদের বিদায় নিতে দেখা গেছে বিভিন্ন সময়। অনেক খেলোয়াড়েরা তো তাঁদের শেষ ম্যাচটি কখন খেলেছে তা তাঁরা নিজেও জানে না। অথচ প্রতিটি খেলোয়াড়েরা আশা করে জীবনের শেষ ম্যাচটিকে স্মরণীয় করে রাখতে। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রিকেটের বেলায় তেমনটি আশা করতে পারে না। আমরা অন্যান্য দেশের ক্রিকেটের দিকে তাকালেই দেখতে পাই ভিন্ন চিত্র। বিদেশের খেলোয়াড়দের বিদায়টা হয় স্মরণীয়। বিসিবি'র প্রতি দেশবাসীর পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখছি আমাদের ক্রিকেটারদের বিদায়ের সময় বিদায়টা যেন সুন্দর করে দেওয়া হয়।

খাদিজাতুল কোবরা, বায়তুল শরফ মাদ্রাসা সংলগ্ন, ডাকঘর- এনায়েতপুর, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

নারী ফুটবল দলের মাহিনজনক

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার



২০০৩ সালে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু নারী ফুটবলের। তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি দলের সঙ্গে কয়েকটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন। সে সময় কাবাডি, হ্যান্ডবল, ভলিবলসহ অন্য ডিসিপ্লিনে খেলার খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল। এরপর ঘরোয়া ফুটবলের যাত্রা শুরু। ইন্দো-বাংলা বাংলাদেশ গেমসের গণ্ডি পেরিয়ে ২০১০ সালের এসএগেমসে ব্রোঞ্জ জয়। আর এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে প্রথম অংশগ্রহণ ২০১৩ সালে। সেবার ঢাকা অনুষ্ঠিত সেই বাছাইপর্বে তিন ম্যাচে ১৫ গোল



খন্দকার প্রান্তির নেতৃত্বাধীন দল টানা তিন ম্যাচে জিতেছে। এতে তাঁরা আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এখন এশিয়ার সেরা ১২ তে

১৯৭৫ সাল থেকে শুরু নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল। তবে বাংলাদেশের প্রথম এই আসরে প্রতিনিধিত্ব ২০১৪ সালের বাছাইপর্বে, যা ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) সেই বাছাইপর্বের স্বাগতিক হয়েছিল। জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই বাছাইপর্বে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের হারের মুখে পড়ে। প্রথম ম্যাচে তাঁদের ৯-০ গোলে হারায় থাইল্যান্ড। পরের ম্যাচে ইরানের কাছে ০-২ গোলে হার। শেষ ম্যাচে ফিলিপাইন ৪-০ গোলে জয় পায় বাংলাদেশের বিপক্ষে। পরের বাছাইপর্বে আর খেলেনি বাংলাদেশ। ২০২২ সালের চূড়ান্ত পর্বের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হয় উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে। সেবারও বাজে হার। জর্দান ও ইরানের কাছে ৫ গোল করে হজম। অর্থাৎ দুই আসরে ২৫ গোল হজম। তা ৫ ম্যাচ থেকে।

সেই বাংলাদেশ দলই এবার সবাইকে চমকে দিয়ে জায়গার করে নিল এশিয়ান কাপের ফাইনাল রাউন্ডে।

ইতিহাস

হজম। মাঝে বিরতি দিয়ে ২০২১ সালে ফের বাছাইপর্বে লাল-সবুজদের প্রতিনিধিত্ব। সেবারও ভরাডুবি। দুই ম্যাচে ১০ গোল খাওয়া। এবার সেই বাংলাদেশ তৃতীয় বারের মতো এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে খেলেই চূড়ান্ত পর্বে কোয়ালিফাই করবে তা কারোই কল্পনাতে ছিল না। অথচ তারাই এবার ইতিহাস আর রেকর্ড গড়ে জায়গা করে নিয়েছে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে। ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত মিয়ানমারে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত 'সি' গ্রুপের বাছাইপর্বে আফগানিস্তান

আর রেকর্ড গড়া জয়

এশিয়ান কাপের আগে কখনই জিততে পারেনি বাংলাদেশ। জিতবে কীভাবে, তাঁরাতো কোনো ম্যাচেই গোল করতে পারেনি। সেই লাল-সবুজরা এবার রেকর্ড আর ইতিহাস গড়েছে প্রতি ম্যাচেই। ২৯ জুন বাংলাদেশ দলের প্রথম ম্যাচ ছিল বাহরাইনের বিপক্ষে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯২তম থাকা এই দলটির সিনিয়র দলের বিপক্ষে আগে কখনই ম্যাচ খেলেনি বাংলাদেশ। এবার তাঁদের বিপক্ষে ৭-০ গোলের জয় দিয়েই এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ইতিহাস গড়া জয়, যা বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রবলভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় পরের ম্যাচ জেতার। ২ জুলাই বাংলাদেশ দলের প্রতিপক্ষ ছিল মিয়ানমার। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এই দলের অবস্থান ৫৫। এই মিয়ানমারের কাছে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে অলিম্পিক গেমস বাছাইয়ে ০-৫ গোলে হেরেছিল। মিয়ানমারেই হয়েছিল সেই খেলা। ৫ বারের এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলা দল এই প্রতিবেশী দল। তাই বাংলাদেশ দলের মূল ভয় ছিল এই মিয়ানমারকে ঘিরেই। তাঁদের কাছে না স্বপ্ন ভঙ্গ হয় লাল-সবুজদের। তবে তা আর হতে দেয়নি পিটার জেমস বাটলার বাহিনী। ফরোয়ার্ড ঋতুপর্ণা চাকমার জোড়া গোলে ২-০ তে লিড নেয় বাংলাদেশ। এরপর সেই ম্যাচ ২-১ এ জিতে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার টিকিট কাটে ২০২২ ও ২০২৪ এর সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়নরা। টুর্নামেন্টের ফরমেট হলো গ্রুপের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে প্রথমে বিবেচনায় আসবে হেড টু হেড। মানে দুই দলের পারস্পরিক ম্যাচে কোন দল জিতেছে। ফলে বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিতে যাওয়ায় এবং সেদিন রাতে তুর্কমেনিস্তান ও বাহরাইনের খেলা ২-২ গোলে ড্র হওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের কোয়ালিফাই করা।

৫ জুলাই প্রান্তিকের শেষ ম্যাচ ছিল তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪১ এ থাকা এই দলটির বিপক্ষেও সিনিয়র লেভেলে অতীতে কখনই মুখোমুখি হয়নি বাংলাদেশ। ফলে এই ম্যাচ জিতলেই রেকর্ড। এই তুর্কমেনদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মিয়ানমার ৮-০তে জিতেছিল। তাই সবার ধারণাই ছিল বাংলাদেশ এই ম্যাচেও বড় জয় পাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। ঋতুপর্ণা চাকমা আর ছোট শামসুন্নাহারের জোড়া গোলে ৭-০তে জয় বাংলাদেশ দলের। এই দলটির বিপক্ষে জয়ও একটি রেকর্ড। কারণ এই প্রথম তাঁদের হারানো। ফলে টানা তিন ম্যাচ জিতে এবং ১৬ গোল দিয়েও ১ গোল হজম করে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ।



অঘোষিত সেরা ঋতুপর্ণা

বাছাইপর্বে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার নেই। নেই ম্যাচ সেরার ট্রফিও। থাকলে নিশ্চিত এই পুরস্কার যেত ঋতুপর্ণার দখলে। অবশ্য তা না পেলেও বাংলাদেশ দলের এই ফরোয়ার্ডই ছিলেন তিন ম্যাচের মধ্যমনি। প্রথম ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে নিজে গোল করেছেন। অন্যকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। মিয়ানমারের বিপক্ষে তো একাই করলেন সব। জোড়া গোল দিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে গেলেন এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে। আর নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষেও দুই গোল। অর্থাৎ 'সি' গ্রুপের পুরো বাছাইপর্বে ৫ গোল তাঁর বাম পা থেকে। বাংলাদেশ দলের উইনিং গোল এখন তাঁর পা থেকেই আসছে। গত সাফের ফাইনালেও তাঁর বাম পায়েই সেই জোরালো শটে নেপালের বিপক্ষে ২-১ জয়। এবারও তাঁর বাম পায়েই দুই গোলে প্রথমবার মিয়ানমারের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ। গোল তাঁর আছেই। কখনো ঘরোয়া লিগে, কখনো জাতীয় দলে, বিদেশি লিগে এবং এশিয়ান ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তাঁর গোল আছে। গত বছর এই গোল তিনি করেছিলেন ইরানের বাম কাতোন ক্লাবের বিপক্ষে। খেলেছিলেন ভুটানের রয়্যাল থিম্পু ক্লাবের হয়ে। সে ম্যাচে অবশ্য ১-২ এ হেরেছিল তাঁর ক্লাব। 'সি' গ্রুপে মিয়ানমারের উইনের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ঋতুপর্ণা। উভয়েরই গোল ৫টি করে।

আড়ালেই থেকে যায় ছোট শামসুন্নাহারের গোল

সবার মাতামাতি ঋতুপর্ণাকে নিয়ে। দেখতে সুন্দরী। লেখাপড়া করেন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কথা বলেন শুদ্ধ ভাষায়। অর্থাৎ গুামার যা আছে তাঁর মধ্যেই। মাঠের খেলা দিয়েও নিজেকে আরও উপরে নিয়ে গেছেন। তবে এই লেফট উইংগারের মতোই মাঠ দাবিয়ে বেড়ান আরেকজন। তিনি ছোট শামসুন্নাহার। গোলের পর গোল করছেন প্রায় প্রতি ম্যাচেই। তবে স্পটলাইটটা কমই জোটে ময়মনসিংহের এই মেয়ের। এবারের বাছাইপর্বেও তাঁর তিন গোল। প্রথম ম্যাচে তাঁর গোলেই বাহরাইনের বিপক্ষে বড় জয়ের শুরু। এরপর তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে করেছেন জোড়া গোল। প্রতি ম্যাচেই তাকে মাঠ থেকে তুলে নিয়েছেন কোচ পিটার জেমস বাটলার। তা না হলে হয়তো হ্যাটট্রিকই পেতেন তিনি। ২০২২ সালে সাফের ফাইনালে তাঁর গোলেই নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে যাওয়া। পরে সেই ম্যাচ ৩-১ গোলে জয়।

সাবিনাদের অভাব পূরণ

গত সাফের সময় থেকেই ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন সিনিয়র ফুটবলাররা। তখন বাফুফে বেশ কষ্ট করেই পরিস্থিতি সামলিয়েছিল। এরপরও অবস্থান বদলাননি সাবিনা খাতুন, মাছুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সুমাইয়া মাতসুসিমায়া। বাংলাদেশ দলের সংযুক্ত আরব আমিরাতের সফরের আগে কোচের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন ১৮ ফুটবলার। ফলে এই ১৮ ফুটবলারকে বাদ দিয়েই বাংলাদেশ দল নিয়ে আমিরাত সফরে যান কোচ বাটলার। সেখানে দুই ম্যাচে হারের পর স্পষ্ট হয় এতো ফুটবলার ছাড়া এই সময়ে পার পাওয়া যাবে না। তাই মে ও জুন মাসে জর্দানের তিন জাতি ফুটবলে বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে ফিরিয়ে আনেন কোচ। তবে সাবিনা, মাছুরা সহ ৫ ফুটবলার ছিলেন বাইরে। এতে জর্দান ট্যুরে বাংলাদেশ দুই ম্যাচে ড্র করে। আর এবার তো এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট পাওয়া।

চ্যালেঞ্জ জয় বাটলারের

সাবিনাদের বিদ্রোহ এবং বাটলার ইস্যুতে বিভক্তি তৈরি হয়েছিল। খোদ বাফুফেতেই ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারকে রাখা না রাখা নিয়ে দুই পক্ষের জন্ম। এরই মধ্যে বিদ্রোহী ১৮ ফুটবলারকে বাদ দিয়েই সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে যায় বাফুফে। কিন্তু সেই দুই ম্যাচেই বাজে হার। এতে আরও চাপে পড়ে যান কোচ বাটলার। দাবি উঠে সাবিনাসহ ১৮ ফুটবলারকে আবার জাতীয় দলে ডাকার। এরই মধ্যে বাফুফে বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। তাঁদের মধ্যে সাবেক অধিনায়ক সাবিনাসহ আরও ৫ জনকে আর জাতীয় দলে প্রয়োজন মনে করেননি কোচ। তাঁদের ছাড়াই বাংলাদেশ দল খেলতে যায় জর্দানে। সেখানে তিন জাতি ফুটবলে ৯৪তে থাকা ইন্দোনেশিয়া এবং ৭৪ এ থাকা জর্দানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করা বাংলাদেশ দলের। এতেই কোচের ওপর সবার আস্থা যেমন ফিরে আসে, তেমনি দলের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসও জেগেছে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ভালো করার। সেটাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপের 'সি' গ্রুপের বাছাইয়ে। টানা তিন ম্যাচে জিতে তারা এশিয়ার সেরা ১২ দলের একটি। অলিম্পিক গেমস ও বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ বাংলাদেশের এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন আগে আলাদাভাবে বিশ্বকাপ এবং অলিম্পিক গেমসের জন্য

আলাদা বাছাইপর্বের আয়োজন করত। এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বই ছিল বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। তবে এবার চূড়ান্ত পর্বই একই সঙ্গে বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক গেমসের বাছাইপর্ব। ফলে ২০২৬ এ অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, সিডনি এবং গোল্ডকোস্ট যে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্ব হবে সেখানে বাংলাদেশ যদি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারে তাহলেই যোগ্যতা অর্জন করবে ২০২৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসে খেলার। আর বাংলাদেশ দল যদি কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারে তাহলে চলে যাবে স্বপ্নের বিশ্বকাপে, যা অনুষ্ঠিত হবে ২০২৭ এ ব্রাজিলে। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ হারলেও সুযোগ থাকছে। তখন প্লে-অফ ম্যাচ খেলতে হবে। সেই প্লে-অফে জিতলেই বিশ্বকাপের টিকিট। ওই প্লে-অফে হারলেও নষ্ট হবে না সম্ভাবনা। তখন মহাদেশীয় প্লে-অফে জিততে হবে। এই প্লে-অফ ম্যাচ হবে আফ্রিকা বা অন্য মহাদেশের দলের সঙ্গে।

বাফুফের লক্ষ্য বিশ্বকাপ

এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে কোয়ালিফাই করার পর থেকেই বাফুফে আগামী বিশ্বকাপে খেলার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তাঁরা নারী ফুটবল দলকে এখন আরও হাই র‍্যাঙ্কিং দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলাতে চায়। এরই মধ্যে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তুরস্ক সফর করে তুর্কি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করে তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশ নারী দলের ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে আগস্টে ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া বাফুফেও আগামী ৭ মাসে আরও ম্যাচ খেলতে চায় শক্তিশালী দলের বিপক্ষে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আওয়াল এবং বাফুফের মহিলা উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণও জানিয়েছেন, আমাদের একটাই লক্ষ্য বিশ্বকাপে খেলা। সে জন্য যা যা করার দরকার করা হবে।

ক্রীড়া উপদেষ্টার ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

প্রথমবার নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠার জন্য বাংলাদেশ দলকে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বাফুফের ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা

বিদেশের মাটি থেকে সাফল্য নিয়ে আসার পর একটু পরেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কিন্তু এবার হলো পুরোপুরি ব্যতিক্রম। বাংলাদেশ দল মিয়ানমার থেকে থাইল্যান্ড হয়ে দেশে ফিরে ৬ জুলাই রাতে। বাফুফেও আর দেরি করেনি। বাংলাদেশ দল ঢাকায় পৌঁছার পরপরই পুরো দলকে সেই রাতেই আড়াইটা নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরঝিলের এফি থিয়েটারে। সেখানেই তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

একনজরে বাছাইপর্বের লক্ষ্য

বাংলাদেশ ৭-০ বাহরাইন

(তহরা ২, শামসুন্নাহার, ঋতুপর্ণা, মুনকি, আত্মঘাতী, কোহাতি কিসকু)

বাংলাদেশ ২-১ মিয়ানমার (ঋতুপর্ণা চাকমা ২)

বাংলাদেশ ৭-০ তুর্কমেনিস্তান (ঋতুপর্ণা ২, শামসুন্নাহার ২, স্বপ্না রানী, মনিকা চাকমা, তহরা)।

পয়েন্ট তালিকা

দল	খে	জ	ড্র	পরা	গোল প
বাংলাদেশ	৩	৩	০	০	১৬/১ ৯
মিয়ানমার	৩	২	০	১	১৫/২ ৬
বাহরাইন	৩	০	১	২	২/১৫ ১
তুর্কমেনিস্তান	৩	০	১	২	২/১৭ ১

নারী ফুটবলারদের বিশাল ভার্জন

ইকরামউজ্জমান

নিরাপত্তার বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। অর্থের অভাবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে ফিফার উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ খেলানো সম্ভব হয় না। এতে খেলোয়াড়দের মান যাচাই এবং অগ্রগতি ও অবনতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এর পরও নারী ফুটবলাররা জাদু দেখিয়ে চলেছেন। বেতন বাকি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা খেলেন। ফুটবলাররাও বুঝে ফেলেছেন উপায় নেই, তাঁদের লড়তে হবে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজস্ব অবস্থান থেকে। এতে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সব সময় ভর করে থাকে। দেশের জন্য যারা এত কিছু করছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কী?

ফুটবলে প্রচুর সেন্ট্রিমেন্টের ছড়াছড়ি। মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেন্ট্রিমেন্ট যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে—এটি কতটুকু যুক্তিসংগত হচ্ছে ভেবে দেখা উচিত। ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব নিয়ে ‘হাইপ’ সৃষ্টি করা তো মানবতা নয়। নারী ফুটবলে সাফল্যের পর কণ্ঠজীবী আর কলমজীবীদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে। ব্রিটিশ পেশাদার কোচকে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা ও বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে অসম্মান করে ‘ভিলেন’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোচের বিদায় চাওয়া হয়েছে। খোদ নারী উইং থেকে কোচের বিরোধিতা করা হয়েছে বিভিন্ন সমীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ অভিজ্ঞ পেশাদার কোচকে তো আর ইচ্ছা-মর্জিমাফিক ‘ভিকটরি’ করা যাবে না। কোচ কিন্তু সবকিছুই বুঝেছেন। তিনি নীতি আর আদর্শের প্রশ্নে আপস করেননি। সব সময় বলেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিলাষ নেই বাংলাদেশে। আমি দেশের ফুটবলের ভালো চাচ্ছি। মেয়েদের ফুটবলের ভালো চাচ্ছি। কেননা নারী ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যদি পরিকল্পনামাফিক গুছিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়। একই অবস্থান থেকে এই কোচকে আবার ‘হিরো’ বানিয়ে এখন উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। ‘পলি’ দেওয়া এখন একটি বহুল প্রচলিত শব্দ।

কোচ পিটার মেয়েদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন। জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের ভেতরের বারুদ।



এএফসি ওয়েমেন্স এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের তিন অচেনা প্রতিপক্ষের মধ্যে দুটি ছিল ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে। তা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং মনোসংযোগের সঙ্গে দল হয়ে লড়াইয়ের মধ্যে কোচের ম্যাচ পরিকল্পনা পেশাদার মানসিকতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে বলেই অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবারই প্রথম দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি অতিক্রম করে এশিয়ার বড় গণ্ডিতে স্থান হয়েছে। নারী ফুটবলে এটি অনেক বড় ঘটনা। ফুটবল ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই উত্থানের মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়েছে ফুটবলে নারীদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। নারী ফুটবল এখন বাংলাদেশের ইতিবাচক বিজ্ঞাপন। অগ্রগতির বড় উদাহরণ। সমাজে অবহেলা, বঞ্চনা এবং কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

‘অস্ট্রেলিয়া মিশন’ স্লোগানের মধ্যে অবশ্যই একটি চেতনা ও লক্ষ্য আছে। ফুটবল ফেডারেশন নারী ফুটবলারদের পাশে ছিল এবং থাকবে। ফুটবল ফেডারেশন যদি পাশে না থাকত তাহলে নারী ফুটবল এত রাস্তা অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে আসতে পারত না। এই পাশে থাকাটা এখন কার্যকর হওয়া উচিত। নারী ফুটবলাররা গত বছর অক্টোবরে নির্বাচিত বাফুফে গভর্নিং বডির মাথার টুপিতে নারী ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে মূল্যবান পালক পরিণে দিয়েছেন। কথার বুলি আর আশ্বাসে আশ্বাসে নারী ফুটবলের পাত্রটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আশ্বাস আর সুন্দর সুন্দর কথা বলে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে প্রচুর ‘কাভারেজ’ নিশ্চিত করেছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। নারী ফুটবল কিন্তু সেই তিমিরেই থেকে গেছে। একবার ভাবুন দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে পর পর

দুইবার সেরা শক্তিশ্রম হিসেবে শিরোপা জিতেছে নারী দল। জিতেছে অনেক বয়সভিত্তিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের শিরোপা। বাংলাদেশ নারী দল এবার দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি অতিক্রম করে স্থান করে নিয়েছে এশিয়ান মধ্যে। এই বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের জন্য দেশে একটিও ‘ডেডিকেটেড’ ফুটবল গ্রাউন্ড নেই। যাতে তারা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করতে পারে। নেই মেয়েদের জন্য ফুটবল কাঠামো। নেই পৃথক নারী ফুটবল একাডেমি, বাফুফের অফিসের ওপরতলায় বছরের পর বছর ধরে থাকছেন নারীরা ক্যাম্প করে। একবার একজন ফুটবল সংগঠক আমাকে বলেছেন, ফুটবলের এই আবাসিক ক্যাম্পকে এএফসি স্বীকৃতি দিয়েছে। মাঠ না থাকায় খেলার আয়োজন সম্ভব হয় না। জোড়াতালি দিয়ে অনিয়মিতভাবে স্বল্প সময়ের জন্য লীগের আয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক খুব কম। বসুন্ধরা গ্রুপের ক্লাব বসুন্ধরা কিংস নারী লীগে একনাগাড়ে তিন বছর শিরোপা জিতেছে। তখন এই ক্লাবটি নারী ফুটবলারদের ভালো পারিশ্রমিক দিয়েছে। ‘পুল’ ও বিভিন্ন কারণে বসুন্ধরা কিংস আর নারী লীগে অংশ নেয় না। বাফুফের উচিত অবিলম্বে এএফসি ‘প্রেসক্রিপশন’ অনুযায়ী পেশাদার লীগ শুরু করা। ভুটানে নারী পেশাদার লীগ হয় মাস ধরে অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিতভাবে। তাদের ক্লাবের এএফসি লাইসেন্স আছে—এতে তারা নিয়মিতভাবে ভুটানের ক্লাব দলের আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলার সুযোগ আছে। বাংলাদেশে নারী পেশাদার লীগ শুরু করার এখনই সময়। এই ক্ষেত্রে বসুন্ধরাসহ অন্য বড় গ্রুপগুলোর যাতে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে এটি নিশ্চিত করা উচিত। এতে নারী ফুটবল এগিয়ে যাবে—পাশাপাশি খেলোয়াড়রা আর্থিক



আন্তর্জাতিক অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা কাবাডি প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি-২০২৫-এর সমাপনী ও সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি

বাংলাদেশের যুবাদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি অভিযান

মো. মুলতানুর রহমান



যুগ্মভাবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় আগামী বছরের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৬তম আসর। ওই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশি

যুবারা। যে দেশে বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে, সেই জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে আজিজুল হাকিম তামিম বাহিনী। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেশটির বিপক্ষে রয়েছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।

সর্বশেষ গত মে মাসের শুরুতে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে ছয় ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে (বৃষ্টির কারণে ষষ্ঠ ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়) জিতে এসেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। তারপর দুই মাসেরও বেশি সময় খেলাবিহীন কাটাতে হয়েছে তাঁদেরকে। অবশ্য এই সময়ে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লম্বা প্রস্তুতি ক্যাম্প করেছে যুবারা।

ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়াল দিয়েছে জুনিয়র টাইগাররা। প্রোটিয়া যুবাদের বিপক্ষে পঞ্চাশ ওভারের সিরিজের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ১৭, ১৯ ও ২২ জুলাই। সবগুলো ম্যাচের ভেন্যু বেনোনির উইলমোর পার্ক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজ শেষ করে প্রোটিয়া যুবাদের সঙ্গে নিয়েই আজিজুল হাকিমরা যাবে পার্শ্ববর্তী দেশ জিম্বাবুয়েতে। বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের যুব দলকে নিয়ে সেখানে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ২৫ জুলাই এবং শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ম্যাচটি হবে ১০ আগস্ট। টুর্নামেন্টের ভেন্যু ২টি- হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠ ও সানরাইজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠ। একে অপরের বিপক্ষে তিনটি করে মোট ৬টি ম্যাচ খেলবে তিন দল এবং শীর্ষস্থানীয় দুই দল মোকাবেলা করবে ফাইনালে।

পরিসংখ্যানের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, জিম্বাবুয়ের সঙ্গে এ পর্যন্ত ১৪টি ওয়ানডে খেলে ১৩টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল, হেরেছে কেবল একটা ম্যাচে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা ২৯ ম্যাচে ১১ হারের বিপরীতে টাইগার যুবাদের জয় সংখ্যা ১৮। হেড টু হেড দ্বৈরথে এগিয়ে থাকায় ত্রিদেশীয় সিরিজে শিরোপা জয়ের সমীকরণে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে আজিজুল হাকিম বাহিনী। তবে, শেষ পর্যন্ত ফল যা-ই হোক না কেন, টুর্নামেন্ট খেলে কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসাই প্রধান লক্ষ্য



বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম

বাংলাদেশের, যা কাজে লাগবে বিশ্বকাপে। এ ব্যাপারে বিসিবি'র গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ম্যানেজার আবু ইনাম মোহাম্মদ কায়সার বলছিলেন, 'বিশ্বকাপের দেশ হওয়ায় ত্রিদেশীয় সিরিজটি গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেরা কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। টুর্নামেন্টের আগে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করলে, অনেক সময় ক্যাম্পের ক্লান্তির প্রভাব পড়ার শঙ্কা থেকে যায়। তাই কিছু দিন আগেই জিম্বাবুয়েতে খেলে সেখানের সব কিছু বোঝার চেষ্টা করবে দল।'

২০২৬ সালের যুব বিশ্বকাপে চোখ রেখে বাংলাদেশের চূড়ান্ত দল সাজানোর কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছেন নির্বাচকরা। কন্ডিশন ও কম্বিনেশন মিলিয়ে দলের কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে আগেই। শেষ মুহূর্তে হয়তো দু'একটি জায়গায় পরিবর্তন আসতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সফরের জন্য গত এক বছরে খেলা ক্রিকেটারদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য শক্তিশালী ১৬ সদস্যের দল নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ দলকে যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান আজিজুল হাকিম তামিম। তাঁর খণ্ডকালীন বোলিংও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। তামিমের ডেপুটি হিসেবে থাকবেন মারকুটে ওপেনার জাওয়াদ আবরার।

দলে লেগ স্পিনার রাখা হয়েছে ২ জন- দেবাশিস সরকার দেবা ও স্বাধীন ইসলাম। বয়সভিত্তিক দল হলেও স্বীকৃত ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড় আছেন ৭ জন। তাঁদের মধ্যে অধিনায়ক আজিজুল, সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও পেসার ইকবাল হোসেন গত বিপিএলে খেলেছেন। এ ছাড়া ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সর্বশেষ আসরে খেলার অভিজ্ঞতা আছে সামিউন

বশির, আল ফাহাদ, রাফিউজ্জামান রাফি ও স্বাধীন ইসলামের। দলে আছেন আরেক টপ অর্ডার ব্যাটার কালাম সিদ্দিকী। এই সিরিজ দিয়ে যুব দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ফারজান আহমেদ আলিফ। ব্যাটিংয়ের ভরসা যোগাতে আরও নেওয়া হয়েছে বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে গত বছর ট্রিপল সেঞ্চুরি করে নতুন রেকর্ড গড়া রিফাত বেগকে।

গত বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পর এশিয়া কাপ ও শ্রীলঙ্কা সিরিজ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১০টি যুব ওয়ানডে খেলেছে বাংলাদেশ। সব কিছু ঠিক থাকলে পরবর্তী আসরের আগে আরও ২০টির বেশি ম্যাচ খেলানোর আশা বিসিবি'র। সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সফর থেকে ফেরার পর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার জন্য ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা রয়েছে যুবাদের। পরে দেশে ফিরে হবে দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প। ক্যাম্পের মাঝেই ঘরের মাঠে একটি সিরিজ আয়োজন করার ইচ্ছা বিসিবি'র। তবে এখন পর্যন্ত ওই সিরিজের দল চূড়ান্ত হয়নি। এরপর নেপালে এশিয়া কাপ খেলে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে বাংলাদেশ।

*** বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ স্কোয়াড :** আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, দেবাশিস সরকার দেবা, রিজান হোসেন, আল ফাহাদ, ইকবাল হোসেন ইমন, রাফিউজ্জামান রাফি, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকি এলিন, সানজিদ মজুমদার, শাহরিয়ার আল আমিন, ফারজান আহমেদ আলিফ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, রিফাত বেগ, স্বাধীন ইসলাম। স্ট্যান্ডবাই : শাহরিয়ার আহমেদ, শাহরিয়ার আজমির, মোহাম্মদ সবুজ, ফারহান শাহরিয়ার।

এবারও 'এসএসসি পরীক্ষায়' ফেল বাংলাদেশ!

মো. মাহবুবুর রশিদ



সাধারণত ১৬ বছর বয়সে এসএসসি পরীক্ষার টেবিলে বসে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আবারও 'এসএসসি পরীক্ষা' দিতে নেমেছিল দীর্ঘ ১৮ বছর পর! ফল- একেবারে ডাফা ফেল! টাইগারদের কপালে জুটেছে ইনিংস ও ৭৮ রানের ব্যবধানে শোচনীয় পরাজয়। অথচ নাজমুল হোসেন শান্তর দল শ্রীলঙ্কাকে প্রথম টেস্টে চেপে ধরে গৌরবময় ড্র আদায় করে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নেমেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে ভালো কিছুই পরিবর্তে চতুর্থ দিন সকালেই বাংলাদেশকে মেনে নিতে হয়েছে ব্যাটে-বলে অসহায় আত্মসমর্পণের আরেক লজ্জা! অবশ্য সমর্থকদের মনে দাগ সৃষ্টি করলেও 'লজ্জা' জিনিসটা ক্রিকেটারদের স্পর্শ করে কি না, তা নিয়েও আছে সন্দেহ!

শ্রীলঙ্কার কলম্বোই বিশ্বের একমাত্র শহর, যেখানে রয়েছে টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৪টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু। সেই চার ভেন্যুরই (অন্য তিনটি- রমেশ প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, পিসারা ওভাল ও কলম্বো ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড) একটি হলো সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ড, যেটি সংক্ষেপে 'এসএসসি' নামে পরিচিত। এই মাঠেই ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে টেস্টে প্রথমবার শ্রীলঙ্কার মোকাবিলা করেছিল বাংলাদেশ। অবশ্য সেটি কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ম্যাচ ছিল না, ছিল ত্রিদেশীয় (পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ) এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত ম্যাচ। টেস্ট ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মোহাম্মদ আশরাফুলের রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরির ম্যাচটিতে বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস ব্যবধান ১৩৭ রানে। পরের বছর জুলাইয়ে এই মাঠে বাংলাদেশকে ২৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে ধরাশায়ী করেছিল শ্রীলঙ্কা। ২০০৭ সালের জুনে এখানে লঙ্কানদের কাছে ইনিংস ও ২৩৪ রানের পরাজয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল বাংলাদেশ। এরপর ক্যালেডারের পাতা থেকে দেড় যুগ হারিয়ে যাওয়ার পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চতুর্থবারের মতো



শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের কপালে জুটেছে ইনিংস ব্যবধানে পরাজয়

'এসএসসি পরীক্ষা' দিতে নেমে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ তো হয়েছেই, উপরন্তু ইনিংস হারের পুনরাবৃত্তি করেছে আরেকবার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ড্র হওয়া এবারের সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের প্রাপ্তির খাতায় ছিল অনেক কিছু। দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ জিতেছে কেবল একটা জিনিসই-টস! মুদ্রা নিক্ষেপে নাজমুল হোসেন শান্তর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেও ব্যাট হাতে বলার মতো কিছুই করতে পারেননি তিনি। গল টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো বাংলাদেশ অধিনায়ক কলম্বোয় দুই ইনিংস মিলে করেছেন ২৭ রান (৮ ও ১৯)। তাঁর হতশ্রী পারফরম্যান্সেই

কার্যত ফুটে ওঠে বাংলাদেশের অসহায়তার মূর্ত চিত্র।

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের এমন ভরাডুবির জন্য নিশ্চিতভাবে ব্যাটসম্যানদেরকেই কাঠগড়ায় উঠাতে হবে আগে। দুই ইনিংসে যথাক্রমে ২৪৭ ও ১৩৩ রান, দেখে মনে হবে কোনো ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ বুঝি! অথচ এটি বাংলাদেশের দলীয় স্কোর যা শ্রীলঙ্কার এক ইনিংসে তোলা ৪৫৮ রান ছুঁতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত রয়ে যায় ৭৮ রানের ঘাটতি। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, টেস্টে ২৫ বছরের পথচলায় এই নিয়ে ১৫৪ ম্যাচের মধ্যে ১১২টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ (জয় ২৩, ড্র ১৯), যেখানে ৪৭ ম্যাচে সইতে হয়েছে ইনিংস ব্যবধানে পরাজয়ের যন্ত্রণা!

সত্যিকার অর্থে সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠের উইকেটে এমন কোনো 'জুজু' ছিল না যে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ওভাবে একের পর এক প্যাভেলিয়ন মুখি হতে হবে। তা ছাড়া শ্রীলঙ্কান বোলাররাও তেমন কোনো দুর্ধর্ষ বোলিং করেননি। তারপরও বাংলাদেশকে ভুগতে হয়েছে ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই। রান-প্রসবা উইকেটে কার্যত প্রথম ইনিংসে শান্ত বাহিনীর ২৪৭ রানে গুটিয়ে যাওয়াই নির্ধারণ করে দিয়েছিল ম্যাচের সম্ভাব্য ফল। দেখার বিষয় ছিল একটাই- ঘুরে দাঁড়িয়ে কতটা লড়াই করতে পারে সফরকারী দল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে উল্টো আরও খারাপ ব্যাটিং প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রেফ ১৩৩ রানে অলআউট হয়ে হতাশার চূড়ান্তরূপ মেলে ধরে বাংলাদেশ।

টেস্টে উইকেটে সেট হয়ে আউট হওয়াকে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হয়। কলম্বো টেস্টে এমন 'অপরাধী' বলতে গেলে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক স্বীকৃত ব্যাটসম্যানই। ব্যতিক্রম কেবল এনামুল হক বিজয়! ডানহাতি এই ওপেনার তো সেটাই হতে পারেননি। ১০ বল খেলে প্রথম ইনিংসে 'ডাক' মারা বিজয় দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ বলে ১৯ রানের 'ওয়ানডে স্টাইলের' ইনিংসে রাখতে পারেননি এতটুকু আস্থার ছাপ। তাঁর ওপেনিং পার্টনার সাদমান ইসলাম ৯৩ বলে ৪৬



তাইজুল ইসলামের ৫ উইকেট শিকারই দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের একমাত্র প্রাপ্তি

ও ২৪ বলে ১২ রান করে একটা পর্যায়ে দারুণ কিছু আশা জাগিয়েও আত্মহুতি দিয়েছেন। প্রথম টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি (১৪৮ ও অপরাজিত ১২৫) করা নাজমুল হোসেন শান্ত প্রত্যাশার চাপে কি-না কে জানে, দ্বিতীয় টেস্টে ৩১ বল (৮ রান) ও ৪৮ বল (১৯ রান) মোকাবিলার পরও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অভিজ্ঞতায় হৃদয় মুশফিকুর রহিমের উইকেটে থিতু হয়ে ৭৫ বলে ৩৫ ও ৫৩ বলে ২৬ রানের ইনিংস দুটির অপমৃত্যু ছিল বাংলাদেশের জন্য বিরাট ক্ষতি। 'টেস্ট স্পেশালিস্ট' মুমিনুল হকের সম্ভাবনাময় দুটি ইনিংসের (৩৯ বলে ২১ ও ৩৩ বলে ১৫ রান) একটিও পায়নি পূর্ণতা। ৫৬ বলে ৩৪ ও ৪৩ বলে ১৪ রান ভালো খেলতে খেলতে বাজেভাবে আউট হওয়ার পুরোনো স্বভাবটা একদমই যায়নি লিটন দাসের। অসুস্থতার কারণে প্রথম টেস্ট মিস করা মেহেদী হাসান মিরাজ ব্যাটিংয়ে ৩১ ও ১১ রান করলেও উইকেট পাননি একটাও। বিশেষজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার হয়েও প্রথম ইনিংসে তাইজুল ইসলামের ৬০ বলে ৩৩ রান অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার মতো। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে 'তোপ' দাগানোর তিন নায়ক ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার সোনা দীনসা (৩/২২) ও ডানহাতি পেসার আসিথা ফার্নান্দো (৩/৫১) এবং বাঁহাতি পেসার বিশ্ব ফার্নান্দো ২/৪৫। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ধস নামানোর কারিগর ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার প্রবাল জয়াসুরিয়া (৫/৫৬) এবং ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা (২/১৩) ও থারিডু রত্নায়েকে (২/১৯)।

যে উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা রীতিমতো কাঁপাকাঁপি করেছেন, সেই একই উইকেটে লঙ্কান ব্যাটসম্যানরা অনায়াসেই বড় ইনিংস খেলে স্কোরকার্ড সমৃদ্ধ করেছেন। স্বাগতিক দলের ৪৫৮ রানের একমাত্র ইনিংসে সর্বোচ্চ ১৫৮ রান এসেছে পাথুম নিশাক্কর ব্যাট থেকে। প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরি (১৮৭ ও ২৪ রান) হাঁকিয়েছিলেন এই ওপেনার। সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজের উভয় পুরস্কারই উঠেছে নিশাক্কর হাতে। এ ছাড়া ৯৩ রানে আউট হন দীনেশ চাউমাল, কুশল মেডিস করেন ৮৪। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ১৩১ রান দিয়ে তুলে নেন ৫ উইকেট এবং অফস্পিনার নাসিম হাসানের পকেটে যায় ৩ উইকেট। ২১১ রানে পিছিয়ে থাকার 'বিশাল চাপ' নিয়ে তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ ৬ উইকেটে ১১৫ রান নিয়ে দিন শেষ করে চতুর্থ দিনে ঘণ্টাখানেকও টিকতে পারেনি।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

* তারিখ : ২৫-২৮ জুন ২০২৫

* ভেন্যু : সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ড

* টস জয় : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)

* বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস : ৭৯.৩ ওভারে ২৪৭ রানে অলআউট (সাদমান ইসলাম ৪৬, মুশফিকুর রহিম ৩৫, লিটন দাস ৩৪, তাইজুল ইসলাম ৩৩, মেহেদী হাসান মিরাজ ৩১, নাসিম হাসান ২৫, মুমিনুল হক ২১; সোনা দীনসা ৩/২২, আসিথা ফার্নান্দো ৩/৫১, বিশ্ব ফার্নান্দো ২/৪৫,



দেশের বাইরে মুমিনুল হকের পারফরম্যান্স কেবলই প্রশংসার জন্য দিয়ে যাচ্ছে



অফস্পিনার নাসিম হাসান দ্বিতীয় টেস্টের একমাত্র ইনিংসে পেয়েছেন ৩ উইকেট

ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ১/১৫, থারিডু রত্নায়েকে ১/৭২)

* শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস : ১১৬.৫ ওভারে ৪৫৮ রানে অলআউট (পাথুম নিশাক্কর ১৫৮, দীনেশ চাউমাল ৯৩, কুশল মেডিস ৮৪, লাহিরু উদানা ৪০, কামিন্দু মেডিস ৩৩, তাইজুল ইসলাম ৫/১৩১, নাসিম হাসান ৩/৮৭, নাহিদ রানা ১/৯৪)

* বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস : ৪৪.২ ওভারে ১৩৩ রানে অলআউট (মুশফিকুর রহিম ২৬, এনামুল

হক বিজয় ১৯, নাজমুল হোসেন শান্ত ১৯, মুমিনুল হক ১৫, লিটন দাস ১৪, মেহেদী হাসান মিরাজ ১১; প্রবাল জয়াসুরিয়া ৫/৫৬, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ২/১৩, থারিডু রত্নায়েকে ২/১৯, আসিথা ফার্নান্দো ১/২২)

* ফল : শ্রীলঙ্কা ইনিংস ও ৭৮ রানে জয়ী

* প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজ : পাথুম নিশাক্কর (বাংলাদেশ)

* সিরিজের ফল : ২ ম্যাচের সিরিজ ১-০ ব্যবধানে জয়ী শ্রীলঙ্কা।



প্রথম টেস্টের দুই সেঞ্চুরিয়ান মুশফিকুর রহিম ও নাজমুল হোসেন শান্ত কলম্বোয় দুই ইনিংসেই উইকেটে থিতু হয়ে অসময়ে আউট হয়ে দলকে ডুবিয়েছেন

আশা জাগিয়েও পাচন না বাংলাদেশ

মো. মাহবুবুর রশিদ



VS



দেয়ালে পিঠ
ঠেকে গেলে
অভিভূত রক্ষার
স্বার্থেই ঘুরে

দাঁড়াতে হয়। পছন্দের সংস্করণ ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ এতটাই ব্যর্থতার চক্রে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে রীতিমতো পায়ের নিচের মাটিতেই পড়েছিল হ্যাঁচকা টান! শ্রীলঙ্কা সফরে পরাজয়ের বৃত্ত ভাঙতে পেরেছে টাইগাররা, কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারেনি। আশা জাগিয়েও ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। লঙ্কানরা সিরিজ জিতে নিয়েছে ২-১ ব্যবধানে। অথচ ব্যাটিংটা ঠিকঠাক হলে একই ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নিতে পারত বাংলাদেশ। অবশ্য সাতুনাও আছে টাইগারদের। ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বর দল হিসেবে সিরিজ শুরু করলেও টানা সাত ম্যাচ হারের পর একটি জয়ের সুবাদে একধাপ উন্নতি করে নিয়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

জয়ের পথে থেকে আচমকা এক ব্যাটিং ধসে প্রথম ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা আনতে সমর্থ হয়েছিল মিরাজ বাহিনী। কিন্তু সিরিজ নির্ধারণী 'ফাইনালে' পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচে ব্যাটে-বলে সফরকারীদের পাতাই দেয়নি শ্রীলঙ্কা। দীর্ঘ ২০ বছর পর পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়া ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামা বাংলাদেশ অল্পের জন্য বিজয়োৎসব করতে পারল না। মূলত ব্যাটিং ব্যর্থতাই ডুবিয়েছে লাল-সবুজের দলকে। তিন ম্যাচের কোনোটিতেই পুরো ৫০ ওভার খেলতে পারেনি বাংলাদেশ, এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে এটা রীতিমতো লজ্জাজনক ঘটনা! তারপরও যে ম্যাচে কোনোক্রমে ২৪৮ রান করতে পেরেছে বাংলাদেশ, বোলারদের সৌজন্যে সেই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ঠিকই জয় এসেছে। পূর্ণকালীন ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। তাঁর নেতৃত্বগুণ যেমন বিশেষ নজর কাড়েনি, তেমনি অফস্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও মোটেও 'আপ টু দ্য মার্ক' ছিল না।

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কার ইনিংস ২৪৪ রানে আটকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা। ইনজুরি থেকে ফিরে আসা পেসার তাসকিন আহমেদ বিধ্বংসীরাপ ধারণ করে ১০ ওভারে ৪৭ রানে ৪ উইকেট তুলে নেন। আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিব পান ৩ উইকেট। অভিষিক্ত বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম দখল করেন ১ উইকেট এবং অকেশনাল অফস্পিনার নাজমুল হোসেন শান্ত তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় উইকেটের দেখা পান।



শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে হেরে গেছে বাংলাদেশ

একপ্রান্ত আগলে রেখে সেঞ্চুরি তুলে নেন চারিখ আশালঙ্কা (১০৬)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫ রান আসে কুশল মেন্ডিসের ব্যাট থেকে।

জবাবে ১৬.২ ওভারে ১ উইকেটে ১০০ রান তুলে জয়ের সহজ পথেই এগোচ্ছিল বাংলাদেশ। ডেবুট্যান্ট ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (১৩) আউট হলেও তানজিদ হাসান তামিম ও নাজমুল হোসেন শান্ত মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ৭১ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে নিয়ে যাচ্ছিলেন কাক্ষিত গন্তব্যের দিকে। কিন্তু আচমকা এক ধাক্কায় বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ যেন বালির বাঁধে পরিণত হয়! ২৭ বলের ব্যবধানে স্কোরবোর্ডে আর মাত্র ৫ রান যোগ করতে গিয়ে আরও ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পরিণত হয় ১০৫/৮-এ! নাজমুল হোসেন শান্তর (২৬ বলে ২৩) অহেতুক রান আউটে মোমেন্টাম হারানোর পর একে একে প্যাভেলিয়নে ফিরেন লিটন দাস (০), তানজিদ তামিম (৬২), তাওহিদ হুদয় (১), মেহেদী হাসান মিরাজ (০), তানজিম সাকিব (১) ও তাসকিন আহমেদ (০)। শোচনীয় পরাজয় তখন হাতহানি দিয়ে ডাকছিল বাংলাদেশকে। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একাই লড়াই চালিয়ে যান জাকের আলী অনিক। তাঁর ৬৪ বলে ৫১ রানের ইনিংস বাংলাদেশের পরাজয়ের ব্যবধানই কমিয়েছে শুধু। ৩৫.৫ ওভারে ১৬৭ রানে অলআউট হয়ে ৭৭ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙা ৪টি এবং অর্থোডক্স স্পিনার কামিন্দু মেন্ডিস ৩ উইকেট পান।

একই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচে 'কামব্যাকের' দুর্দান্ত নজির স্থাপন করে বাংলাদেশ। টস জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি মেহেদী হাসান মিরাজ। আগের ম্যাচের হাফ সেঞ্চুরিয়ান তানজিদ তামিম ব্যক্তিগত ৭ রানে আউট হয়ে গেলেও অন্যপ্রান্তে স্ট্রোকের পসরা সাজিয়ে বসেন পারভেজ হোসেন ইমন। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৬৯ বলে ৬৭ রান করে আউট হন এই বাঁহাতি ওপেনার। তারপর দলের হাল ধরেন তাওহিদ হুদয়। ডানহাতি এই ব্যাটসম্যানের ৬৯ বলে ৫১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংসটির অপমৃত্যু ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত এক রান আউটে। হৃদয়কে 'সেক্রিফাইস' না করে নিজের উইকেট বাঁচিয়ে সমালোচনার মুখে পড়া তানজিম হাসান সাকিব অবশ্য পরে পুষিয়ে দিয়েছেন।

ডানহাতি এই পেসার ২১ বলে অপরাজিত ৩৩ রানের ঝোড়ো এক ইনিংস খেলেন, যেটি ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। এর আগে জাকের আলী অনিক ২৪ ও শামীম পাটোয়ারি ২২ রান করে আউট হন। সব মিলিয়ে ২৫ বল আগে অলআউট হলেও বাংলাদেশ স্কোরবোর্ডে জমা করে ২৪৮ রানের চ্যালেঞ্জিং ইনিংস। পেসার আসিথা ফার্নান্দো দখল করেন ৪ উইকেট এবং ওয়ানিন্দু হাসারাঙা তুলে নেন ৩ উইকেট।

রান-তাড়ায় শ্রীলঙ্কার শুরুটা ছিল বেশ ভালো। ৯.২ ওভারে ১ উইকেটে ৭৫ রান তুলে ফেলা লঙ্কার ইনিংসে ওখান থেকেই লাগাম পরাতে শুরু করেন বাংলাদেশের বোলাররা। বিশেষ করে তানভীর ইসলাম ছিলেন এক কথায় দুর্দান্ত। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই জয়ের নায়ক হয়ে যান এই বাঁহাতি স্পিনার। মাঝের ওভারগুলোয় শামীম পাটোয়ারির অফস্পিনে ৯ ওভারে ২২ রানে ১ উইকেট নেওয়া ছিল ভীষণ কার্যকরী। অধিনায়ক মিরাজ ৩৭ রান খরচে পান



তাওহিদ হুদয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় ম্যাচেই করেছেন সমান ৫১ রান

১ উইকেট এবং পেসার তানজিম সাকিব ৩৪ রানে ২ উইকেট। এ ছাড়া প্রয়োজনের সময় শ্রীলঙ্কার ইনিংসের টপ স্কোরার জানিথ লিয়ানাগেকে (৭৮) মোস্তাফিজুর রহমানের আউট করাও ছিল দলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ১৭০ রানে লঙ্কানদের ৮ উইকেট তুলে নেওয়া বাংলাদেশ সহজ ম্যাচটা জিতেছে কিছুটা কঠিন করে। শেষ পর্যন্ত ৪৮.৫ ওভারে ২৩২ রানে গুটিয়ে গিয়ে স্বাগতিকরা পরাজিত হয় ১৬ রানে।

সিরিজে ১-১ এ সমতা আসার পর অনানুষ্ঠানিক 'ফাইনালে' রূপ নেওয়া তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। পাল্লেকেলের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটাররা করে বসেন অসহায় আত্মসমর্পণ! আগের ম্যাচে ৫১ রান করা তাওহিদ হুদয়ের ব্যাট থেকে এদিনও আসে ঠিক ৫১ রান! অন্যদের মধ্যে পারভেজ ইমন (২৮), মেহেদী মিরাজ (২৮), জাকের আলী (২৭) ও তানজিদ তামিম (১৭) উইকেটে সেট



সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০৮ রান এসেছে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাট থেকে



শেষ দিকে একাই লড়াই করে প্রথম ম্যাচে ৫১ রান করেন জাকের আলী অনিক



প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেট পাওয়া তাসকিন আহমেদ দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্রাম থেকে শেষ খেলায় ফিরে নিয়েছেন ২ উইকেট

হয়েও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সম্মিলিত সাঁড়াষি আক্রমণের সামনে মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। ৩৯.৪ ওভারে ১৮৬ রানে অলআউট হয়ে লাল-সবুজ বাহিনী ম্যাচটা হারে ৯৯ রানে। এর আগে কুশল মেডিসের সেঞ্চুরি (১২৪) ও চারিথ আশালঙ্কা হাফ সেঞ্চুরির (৫৮) ওপর ভর করে লঙ্কানদের ইনিংস শেষ হয়েছিল ৭ উইকেটে ২৮৫ রানে। এক ম্যাচ বিশ্রাম নিয়ে ফেরা তাসকিন আহমেদ নিয়েছিলেন ২ উইকেট এবং অধিনায়ক মিরাজও ২ উইকেট পেয়েছেন। পাল্লেকেলের রান-প্রসবা উইকেটে ২৮৬ রানের জয়ের লক্ষ্য এমন কোনো কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু যে দল পুরো পঞ্চাশ ওভার ব্যাটিং করতে জানে না, তাদের কাছে তো আসলে ভালো কিছু আশাও করা যায় না! কোনো রকম প্রতিরোধ ছাড়াই বাংলাদেশ মেনে নেয় একতরফা পরাজয়।

প্রথম ওয়ানডে সঙ্ক্ষিপ্ত স্কোর...

- * তারিখ: ২ জুলাই ২০২৫
- * ভেন্যু: রমেশ প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, কলম্বো
- * টস জয়: শ্রীলঙ্কা (ব্যাটিং)
- * শ্রীলঙ্কা ইনিংস: ৪৯.২ ওভারে ২৪৪ রানে

অলআউট (চারিথ আশালঙ্কা ১০৬, কুশল মেডিস ৪৫, জানিথ লিয়ানাগে ২৯, মিলান রত্নায়েকে ২২; তাসকিন আহমেদ ৪/৪৭, তানজিম হাসান সাকিব ৩/৪৫, নাজমুল হোসেন শান্ত ১/৩২, তানভীর ইসলাম ১/৪৪)

- * বাংলাদেশ ইনিংস: ৩৫.৫ ওভারে ১৬৭ রানে অলআউট (তানজিদ হাসান তামিম ৬২, জাকের আলী অনিক ৫১, নাজমুল হোসেন শান্ত ২৩; ওয়ানিন্দু হাসারাঙা ৪/১০, কামিন্দু মেডিস ৩/১৯, মাহেশ থিকসানা ১/৩২, আসিথা ফার্নান্দো ১/৩৮)
- * ফল: শ্রীলঙ্কা ৭৭ রানে জয়ী
- * প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচ: চারিথ আশালঙ্কা (শ্রীলঙ্কা)

দ্বিতীয় ওয়ানডে সঙ্ক্ষিপ্ত স্কোর...

- * তারিখ: ৫ জুলাই ২০২৫
- * ভেন্যু: রমেশ প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, কলম্বো
- * টস জয়: বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- * বাংলাদেশ ইনিংস: ৪৫.৫ ওভারে ২৪৮ রানে অলআউট (পারভেজ হোসেন ইমন ৬৭, তাওহিদ হুদয় ৫১, তানজিম হাসান সাকিব অপরাজিত ৩৩, জাকের আলী অনিক ২৪, শামীম পাটোয়ারি ২২; আসিথা ফার্নান্দো ৪/৩৫, ওয়ানিন্দু হাসারাঙা ৩/৬০, চারিথ আশালঙ্কা ১/২৪)
- * শ্রীলঙ্কা ইনিংস: ৪৮.৫ ওভারে ২৩২ রানে অলআউট (জানিথ লিয়ানাগে ৭৮, কুশল মেডিস ৫৬, কামিন্দু মেডিস ৩৩, নিশান মাধুকা ১৭; তানভীর ইসলাম ৫/৩৯, তানজিম হাসান সাকিব ২/৩৫, শামীম পাটোয়ারি ১/২২, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/৩৭, মোস্তাফিজুর রহমান ১/৫৬)
- * ফল: বাংলাদেশ ১৬ রানে জয়ী
- * প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচ: তানভীর ইসলাম (বাংলাদেশ)

তৃতীয় ওয়ানডে সঙ্ক্ষিপ্ত স্কোর...

- * তারিখ: ৮ জুলাই ২০২৫
- * ভেন্যু: পাল্লেকেল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম
- * টস জয়: শ্রীলঙ্কা (ব্যাটিং)

- * শ্রীলঙ্কা ইনিংস: ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৮৫ রান (কুশল মেডিস ১২৪, চারিথ আশালঙ্কা ৫৮, পাথুম নিশাঙ্কা ৩৫, ওয়ানিন্দু হাসারাঙা অপরাজিত ১৮; মেহেদী হাসান মিরাজ ২/৪৮, তাসকিন আহমেদ ২/৫১, শামীম পাটোয়ারি ১/৩০, তানজিম সাকিব ১/৪১, তানভীর ইসলাম ১/৬১)

- * বাংলাদেশ ইনিংস: ৩৯.৪ ওভারে ১৮৬ রানে অলআউট (তাওহিদ হুদয় ৫১, পারভেজ হোসেন ইমন ২৮, মেহেদী হাসান মিরাজ ২৮, জাকের আলী অনিক ২৭, তানজিদ তামিম ১৭; আসিথা ফার্নান্দো ৩/৩৩, দুসমন্ত চামিরা ৩/৫১, দুনিথ ওয়েল্লালাগে ২/৩৩, ওয়ানিন্দু হাসারাঙা ২/৩৫)

- * ফল: শ্রীলঙ্কা ৯৯ রানে জয়ী
- * প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজ: কুশল মেডিস (শ্রীলঙ্কা)
- * সিরিজের ফল: ৩ ম্যাচের সিরিজ শ্রীলঙ্কা ২-১ ব্যবধানে জয়ী



দ্বিতীয় ম্যাচে ৫ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে জিতিয়ে ম্যাচসেরা হন তানভীর ইসলাম

আস্থার প্রতিদান দিলেন তানভীর ইসলাম



দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৫ উইকেট শিকার করা বলটি দেখাচ্ছিলেন তানভীর ইসলাম

মো. রেজাউল হক

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি বাংলাদেশ। ১-১ এ সমতা ফেরানোর পর শেষ ম্যাচটি হেরে মেহেদী হাসান মিরাজের দল পরাজিত হয়েছে ২-১ ব্যবধানে। ভাগ্য সহায় না হওয়ায় শেষ হাসি হাসতে ব্যর্থ হলো ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের প্রাপ্তির খাতায় যোগ হয়েছে অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তানভীর ইসলাম। বাঁহাতি এই স্পিনার দারুণভাবেই দিতে পেরেছেন আস্থার প্রতিদান। ওয়ানডে অভিষেক সিরিজে দলের পক্ষে ২০.৫৭ গড়ে সর্বোচ্চ ৭ উইকেট শিকার করে সামর্থের জানান দিয়েছেন। লঙ্কানদের সঙ্গে প্রথম ও শেষ ম্যাচে ১টি করে উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে একাই ৫ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের আসল নায়ক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন তানভীর। সাকিব আল হাসান না থাকায় বাঁহাতি স্পিনার নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছিল বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে নাসুম আহমেদ ও তানভীর ইসলামকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়ে খোঁজা হচ্ছিল সমাধান। এর মধ্যে ৬টি টি-টোয়েন্টি (৩৪.০০ গড়ে ৪ উইকেট) খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ওয়ানডে দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই বাজিমাতে করেছেন তানভীর। ২৮ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার 'ইম্প্যাক্টফুল' বোলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে নির্বাচকদের আশ্বস্ত করেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তিনি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দলে অভিষেক হয় দুই ক্রিকেটারের- তানভীর ইসলাম ও বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। কলম্বোর রমেশ প্রেমাডাসা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু আগের বাংলাদেশের ১৫২ নম্বর ওয়ানডে ক্যাপ মাথায় পাওয়া তানভীর লাল-সবুজ জার্সি গায়ে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে নিজের প্রথম ম্যাচে ১০ ওভারে ৪৪ রান দিয়ে কুশল মেডিসের উইকেটটি দখল করেন। দুর্দান্ত কোনো পারফরম্যান্স না হলেও একেবারে হেলাফেলা করার মতোও নয়। তবে আসল চমক 'জমা' রেখেছিলেন একই মাঠে অনুষ্ঠিত পরের ম্যাচের জন্য।

অবশ্য দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তানভীরের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ২ ওভারেই যে বিলিয়েছিলেন ২২ রান! সেখান থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের ৮ ওভারে খরচ করেছেন স্রেফ ১৭ রান, পাশাপাশি অর্জন করেছেন 'ফাইফার'ও। তাতেই পথ হারিয়ে শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা হেরে বসে ১৬ রানে। এদিন তৃতীয় বোলার হিসেবে তানভীরকে দলীয় ষষ্ঠ ওভারে বোলিং আক্রমণে এনেছিলেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। ৫ রান দিয়ে নিজের প্রথম ওভার শেষ করতে পারলেও পরের ওভারে কুশল মেডিসের হাতে বেধড়ক পিটুনি খেয়ে



দিয়ে বসেন ১৭ রান! কিন্তু তারপরও তানভীরের ওপর বিশ্বাস রেখেছেন টাইগার ক্যান্ডান, তাঁকে সরাননি বোলিং থেকে, কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন 'তুই পারবি'। আত্মবিশ্বাসে বলিয়ার হয়ে চাপকে জয় করে নিজের তৃতীয় ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে তানভীর তুলে নেন নিশান মাদুসার উইকেট। চতুর্থ ওভারে টার্নে বিভ্রান্ত করে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে আউট করেন হাফ সেঞ্চুরি করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা কুশল মেডিসকে, রান খরচ করেন ২। ৪-০-২৫-২, এমন ফিগার নিয়ে প্রথম স্পেল শেষ করে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামে যান তানভীর। তাঁকে আবারও ফেরানো হয় দলীয় ২৬তম ওভারে। ৪ উইকেটে ১২৬ রান তুলে শ্রীলঙ্কা তখন ম্যাচে ভালোমতোই জেঁকে বসেছে। ফিরে দ্বিতীয় বলেই কামিন্দু মেডিসকে প্যাভেলিয়নে পাঠিয়ে লঙ্কানদের বড় ধাক্কা দেন তানভীর, ওভারে রান খরচ করেন কেবল ২। পরের ওভারে উইকেট না পেলেও মাত্র ১ রান দিয়ে অব্যাহত রাখেন চাপ। নিজের সপ্তম ওভারে দুনিথ ওয়েল্লালাগে ফিরিয়ে দেন তানভীর, রান ব্যয় করেন ২। অষ্টম ওভারটি মেডেন করার পর নবম ওভারে ৯ রান দিলেও কোটার শেষ ওভারে মাহেশ থি কসানাকে মাঠছাড়া করে লাভ করেন উইকেট মেডেন। তানভীরের ঘূর্ণি-বলকে ৩৯তম ওভার শেষে ৮ উইকেটে ১৭০ রান তোলা শ্রীলঙ্কার

হার তখন কেবলই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সব মিলিয়ে তানভীর ইসলামের বোলিং বিশ্লেষণ দাঁড়ায়, ১০-২-৩৯-৫। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই তিনি ঢুকে গেছেন ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায়, যেখানে তাঁর আগেও আছেন ৩৬২ জন, যাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের ১৪ জন, বাঁহাতি স্পিনার ৪ জন। পাশাপাশি রেকর্ডের আরেকটা পাতায়ও উঠে যায় তানভীরের নাম। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন বাংলাদেশের সেরা বোলিংয়ের কীর্তি তাঁর। তানভীর ভেঙেছেন আবদুর রাজ্জাকের রেকর্ড। টাইগার দলের সাবেক এই বাঁহাতি স্পিনার ২০১৩ সালে লঙ্কানদের সঙ্গে পাল্লেকেলতে ৬২ রানে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শেষ পর্যন্ত ১৬ রানে জয়ী হয় বাংলাদেশ। অনুমিতভাবেই প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার ওঠে তানভীরের হাতে। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে এই স্পিনার বলছিলেন, 'ভালো লাগছে, ঠিক জায়গায় বল করেছে। আগের ম্যাচের চেয়ে আজ ভালো উইকেট ছিল। অধিনায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন।' অবশ্য সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডেতে তেমন সুবিধা করতে পারেননি তানভীর, দেখেছেন মুদার অন্য পিঠ। পাল্লেকেলের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে বেশ খরচা ছিলেন এদিন, ১০ ওভারে ৬১ রান দিয়ে পেয়েছেন ১



পরিণত বয়সে জাতীয় দলে এসে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তানভীর ইসলাম

উইকেট। শ্রীলঙ্কার করা ২৮৫ রানের জবাবে ১৮৬ রানে অলআউট হয়ে বাংলাদেশ হেরে যায় ৯৯ রানে, সুবাদে খোয়ায় সিরিজটাও। তবে এখনই তানভীরকে নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, ঠিক যেমন অতি উৎসাহী হয়ে বাড়াবাড়ি করাও উচিত নয়। মাত্রই তো আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু হলো তাঁর, শিখতে শিখতে সামনের দিনগুলোয় নিশ্চয় দলের জন্য আরও অনেক সাফল্য বয়ে আনবেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

যেখানে ব্যতিক্রম তানভীর...

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে সাধারণত তরুণ বয়সেই আগমন ঘটে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের। তবে তানভীর ইসলাম এসেছেন বেশ পরিণত বয়সে। ২০২৩ সালের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে যখন তাঁর টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়, তখন পেরিয়ে এসেছেন জীবনের ২৬ বসন্ত। এবার ওয়ানডে ডেবু হয়েছে আটাশ পেরুনের পর। আরেকটা দিক দিয়েও অনেকের তুলনায় ব্যতিক্রম এই বাঁহাতি

স্পিনার। তানভীর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলছেন কখনো বয়সভিত্তিক পর্যায়ে না খেলেই। বাংলাদেশের ক্রিকেট-সংস্কৃতিতে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করা জাতীয় পর্যায়ে খেলার পথ সুগম করে দেয় অনেকটাই। তানভীরকে উত্তরাতে হয়েছে ওই চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৬ সালের ২৫ অক্টোবর তানভীর ইসলামের জন্ম বরিশালের উজিরপুর থানায়। মা-বাবা দুজনেই সরকারি চাকরি করতেন। তানভীরের ছোটবেলা কেটেছে নানির কাছে। তখনই মাথায় ঢুকে যায় ‘ক্রিকেটের পোকা’। পাড়ার বড় ভাইদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার জন্য নানির কাছে ব্যাট-বলের আবদার ছিল নিত্য ঘটনা। টেপ টেনিস খেলতে খেলতে একটা সময় তানভীরের মাথায় ঢাকার একাডেমিতে যাওয়ার নেশা ঢুকিয়ে দেন বরিশাল বুলসের এক টিম বয়। কিন্তু তাঁর স্বপ্নে তখন বাদ সাধে বাবার অনগ্রহ। ক্রিকেট নয়; বরং প্যারামেডিকেল, ডেন্টাল কিংবা পুলিশের চাকরি- যেকোনো একটার পেছনে ছুটতে বলা হয় তাঁকে। কিন্তু

যাঁর কল্পনাজুড়ে শুধুই ক্রিকেট, তাঁকে কি আর অন্য কিছু টানে? নানির আবদার আর তানভীরের চাপাচাপিতে ২০১২ সালে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসতে বাধ্য হন বাবা। বাইশগজে কিছু করে দেখানোর জন্য বেঁধে দেওয়া হয় দুই বছর সময়। এখানে-সেখানে ঘুরে তানভীর ভর্তি হন ধানমন্ডির এক ক্রিকেট একাডেমিতে। এরপর রায়েরবাজার ক্লাবের হয়ে ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ দিয়ে শুরু হয় তাঁর স্বপ্নযাত্রা মিশন। শুরুতে হোঁচট খেয়েও পথচ্যুত হননি, আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ঠিকই এগোতে থাকেন গন্তব্যের দিকে।

বিকেএসপিতে এক প্রস্তুতি ম্যাচে ভালো খেলে প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের দল খেলাঘরে সুযোগ মেলে তানভীরের। ক্লাবটিতে পাঁচ বছর খেলার সময় এক মৌসুমে ২৭ উইকেট শিকার করে দলকে প্রিমিয়ার লিগের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে বদলে যায় তাঁর নিজের ভাগ্যও। জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবালের হাত ধরে বিপিএলের দল খুলনা টাইটানসে সুযোগ পেয়ে যান তানভীর। সেটি ২০১৭ সালের কথা। পরবর্তী সময়ে কয়েক মৌসুম খেলেছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসে, জিতেছেন শিরোপাও। আট বছর পর বাংলাদেশের হয়ে জীবনের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে যখন ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হলেন তানভীর, কাকতালীয়ভাবে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে তাঁর অনুবাদকের ভূমিকায় দেখা গেল সেই নাফিস ইকবালকেই! এর মধ্যে বিপিএল, ডিপিএল, এনসিএলসহ ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রত্যেকটি সংস্করণের আসরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে তবেই আজকের এই গৌরবময় অবস্থানে উঠে এসেছেন তানভীর ইসলাম। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে বাঁ হাতের স্পিনভেঙ্কি দেখিয়ে যাঁর লক্ষ্য অনেকদূর যাওয়া...

এমটিবি ময়মনসিংহ বিভাগীয় টেনিস টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।



মিরপুরে পাকিস্তানকে ‘দখিয়ে দিত’ পারত ত্রা বাংলাদেশ?

শ্রীলঙ্কায় তিন সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলা শেষে দেশে ফিরে বিশ্রামের সুযোগ নেই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের। টাইগারদের সামনে অপেক্ষা করছে আরেক চ্যালেঞ্জ। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মোকাবিলা করবে লিটন দাসের দল। ২০, ২২ ও ২৪ জুলাই ম্যাচ তিনটি অনুষ্ঠিত হবে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সব কটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়। দেশজুড়ে যেভাবে আশা-শ্রাবণের ভারী বর্ষণ হচ্ছে, তাতে সিরিজটা নির্বিল্পে মাঠে গড়াতে পারবে কি না, তা নিয়েও খানিকটা শঙ্কা রয়েছে।

আইসিসি ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) ব্যস্ত সূচির বাইরে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতেই আয়োজিত হচ্ছে এবারের বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ। গত মে মাসের শেষ দিকে পাকিস্তান সফরে গিয়ে লাহোরের মাঠে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে এসেছে বাংলাদেশ। যদিও প্রথমে চূড়ান্ত হওয়া সূচি অনুযায়ী ওই সিরিজটি ৫ ম্যাচের হওয়ার কথা ছিল, পরে অনিবার্য কারণে সংক্ষিপ্ত করা হয়। মূলত ওই সিরিজের পর পাল্টা সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে ছোট সফরে আসছে পাকিস্তান। গত বছরের মে মাসের পর এই প্রথম ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। মার্চের ১৪ মাসে এই সংস্করণে টাইগাররা টানা ২৫টি ম্যাচ খেলেছে বিদেশের মাটিতে।

বাংলাদেশের সামনে যখন পাকিস্তান, পেছনে তাড়া করছে দুঃস্বপ্ন! মাস দেড়েক আগে এই পাকদের কাছেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পথে অসহায় আত্মসমর্পণ করে এসেছিল টাইগাররা। লাহোরের ওই তিনটি ম্যাচে ব্যাটে-বলে এতটুকু লড়াই জমাতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই পাকিস্তানকে এবার যখন নিজেদের আঙিনায় হাতের নাগালে পাওয়া যাচ্ছে, ‘বদলা’ নিতে পারবে তো লাল-সবুজ বাহিনী? এ ক্ষেত্রে ‘মূল ফ্যাক্টর’ হতে পারে উইকেটের ক্যারিশমা। গান্ধাফি স্টেডিয়ামের রান-প্রসবা উইকেট আর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের রহস্যময় উইকেটের চরিত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশ অনুমিতভাবেই নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী উইকেটের ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করবে। অবশ্য ব্যাটে-বলে নিজেদের আসল কাজটায় মনোযোগী কম হয়ে উইকেটের বেশি সুবিধা নিতে গিয়ে সেটি না আবার ‘বুমোরাং’ হয়, খেয়াল রাখতে হবে সেদিকেও।

পরিসংখ্যানের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে এ পর্যন্ত ২২

ম্যাচ খেলে ৩টিতে জিতেছে বাংলাদেশ এবং হেরেছে বাকি ১৯ ম্যাচে। এখানে অবশ্য একটা ‘কিন্তু’ রয়েছে। এই রেকর্ডের মধ্যে আছে ২০২৩ হাংজু এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের একটি ম্যাচ, যেটিতে ৬ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ। ওই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর জাতীয় দলে না খেলেও এশিয়াডের ম্যাচগুলো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মর্যাদা পেয়েছে বলে পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বাস্তবিক কারণে ওই ম্যাচটি এক পাশে সরিয়ে রাখলে টি-টোয়েন্টিতে দুই দেশের জাতীয় দলের ২১ সাক্ষাতে পাকিস্তান জিতেছে ১৯ ম্যাচ, বাংলাদেশের জয় সংখ্যা ২। উভয় দলের মধ্যকার ৫টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের (২টি এক ম্যাচের এবং ৩টি ৩ ম্যাচের সিরিজ) একটিতে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ, অন্য ৪ সিরিজে শেষ হাসি হেসেছে পাকিস্তান।

টাইগাররা পাকিস্তানকে সবশেষ টি-টোয়েন্টিতে হারানোর স্মৃতিতে পড়ে গেছে নয় বছরেরও বেশি সময়ের ধুলোর আন্তরণ! ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে মিরপুর

মো. মাহবুবুর রশিদ



শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ। ওই টুর্নামেন্টের লিগ পর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর পাকিস্তানকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ,

যদিও ভারতের সঙ্গে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

মূলত বোলারদের সৌজন্যেই পাকিস্তানকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ডানহাতি পেসার আল-আমিন হোসেন (৩/২৫) ও বাঁহাতি স্পিনার আরাফাত সানির (২/৩৫) দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি তাসকিন আহমেদ (১/১৪) ও

মাশরাফি মুর্তজার (১/২৯) হিসাবি

বোলিংয়ের সুবাদে



সরফরাজ আহমেদের অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরির (৪২ বলে ৫৮) পরও ২০ ওভারে পাকিস্তানের ইনিংস থমকে গিয়েছিল ৭ উইকেটে ১২৯ রানে। জবাবে ম্যাচসেতার পুরস্কার পাওয়া বাঁহাতি ওপেনার সৌম্য সরকারের ৪৮ বলে ৪৮ এবং শেষ দিকে মাহমুদউল্লাহর ১৫ বলে অপরাজিত ২২ ও মশরাফির ৭ বলে অপরাজিত ১২ রানের ওপর ভর করে ৫ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখে জয়ের বন্দরে নোঙর করে বাংলাদেশ।

এর আগে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ প্রথমবার পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল, সেটিও মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ওই ম্যাচে টি-টোয়েন্টি অভিষেকে ‘কাটারের অনুপম প্রদর্শনী’ দেখিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর বোলিং ফিগার ছিল, ৪-০-২০-২। যেখানে মোস্তাফিজ ডটবল করেছিলেন ১৬টি এবং আউট করেছিলেন শহীদ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ হাফিজের মতো দুই বাঘা ব্যাটসম্যানকে। এ ছাড়া আরাকাত সানি ও তাসকিন আহমেদ নিয়েছিলেন ১টি করে উইকেট। সব মিলিয়ে পাকিস্তান করতে পেরেছিল ৭ উইকেটে ১৪১ রান। রান তড়ায় বাংলাদেশ ৩৮ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর সাকিব আল হাসান (৪১ বলে ৫৭) ও সাকিব রহমানের (৩২ বলে ৫১) মধ্যকার অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেট জুটিতে ১০৫ রানের সৌজন্যে হেসেখেলে ১৬.২ ওভারেই ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে। বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরিতে সাকিব পান ম্যাচসেতার পুরস্কার।

বাংলাদেশের এখনকার টি-টোয়েন্টি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবল মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের রয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের সুখস্মৃতি। রংপুর রাইডার্সের হয়ে গ্লোবাল সুপার লিগ খেলে এসে দলে ডাক পেলে ওই দুজনের সঙ্গে যোগ হবেন সৌম্য সরকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ সফরে আসা পাকিস্তান দলের কারণও বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-

টোয়েন্টিতে হারের অভিজ্ঞতা নেই।

এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ যে দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছে, দুটিই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। এবারের তিন ম্যাচের পুরো সিরিজটাই অনুষ্ঠিত হবে এই মাঠে। এটা যদি হয় আশার কথা, তবে আশঙ্কার কারণও কিন্তু আছে! ২০২১ সালের নভেম্বরে মিরপুরেই বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে গেছে পাকিস্তান! এই ভেন্যুতে টি-টোয়েন্টিতে সব মিলিয়ে ১৩ ম্যাচে পাকিস্তানের জয় ৮, পরাজয় ৫। ‘হোম অব ক্রিকেটে’ এই সংস্করণে ৪৫ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ জিতেছে ২২টিতে এবং হেরেছে ২৩ ম্যাচ। মিরপুরে টাইগাররা সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছে গত বছরের মে মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, প্রথমটিতে জিতলেও পরেরটিতে হেরেছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে টি-টোয়েন্টিতে তখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার পথে বাংলাদেশ মিরপুরে পরপর দুই ম্যাচে হারিয়েছিল। সেই ‘লাকি গ্রাউন্ডে’ এবার পাকিস্তানকে দেখিয়ে দিতে পারবে তো বাংলাদেশ? বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তানের অভিজ্ঞ ও তারকা ক্রিকেটারদের বড় অংশকে বাদ দিয়ে তারুণ্য-নির্ভর দল সাজানোর সুযোগটা নিতে নিশ্চয় যথাসাধ্য চেষ্টা করবে লিটন দাস বাহিনী।

সিরিজের সূচি

২০ জুলাই : প্রথম টি-টোয়েন্টি

২২ জুলাই : দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

২৪ জুলাই : তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

* সব কটি ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়

পাকিস্তানের পরীক্ষামূলক দল!

বাংলাদেশ সিরিজে একগাদা তারকা ক্রিকেটার ছাড়াই আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। পূর্ণশক্তির নয়, বলা চলে পরীক্ষামূলক দল নিয়েই তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তানিরা।

সালমান আগাকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান, তা দেখে এমনটা মনে করাই স্বাভাবিক। আগামী বছর রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মূলত ওই আসরকে সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে তারুণদের বাজিয়ে দেখতে চাইছে এই সংস্করণের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। গত মে-জুন মাসে বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার আগে দলে ৮টি পরিবর্তন করেছিল পাকিস্তান। এবারের সিরিজের দলে তাঁদের পরিবর্তন ৬টি।

পাকিস্তান দলে এবারও রাখা হয়নি বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানকে; ফেরা হয়নি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিরও। পেসার নাসিম শাহকেও নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া চোটের কারণে বাংলাদেশ সিরিজ মিস করছেন স্পিন অলরাউন্ডার শাদাব খান ও পেসার হারিস রউফ। গত সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করা হাসান আলীরও জায়গা হয়নি দলে। এর কারণ অবশ্য ভিন্ন। জানা গেছে, অভিজ্ঞ পেসার হাসানের বাদ পড়াটা সাময়িক। ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়ারউইকশায়ারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই মূলত বাংলাদেশ সিরিজে নেই তিনি, দলে ফিরতে পারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পরের সিরিজেই।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন উদীয়মান পেসার সালমান মির্জা ও ব্যাটসম্যান আহমেদ দানিয়াল। পিএসএলের গত আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে নির্বাচকদের নজর কেড়ে আন্তর্জাতিক অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

* পাকিস্তান স্কোয়াড : সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, আহমেদ দানিয়াল, ফখর জামান, হাসান নওয়াজ, হুসাইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ আব্বাস, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ নওয়াজ, সুফিয়ান মুকিম ও সালমান মির্জা।



ঢাকার সেনাসিবাসের অফিসার্স মেসে দ্বিতীয় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশনের সভাপতি ও ইএন্ডসি মেজর জেনারেল মুঃ হাসান-উজ-জামান। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জি এম কামারুল ইসলাম।



বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস
লিখতে গেলে কিছু নাম
অবধারিতভাবেই চলে
আসবে। তাঁদের ছাড়া
ইতিহাস হয়ে যাবে পানসে।
তালিকায় যাঁদের নাম

অগ্রাধিকার থাকবে, তাঁদের মধ্যে
আছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা, সাকিব আল হাসান,
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, তামিম ইকবাল প্রমুখ।
ক্রিকেটীয় কীর্তিতে তাঁদের নাম দেশে স্বর্ণোজ্জ্বল।
কিন্তু তাদের অবসরের প্রসঙ্গ বা প্রক্রিয়ার কথা
যদি বলা হয়, কিংবা খেলা চালিয়ে যাওয়ার
সময়ে কিছু আচরণ, কিছু কর্মকাণ্ডের কথা যদি
সামনে আসে-তবে সেগুলো মোটেই ক্রিকেটীয়
আচরণ কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এই
লেখার উদ্দেশ্য অবশ্য তারকাদের অবসর নিয়ে
কচকচানি নয়; কিন্তু দেশের ক্রিকেটে সাম্প্রতিক
কিছু ঘটনা দেখে তাঁদের প্রসঙ্গও টানা।

এবং অবধারিতভাবে এসব ঘটনাও
মোটাটাগে অক্রিকেটীয় সংস্কৃতিরই
অংশ বলে মনে নেওয়া যায়।
ক্রিকেট এমন একটা খেলা,
যেটি এখনও সেভাবে বৈশ্বিক
মাত্রায় যেতে পারেনি।
বৈশ্বিক খেলাগুলোর মধ্যে
কেবল ফুটবলের সঙ্গেই
যদি তুলনা করা হয়, তবে
ক্রিকেটের অবস্থান অতি তুচ্ছ
হয়ে যায়। বিশ্বের যেসব দেশ
এখন পুরোদমে ক্রিকেট খেলে,
স্বীকৃত ক্রিকেটের সব সংস্করণেই
যাঁদের দেখা যায়, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া,
নিউজিল্যান্ডসহ সেসব দেশের কয়েকটিতে
ক্রিকেট মূল ফোকাস নয়। দেশের সব মানুষ এই
খেলাটার সঙ্গেই পরিচিত নয়! তবু যেটা হয়, সেসব
দেশে ‘ক্রিকেট কালচার’ খুবই কমন বিষয়। মাঠ
কিংবা মাঠের বাইরে যা হয়, ক্রিকেটীয় রীতিনীতি
মেনেই হতে দেখা যায়। কিন্তু উপমহাদেশে এলেই
যেন কেমন হয়ে যায়! বাংলাদেশ বলুন, কিংবা
ভারত, পাকিস্তান-এসব দেশের ক্রিকেটপাড়ায়
এমন সব ঘটনা ঘটে, এমন সব কাণ্ড দেখা যায়,
যা সংস্কৃতির দৈন্যতা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সাফল্যের
পাশাপাশি ব্যর্থতার যে পালা, সেখানে কেবল
খেলায়াদীদের পারফরম্যান্স নয়ই, বরং বোর্ডের
সিদ্ধান্ত, গৌজামিল ও অদূরদর্শিতার প্রভাবও কম
কিসে! সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট
বোর্ডের (বিসিবি) বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও আচরণ নতুন
করে প্রশ্ন তুলছে আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতি
নিয়ে-এখানে কি আসলেই ‘ক্রিকেটীয়’ আদর্শ
গড়ে উঠেছে, নাকি আমরা একটা ‘অক্রিকেটীয়
সংস্কৃতি’র ফাঁদে পড়ে গেছি!

তারকা ক্রিকেটারদের অবসর প্রসঙ্গ তো পুরোনো
হয়ে গেছে। তবে যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল,
তা কেবল ক্রিকেট কেন, ক্রীড়া সংস্কৃতির কোনো
পর্যায়ই পড়ে না। জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশে
পালাবদলের পর বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান
পাপন দেশান্তরী হন, পদ না ছেড়ে তার সামনে
আর কোনো উপায় ছিল না। ঝগড়াময় সময়ে দ্বারস্থ

ক্রিকেট মংস্কৃতির দৈন্য

রফিকুল ইসলাম কামাল



হতে

হয় সাবেক

ফারুক আহমেদের। অথচ বিসিবির পরিচালকই
ছিলেন না তিনি। তড়িগড়ি করে তাকে জাতীয়
ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কোটায় পরিচালক
করে সমঝানো হয় বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব।
বিসিবির বেশ কয়েকজন পরিচালক পলাতক, এই
সংকটময় সময়ে দায়িত্ব নিয়ে সামনে তাকানোর
চেষ্টা করেন ফারুক। অগোছালো হলেও কঠিন
সময়ের মধ্যেও মাঠে গড়ায় দেশের ক্রিকেটের
সবচেয়ে জৌলুসময় আসর বিপিএল। এরপর
মোটামুটি সব চলছিল। ধীরে হলেও ফারুকের
নেতৃত্বাধীন বোর্ড সামনে এগোনোর চেষ্টা করছিল।
কিন্তু হুট করে কী হলো কে জানে! ফারুক হটাৎ
মিশনে মোটামুটি একটা জোটই যেন তৈরি হয়ে
গেল। ফারুককে ডেকে বলা হলো আপনি চলে
যান, আপনাকে আর দরকার নেই। কেন? সেই
সদুত্তর পেলেন না ফারুক। বললেন, তিনি
পদত্যাগ করবেন না। এরপরই একযোগে খড়গ
নেমে এলো তার ওপর। বিসিবির আট পরিচালক
অন্য প্রস্তাব আনলেন, বিপিএল নিয়ে গঠন করা
সত্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনও প্রকাশ পেয়ে
গেল। এবং সব দায় চাপানো হলো ফারুকের
ওপর! এরপর এনএসসি তার মনোনয়ন বাতিল
করল। বিসিবি থেকে আউট হয়ে গেলেন ফারুক
আহমেদ!

ফারুক আহমেদের ব্যর্থতা অবশ্যই আছে। বোর্ড
সভাপতি হিসেবে যে গতি তার কাছে প্রত্যাশিত
ছিল, তিনি সেটা আনতে পারেননি। কতগুলো
কমিটি করতে পারেননি, নিজের কাছে দায়িত্ব
রেখেছিলেন। সম্মিলিত পরিষদ হিসেবে কাজ
না করে অনেক সময় নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এসবকিছু সামনে রেখে তাকে যদি সরানো
হতো, এবং সেটা যদি নিয়মমাফিক হতো, কথা
থাকতো না। এনএসসি ফারুককে মনোনয়ন
দিয়ে পরিচালক বানিয়েছিল। তারা যদি ফারুকের
কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলত, যদি বলত আপনার
ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারছি না, তাহলো
তো সমস্যা ছিল না। ফারুক হয়তো নিজেই
সরে যেতেন। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তাকে সরানো
হলো, ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির জন্য বড় এক প্রশ্নই
রেখে গেল সেটা। ফারুক আহমেদের অপসারণ
প্রক্রিয়া ঘিরে বোর্ডের অভ্যন্তরে যে অস্বচ্ছতা

দেখা গেল, তা আরেকবার প্রশ্ন সামনে
আনল-বিসিবি আসলে কার? এটা
কি ক্রিকেটারদের উন্নয়নের
কেন্দ্র, নাকি কিছু প্রভাবশালী
ব্যক্তির ক্ষমতা চর্চার
জায়গা? আরেকটা বিষয়
দেখুন, অনাকাজিফত
এক প্রক্রিয়ার পথ ধরে
আমিনুল ইসলাম বুলবুল
নতুন সভাপতি হলেন।
দেশের প্রথম টেস্ট
সেধুরিয়ানের জন্য এটাই বা
কতটা মর্যাদাকর হলো!

ক্রিকেট মানে শুধু ব্যাট-বলেরই
খেলা নয়, বরং এর সঙ্গে যুক্ত আছে
নৈতিকতা, পেশাদারিত্ব, সম্মানবোধ ও
নেতৃত্বের প্রতীকী মূল্যবোধ। ক্রিকেটকে
‘জেন্টলম্যান’দের খেলা বলা হয়, কারণ এর
আদর্শেই শিষ্টাচার, ন্যায্যতা ও দলগত মূল্যবোধের
গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের বোর্ডের
বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যেন সেই আদর্শ ক্রমেই দুর্বল হয়ে
পড়ছে।

একজন ক্রিকেটারকে যখন পরপর তিন ফরম্যাটের
অধিনায়ক বানানো হয়, এরপর অকস্মাৎ তাকে
সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন প্রশ্ন সামনে চলে
আসে, পরিকল্পনায় কি কোনো ধারাবাহিকতা
ছিল? ভেবেচিন্তেই কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল?
বস্তুত নেতৃত্ব নিয়ে এমন হঠাৎ হঠাৎ সিদ্ধান্ত
ক্রিকেটারদের মনে অনাস্থা ও সংকটের বাতাবরণ
তৈরি করে। তারা হয়তো বুঝেই ওঠেন না, কখন,
কী কারণে তাদের জায়গা বা ভূমিকা বদলে যাবে।
এতে দলগত ঐক্য ও স্থিরতা স্বাভাবিকভাবেই
ব্যাহত হয়।

নাজমুল হোসেন শান্তকে সব ফরম্যাটে অধিনায়ক
করা হয় চব্বিশের শুরুর দিকে। নিজের
পারফরম্যান্স বিবেচনায় এ বছরের শুরুর দিকে
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের দায়িত্ব ছেড়ে দেন তিনি।
এবার শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার আগে ওয়ানডে
অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে শান্তকে সরিয়ে দেয়
বিসিবি! তাও কখন? একটা পূর্ণাঙ্গ সফরে যাওয়ার
ঠিক আগের দিন! আরও আশ্চর্যের, অধিনায়ক
হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে যাওয়ার পরই শান্ত

খবর পান তিনি আর অধিনায়ক নন! এ যেন ক্রীড়া সংস্কৃতির দৈন্যতারই আরেক প্রকাশ। শান্ত দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না, তার কাছ থেকে আশানুরূপ ফল আসছে না, এমন অভিযোগ থাকতেই পারে। সে জন্য তাকে অধিনায়কত্ব থেকেও সরানো যায়। কিন্তু প্রক্রিয়াটা কেন এমন হবে? দল পূর্ণাঙ্গ সফর খেলতে যখন দেশের বাইরে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কেন অধিনায়ক বদলাতে হবে? কেন একজন অধিনায়কের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে? তিনি পাড়ার কোনো দল নয়, জাতীয় দলের অধিনায়ক। তাকে এভাবে সরিয়ে দিয়ে তার প্রতি কী সম্মান দেখাল বোর্ড? বস্তুত এমন প্রক্রিয়া একজন ক্রিকেটারের জন্য অসম্মানজনক। তারচেয়েও বড় বিষয়, এই প্রক্রিয়া ক্রিকেটারের মানসিক স্থিতি ও আত্মবিশ্বাসের জন্য একেবারেই অনুকূল নয়। এর বাজে প্রভাব তার পারফরম্যান্সকে নিম্নগামী করে দিতে পারে।

নাজমুল হোসেন শান্ত যথাযথ সম্মান পাননি, এটা মানতেই হবে। এর ধাক্কায় তিনি টেস্ট অধিনায়কত্বও ছেড়ে দিয়েছেন। তিন হয়তো মনে করেছেন এটা তার জন্য ভালো হবে। কিন্তু এখানেও তো সেই সুস্থ ধারার সংস্কৃতির প্রশ্ন চলে আসে! একটা সিরিজ যখন চলছে, দল যখন বিদেশে, তখন কেন তাকে অধিনায়কত্ব ছাড়তে হবে? ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরাতে বোর্ড

ঠিক পথে হাঁটেনি, টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়তে শান্ত কোথায় হাঁটলেন! তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। সিরিজ শেষে দেশে ফিরে তিনি দায়িত্ব ছাড়তে পারতেন। কিন্তু বোর্ডকে জবাব দিতেই যেন সিরিজের মাঝপথে ঘোষণা দিলেন শান্ত। এবার শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য বাংলাদেশ ওয়ানডে দল ঘোষণাকালে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুকে অলরাউন্ডার মোসাদ্দেক হোসেনকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। লিপু বলেন, ‘পরিস্কারভাবে বলতে চাচ্ছি, যতক্ষণ মিরাজ আছে, মোসাদ্দেকের কোনো সুযোগ নেই।’ ভাবতে অবাক লাগে, এই মন্তব্য কোনো যেনতেন ব্যক্তির নয়, একজন ক্রিকেট বোদ্ধার! দলে কার সুযোগ আছে আর নেই, সেটা এভাবে বলতে পারেন তিনি? এই মন্তব্যে মোসাদ্দেকের মানসিক অবস্থা কেমন হবে, সেটা একবারও ভাবলেন না! মোসাদ্দেক ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করছেন। সর্বশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর অধিনায়ক ছিলেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বোলিংয়ে যৌথভাবে আসর সর্বোচ্চ ৩০ উইকেট পেয়েছেন। ব্যাট হাতেও ছিলেন সপ্রতিভ, ৪৮.৭০ গড়ে করেন ৪৮৭ রান। এই পারফরম্যান্স নিয়ে মোসাদ্দেক সামনে জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখতেই পারেন। আপনি প্রধান নির্বাচক হয়ে একজনের স্বপ্নে এমন কুঠারাঘাত করতে পারেন? মোসাদ্দেককে দলে নেবেন না, সমস্যা নেই। কিন্তু

সেটা এত কঠোরভাবে বলতে হবে কেন! দলের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে মোসাদ্দেককে প্রয়োজন হলে ঢাকা হতে পারে, এটা বলে দিলেই তো হয়ে যায়! ক্রিকেটে যে কখনো কখনো কূটনীতির ভাষাও প্রয়োগ করতে হয়, আমরা কেন ভুলে যাই! বাংলাদেশের ক্রিকেটে বর্তমানে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, সেটা কেবল মাঠের খেলার নয়, বরং মাঠের বাইরেও। বোর্ডে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোন্দল, ক্ষমতার টানাটানি, স্বচ্ছতার অভাব, সম্মান প্রদর্শনে কৃপণতা সবমিলিয়ে বোর্ড যেন ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান নয়। আবার ক্রিকেটারদের মানসিক দৃঢ়তার অভাব, পারফরম্যান্সে ঘাটতি জাতীয় দলকেও একটা অস্থিরতার মধ্যে রেখেছে। এসবের কোনোটাই আসলে ক্রিকেটীয় নীতি ও সংস্কৃতির বিকাশে উপকারী নয়। বোর্ডে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুস্থ ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির জন্য জরুরি। একইসঙ্গে ক্রিকেটারদেরও আয়নায় সামনে দাঁড়ানো জরুরি। কখন থামতে হবে, এই সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে নেওয়ার সাহস নিজের সম্মানের জন্যই প্রয়োজন। ক্রিকেট আমাদের সম্ভাবনার প্রতীক। বিশ্ব দরবারে এটা দিয়ে আমরা গর্ব করার মতো কিছু খোঁজে পাই। এই সম্ভাবনা সাম্প্রতিক সময়ে যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। এর থেকে উত্তরণে সুস্থ ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুক্র থেকে ‘ক্রীড়াজগত’-এর সঞ্চার জালিকরউল্লাহ পাতা

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে ৪৯ বছরে পা দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রকাশিত দেশের একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’। খেলাধুলার প্রাণ যেমন দর্শক, তেমনি একটি পত্রিকার প্রাণ পাঠকরা। পাঠক ছাড়া কোনো পত্রিকার কথা চিন্তা করা যায় না। আর কোনো কোনো পাঠক আছেন একটি পত্রিকার ভালোবাসায় নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। তেমন একজন নিবেদিতপ্রাণ পাঠক মো. জাকির উল্লাহ পাতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় শুরু থেকেই তিনি পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’-এর নিয়মিত পাঠক। তখন থেকেই এই পত্রিকা হয়ে উঠে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। প্রতিটি সংখ্যার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকেন। কখন পত্রিকা বাজারে আসবে, কখন হকারের কাছ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করবেন, সেজন্য আগের রাতে তাঁর নিরুন্ম কেটে যায়। পত্রিকা হাতে নেওয়ার পর আগাগোড়া উল্টেপাল্টে পড়েন। কখন কোনো সংখ্যা প্রকাশ হতে বিলম্ব হলে তাঁর অস্থিরতা বেড়ে যায়। প্রিয় খেলোয়াড়ের ছবি ও লেখা ছাপা হলে সেটা নিয়ে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের কাছে ছুটে যান। নিজের টাকায় পত্রিকা কিনে দিয়ে আত্মতৃপ্তি পান। সেই সুবাদে অনেক খেলোয়াড় ও সংগঠকের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। অনেক খেলোয়াড়ই তাঁকে পছন্দ করেন। ভালোবাসেন। এটা তাঁর জীবনের অনেক বড় পাওয়া বলে তিনি মনে করেন। আর এমনটা সম্ভব হয়েছে প্রিয় পত্রিকা ‘ক্রীড়াজগত’-এর জন্য। এজন্য তিনি পত্রিকার সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

এই বয়সে এসে জাকির উল্লাহ পাতা এখনও মন-মানসিকতায় আগের মতোই রয়ে গেছেন। ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকাকে শুরুর দিনের মতো হৃদয়ে ধারণ করেন। বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। যে কোনো সংবাদ সহজেই দ্রুত সময়ের মধ্যেই মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায়। তাতে তিনি যেন ঠিক তৃপ্তি পান না। ‘ক্রীড়াজগত’ হাতে না নিলে তাঁর মনের মধ্যে এক ধরনের অশান্তি বয়ে যায়। ক্রীড়া অন্তপ্রাণ পাতার হৃদয়ে ক্রীড়াজ্ঞান নিয়ে



ভাবনার অন্ত নেই। তা প্রকাশের জন্য মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে। বুকের ভিতরে অনবরত উসখুসের কারণে হাতে তুলে নেন কলম। আশির দশক থেকে ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার পাঠকের পাতায় নিয়মিত লিখে আসছেন। যদিও মনের কথা গুছিয়ে বলতে গেলে জট পাকিয়ে যায়, কিন্তু আবেগ তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। ভাল-মন্দ মিলিয়ে না লিখে পারেন না। ক্রীড়ামহলে তিনি এখন ‘ক্রীড়ালেখক’ হিসেবে মোটামুটিভাবে সমাদৃত। একটি লেখা প্রকাশ হলে সেই আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি জানান, ১৯৮৫ সালে ‘ক্রীড়াজগত’-এর ‘প্রশ্নোত্তর বিভাগ’ থেকে তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার ১০০ টাকা অর্জন করেন। যা খরচ না করে স্মৃতি হিসেবে মায়ের কাছে রেখে দেন। নব্বই দশকে তিনি

আবুধাবিতে চলে গেলেও তাঁর মন পড়ে থাকে ‘ক্রীড়াজগত’-এ। সেখান থেকেও তিনি নিয়মিত পত্রিকাটি সংগ্রহ করতেন। কাছে কিংবা দূরে যেখানেই থাকেন না কেন ‘ক্রীড়াজগত’ তাঁর অন্তরেই থাকে। সংসার হয়েছে। সন্তান হয়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। তারপরও ‘ক্রীড়াজগত’-এর মোহ ছাড়তে পারেননি। জীবনের সুখ-দুঃখগুলো এই পত্রিকার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার কার্যক্রম সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই পত্রিকার আরেক নিবেদিতপ্রাণ পাঠক ও লেখক কুড়িগ্রামের

জালাল হোসেন লাইজুর নেতৃত্বে ‘ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম’ গঠিত হলে তিনি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হন। বর্তমানে তিনি এই ফোরামের সাধারণ সম্পাদক। এই ফোরামটি ক্রীড়াজ্ঞানে আলাদা একটা অবস্থান গড়ে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের আরও কয়েকটি জেলায় গঠিত হয় ‘ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম’। এই ফোরাম ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার জন্মদিন উদ্‌যাপনসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকা এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে মো. জাকির উল্লাহ পাতার মতো আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান পাঠকরা। এটি তাঁর বা তাঁদের কাছে শুধু পত্রিকা নয়, জীবনের একটি অংশ হয়ে আছে।

২০১৪ ও ২০১৬ সালে টানা দুইবার জাতীয় ব্যাডমিন্টনের শিরোপা জিতেছিলেন আয়মান ইবনে জামান। ২০২০ সালে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। পড়ালেখা শেষ করে এখন চাকরি করছেন। পাশাপাশি ব্যাডমিন্টনও চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বছর পর আবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ঢাকায় এসেছেন এই প্রবাসী। সুযোগ পেলে এসএ গেমস থেকেও দেশকে পদক জিতে আনতে চান সাবেক ছাত্রদল নেতা বাবা কামরুজ্জামান রতনের হাতে ব্যাডমিন্টনের হাতেখড়ি হওয়া আয়মান।

প্রশ্ন: আগেও ঢাকায় জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন। এবার প্রবাসী হিসেবে খেলছেন। কেমন অনুভূতি?

আয়মান ইবনে জামান: অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আগে দেশে বেড়াতে এতাম। এবার এসেছি খেলতে।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাডমিন্টনের প্রচলন কেমন?

আয়মান: যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাডমিন্টনের প্রচলন খুব একটা নেই। তবে প্যারিস অলিম্পিকেই তারা প্রথম কোয়ালিফাই করেছে ব্যাডমিন্টনে। সেখানে কাজের পাশাপাশি ব্যাডমিন্টন খেলি।

প্রশ্ন: কোন ক্লাবের হয়ে খেলেন?

আয়মান: কোনো ক্লাব নয়, সেখানে আমি একটি স্টেটের (রাজ্য) হয়ে খেলে থাকি। আমি মূলত থাকি নেব্রাস্কাতে, যা বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্রে মাঝখানে অবস্থিত। সেই রাজ্যের হয়েই খেলি। সেখানেই অনুশীলন করি এবং খেলি। তবে সেখানে ব্যাডমিন্টন এতটা জনপ্রিয় নয়, যা রয়েছে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়াতে রয়েছে।

প্রশ্ন: তাহলে আপনি খেলেন কীভাবে?

আয়মান: আমরা কয়েক দেশের খেলোয়াড়রা মিলে গ্রুপ করেছে। সেই গ্রুপেই খেলে থাকি।

প্রশ্ন: তাহলে কী আপনার কোনো কোচ নেই?

আয়মান: না আমার কোনো কোচ নেই আপাতত। নিজেই নিজের কোচ। নেব্রাস্কাতে পড়াশোনা করতাম। তাই সেখানেই খেলাটি সেখানে খেলছি এবং অন্যদের খেলাচ্ছি। সেখানে মালয়েশিয়ান, ভারতীয় ও চীনের অনেক খেলোয়াড় রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একটি গ্রুপ করেছে। তাঁদের সঙ্গেই খেলি।

প্রশ্ন: এতে কোনো লাভ হচ্ছে কী আপনার?

আয়মান: যুক্তরাষ্ট্রে আমার কিছু লক্ষ্য রয়েছে। সেখানে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছি। ইন্টার স্টেটেও খেলেছি। ২০২৩ সালে সেখানে আমি অনুশীলন শুরু করি। ২০২৪ সালে এসে আমি প্রথমবার ইউএস জাতীয় ব্যাডমিন্টন

এসএ গেমসে দেশকে স্বর্ণ এনে দিতে চাই : আয়মান

ওমর ফারুক রুবেল



খেলেছি, যা বোস্টন ওপেন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: ফলাফল কী ছিল?

আয়মান: সেখানে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলাম। শেষ আটে হেরে যাই। এ বছরে এখানে আসার আগে আমার শেষ টুর্নামেন্ট ছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে। ইউনেস্ক এভিসি ওপেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শীর্ষ টুর্নামেন্ট। এখানে দ্বিতীয় রাউন্ডে আউট হয়ে যাই।

প্রশ্ন: পড়াশোনা কী এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন?

আয়মান: না আমার পড়াশোনা শেষ। কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করেছে। এখন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করছি।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন?

আয়মান: বাংলাদেশে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে আমার প্রথম লক্ষ্য। এরপর আমার র‍্যাঙ্কিং হলে যদি ফেডারেশন মনে করে সাউথ

এশিয়ান গেমসে পাঠাবে, তাহলে আমি যাব। তবে এখান থেকে আমি কিছু টাইটেল জিতে নিতে চাই। পাকিস্তান এসএ গেমসে একটি দল নির্বাচন করবেন কর্মকর্তারা। সেই দলে থাকার চেষ্টা করব। ওই ক্যাম্পে যে ইন্দোনেশিয়ান কোচ আসবে, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। আমিসহ অন্য খেলোয়াড়রাও তখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাবে।

প্রশ্ন: আর কী করতে চান?

আয়মান: এখানে ইউনেস্ক-সানরাইজসহ কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হবে। সেগুলোতে অংশ নিয়ে আমি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজের নাম উঠাতে চাই।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের শাটলাদের অবস্থা সম্পর্কে কী কিছু জানেন?

আয়মান: আগে ভালো মানের খেলোয়াড় ছিলেন। এখন নতুন নতুন খেলোয়াড় আসছেন। অবশ্য তারাও ভালমানের। এই খেলোয়াড়দের ঠিকমতো নার্সিং করতে পারলে আমার মনে হয় দেশের ব্যাডমিন্টন আরও এগিয়ে যাবে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি দেশের ফুটবলে হামজা চৌধুরীসহ অনেক প্রবাসী এসেছেন। অন্য খেলাতেও আসলে কী উন্নতি হবে?

আয়মান: এটা আমার কাছে পজিটিভ মনে হয়। যখন অন্য দেশে ভালোমানের অনুশীলন করা খেলোয়াড়েরা আসবেন, তখন এমনিতেই হাইপ উঠবে এবং দেশের খেলোয়াড়দের খেলা ভালো হবে। হামজা চৌধুরীর মতো ওই লেভেলের কোনো খেলোয়াড় যদি ব্যাডমিন্টনে আসে, তাহলে আমার বিশ্বাস দেশের ব্যাডমিন্টনও অনেক ভালো হবে। এখানে আমি আসার পর দেখছি, সবাই আমার সঙ্গে খেলতে চাচ্ছে তাঁদের উন্নতির জন্যই। আমি হয়তো পাঁচ থেকে ছয় গেম খেলতে পারছি তাঁদের সঙ্গে। যদিও সবাই খেলতে চাচ্ছে। তাঁরা জানে আমি যুক্তরাষ্ট্রে অনুশীলন করি। এটা খুবই পজিটিভ।

প্রশ্ন: এসএ গেমসে আমরা এখনো স্বর্ণপদক জিততে পারিনি। এটা কী আগামীতে সম্ভব?

আয়মান: এটা অবশ্যই সম্ভব। আমরা কাজিফত সেই স্বর্ণপদক জেতার কাছাকাছি রয়েছি। আগে ভারতের সঙ্গে মানের একটি বড় পার্থক্য ছিল। এখন তা অনেক কমেছে। এখন আমরা সেই স্বর্ণপদকের প্রত্যাশা করতে পারি।

প্রশ্ন: আপনাকে দিয়ে কী সেই কাজিফত স্বর্ণ পাওয়া সম্ভব?

আয়মান: আমি চাই আমাকে দিয়ে যেন তা সম্ভব হয়। আমি যেন আনতে পারি। তবে যে কেউ আনলেও আমি খুব খুশি।



যুব বিশ্বকাপ হকির
নম্বর ড্র আর তারিখ
ঘোষণার পরপরই
নড়েচড়ে বসতে
শুরু করেছেন
ফেডারেশন
কর্মকর্তারা। অথচ
এমন নড়াচড়াটা
যদি বিশ্বকাপ
কোয়ালিফাই করার

পরপরই হত তাহলে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য
বছরখানেক সময় পাওয়া যেত। সেই সঙ্গে
চমৎকার একটি ব্যালেন্স দল নিয়েও ভারতের
তামিলনাড়ুতে হাজির হওয়া যেত। তবে সব
কিছু দেরিতে শুরু হওয়ার এমন কালচার
থেকে বেরুতে পারেনি হকি ফেডারেশনও।
অবশেষে বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর চার মাস
আগে যুব দলের প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে।
আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর
বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। প্রথমবারের মতো
বাংলাদেশ অংশ নিতে যাচ্ছে। বিশ্বের ২৪টি
দেশ ৬টি গ্রুপে অংশগ্রহণ করবে। শুরুতে
রাউন্ড রবিন লিগে প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে
দল মোকাবিলা করবে। এরপর ফরম্যাট
অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও
ফাইনাল দিয়ে বিশ্বকাপের যবনিকা ঘটবে।
লাল-সবুজের দল 'এফ' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
করবে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে সবশেষ
বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া
ও দক্ষিণ কোরিয়া। রীতিমতো কঠিন গ্রুপে
পড়েছে। তবু বুক চিতিয়ে লড়াই করে ভালো
ফল করতে আত্মবিশ্বাসী ছেলেরা। গত ২৮
জুন সুইজারল্যান্ডের লুসানে ড্র অনুষ্ঠিত
হয়। বিশ্বকাপের অপর দলগুলোর মধ্যে 'এ'
গ্রুপে জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা,
আয়ারল্যান্ড, 'বি' গ্রুপে স্বাগতিক ভারত,
পাকিস্তান, চিলি, সুইজারল্যান্ড, 'সি' গ্রুপে
আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, 'ডি'
গ্রুপে স্পেন, বুলগেরিয়া, মিশর, নামিবিয়া
এবং 'ই' গ্রুপে নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া,
ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া খেলবে।

এর আগেও একবার বাংলাদেশের সামনে
যুব বিশ্বকাপে খেলার চমৎকার সম্ভাবনা তৈরি
হয়েছিল। কিন্তু একটুর জন্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে
পারেনি। তারপরও যুবারা হতাশ হননি।
২০২৪ সালের জুনে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ
অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ অপরাজিত
চ্যাম্পিয়ন হয়ে যুব এশিয়া কাপে খেলার
যোগ্যতা অর্জন করলে তখন থেকেই বিশ্বকাপে
খেলার স্বপ্ন শুরু হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার
সুবাদে একই বছরের ডিসেম্বরে ওমানে যুব

হকির বিশ্বকাপে ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া- কোরিয়ার গ্রুপে বাংলাদেশ

মোরসালিন আহমেদ

এশিয়া কাপ খেলতে যায় বাংলাদেশ। এটি
ছিল বিশ্বকাপের বাছাইপর্বও বটে। মাঠে খেলা
গড়ানোর আগে দলগুলো জেনে গিয়েছিল
শীর্ষ ছয়ে থাকতে পারলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত।
তাহলে স্বপ্নের বিশ্বকাপে খেলা যাবে। তাই
দেশের উদীয়মান খেলোয়াড়দের চোখেমুখে
ছিল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার অদম্য
লক্ষ্য। স্বপ্ন তাঁদের পূরণ হলো পঞ্চম স্থানের
মধ্য দিয়ে। তবে কাক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানোর
পথ ততটা মসৃণ ছিল না। নানা প্রতিকূলতার
মধ্য লড়াই করেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়েছিল।

ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে
টিম বাংলাদেশ, দেশে ফিরলে সংবর্ধনা দেওয়া
হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, হকি ফেডারেশন
তাঁদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করে। সেই তখন
থেকে ক্রীড়াঙ্গনে জোরালো দাবি উঠেছিল এখন
থেকেই যেন যুব দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের
রাখা হয়। কিন্তু অপ্রিয় হলো সত্যি বিশ্বকাপ
মাঠে গড়ানোর মাত্র চার মাস আগে আবাসিক
ক্যাম্প শুরু করতে যাচ্ছেন ফেডারেশন
কর্মকর্তারা। অথচ এটি বিশ্বকাপে ভালো
ফলের জন্য যথেষ্ট সময় নয়। হকির সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহল মনে করেন এ প্রশিক্ষণ
ক্যাম্প শুরু হওয়ার দরকার ছিল দল দেশে
ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই। তাহলে খেলোয়াড়রা
অন্তত বছরখানেকের মতো প্রশিক্ষণ পেতেন।
তবে ফেডারেশন আগামী ২৭ জুলাই থেকে
প্রাথমিকভাবে ডাক পাওয়া ৪০ জন খেলোয়াড়
নিয়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু করতে যাচ্ছে।
এরপর ধাপে ধাপে খেলোয়াড় সংখ্যা কমিটি
অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে।

বিলম্ব করে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করা প্রসঙ্গে
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক
কমিটির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব.
রিয়াজুল হাসান বলেন, বলতে গেলে যুব
দলটি বিকেএসপি নির্ভর। দলটি সারা বছরই
অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও টুর্নামেন্টের মধ্যে
থাকে। সেদিক থেকে আমি এটাকে বিলম্ব বলব

না। কারণ, খেলোয়াড়রা তো খেলার মধ্যেই
আছেন। দল গঠন প্রসঙ্গে বলেন, যারা যুব
এশিয়া কাপে খেলেছেন, বয়সের দরণ এমন
বেশ কিছু প্লেয়ারকে আমরা বিশ্বকাপে পাব
না। তবে তাঁদের বিকল্প হিসেবে বয়সভিত্তিক
দল থেকে রিকভার করার চেষ্টা চলছে। চীনের
দাজহুতে সদস্যমাণ্ড এশিয়া কাপ অনূর্ধ্ব-১৮
টুর্নামেন্টে যারা ভালো পারফরম্যান্স করেছেন
তাঁদের থেকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। ৪০ জন
নিয়ে ক্যাম্প শুরু করতে যাচ্ছি। সেপ্টেম্বরে
৩০ জনে নামিয়ে আনা হবে। এরপর
অক্টোবরে দল চূড়ান্ত করে ফেলব। অপর প্রশ্নে
বলেন, বিশ্বকাপ সামনে রেখে আমরা বেশ
কিছু পরিকল্পনা করছি। এর মধ্যে টিমে কিছু
পরিবর্তন আসবে। কোচিং স্টাফেও সামান্য
রদবদল হবে। বিশ্বকাপ পর্যন্ত ইউরোপের
একজন কোচ আনতে যাচ্ছি। আলাপ-
আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত। আশা করছি শিগগিরই
সুখবর দিতে পারব। এর আগে নিউজিল্যান্ড
থেকে কোচ আনার পরিকল্পনা ছিল, সে
পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছি। বিশ্বকাপ
সামনে রেখে প্র্যাকটিস ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা
করছি। দুটি দেশের মধ্যে আলোচনা করছি।
একটি দেশ ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে। এ
ছাড়া টুর্নামেন্ট শুরুর অন্তত পনের দিন আগে
ভারতে দল পাঠানোর চেষ্টা করছি। পাঠাতে
পারলে স্থানীয় আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে
মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হত। তবে ভিসা পাওয়ার
ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান আরও বলেন,
যুব এশিয়া কাপ থেকে কোয়ালিফাই করা দলটি
আরও ব্যালেন্সড ও শক্তিশালী করা সম্ভব।
ভিডিও ফুটেজ ও টিম পারফরম্যান্স বিবেচনায়
প্রতিটি সেক্টরে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ওমানে
যুব এশিয়া কাপে বিপক্ষের সঙ্গে খেলতে গিয়ে
দলের বেশকিছু দুর্বল পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছি।
বিশেষ করে কখনো রক্ষণভাগ, কখনো
মিডফিল্ড আবার কখনো ফরোয়ার্ডে সমন্বয়ের
অভাব পাওয়া গেছে, দল ভালো খেললেও
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব ছিল,
আবার ভালো খেলার পর হঠাৎ ওইসব সেক্টরে
এলোমেলো ভাবও ছিল। কাজেই বিশ্বকাপের
আগে এসব দুর্বলতা যদি কাটিয়ে উঠতে না
পারি তাহলে ভারতে গিয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ
ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে
ময়দানি লড়াইয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে
হবে। গ্রুপের প্রতিটি দলই ভীষণ শক্তিশালী।
র‍্যাঙ্কিংয়েও আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে।
খেলার আগেই যেন হেরে না যাই- বরং
দলের লক্ষ্য হবে প্রতিটি ম্যাচে ভালো খেলা,
প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই করা।

বিশ্বকাপ দাবায় ওয়াদিফার বিদায়

মোরসালিন আহমেদ



ফিদে নারী বিশ্বকাপ দাবায়
অসম এক যুদ্ধে নেমেছিলেন
নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার
ওয়াদিফা আহমেদ।
জর্জিয়ার বাতুমি শহরে
ময়দানি লড়াইয়ে ফ্রান্সের

আন্তর্জাতিক মাস্টার ও নারী গ্র্যান্ডমাস্টার
দাওলেতি কোরনেতি দেইমেনতি সঙ্গে শেষ পর্যন্ত
পেরে উঠেননি। প্রথম রাউন্ডে টানা দুটি ম্যাচ
হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন। অবস্থা দুটো
মনে হচ্ছে ওয়াদিফা যেন বিশ্বকাপের মঞ্চ
উত্তরসূরীদের দেখানো পথেই হাঁটলেন। তবু এ
বিদায় সম্মান আর গৌরবের। তাঁর প্রতিপক্ষের
সঙ্গে শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় পার্থক্যটা ছিল
আকাশ-পাতাল। কারণ ওয়াদিফা হলেন নারী
বিভাগ থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার উপাধি পাওয়া
দাবাড়ু। রেটিংও তাঁর সমৃদ্ধ নয়। মাত্র ২০২৩।
সর্বোচ্চ সাফল্য বলতে এশিয়ান ৩.২ জোনের
চ্যাম্পিয়ন। সার্ক দাবার রানারআপ। সেই সঙ্গে
ঘরোয়া দাবায় রয়েছে বেশ কিছু শিরোপা।
পক্ষান্তরে দাওলেতি ওপেন বিভাগ থেকে পাওয়া
আন্তর্জাতিক মাস্টার আর নারী বিভাগ থেকে
উপাধি পাওয়া গ্র্যান্ডমাস্টার। তাঁর রেটিং ২৪০৩।
এ মুহূর্তে তিনি বিশ্বের সেরা ৫০ জন নারী
দাবাড়ুর একজন। তাঁর র‍্যাঙ্কিং ৩৯ ঘরে। এর
আগেও বিশ্বকাপে খেলেছেন। গর্ব করার মতো
তাঁর ইউরোপীয় দাবায় সাফল্য রয়েছে। খেলা
বোর্ডে গড়ানোর আগে দাওলেতি-ওয়াদিফার ম্যাচ
সম্পর্কে দাবা বিশেষজ্ঞরা যে ধারণা করেছিলেন
বাস্তবে তাই হয়েছে। প্রথম রাউন্ডের দুটি ম্যাচই
এক তরফা হয়েছে। তারপরও কিন্তু হতাশ না হয়ে
ওয়াদিফা বুক চিতিয়ে লড়েছেন।

প্রথম রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ বোর্ডে গড়ায় ৬ জুলাই।
দাওলেতির সাদা ঘুঁটির বিপক্ষে ওয়াদিফা কালো
ঘুঁটি নিয়ে সিসিলিয়ান ডিফেন্স অবলম্বন করে খেলা
শুরু করেন। এক চাল দুই চাল করে খেলা গড়িয়ে
চলছিল। শুরুটা বেশ ভালোই করেছিলেন। কিন্তু
একপর্যায় দাওলেতি চাপে ফেলে দেন। সেটা
সামাল দিতে পারেননি ১৭ বছরের কিশোরী
ওয়াদিফা। ফলে ২৫ চালে এসে হেরে যান।
৭ জুলাই প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচেও সুবিধা



করতে পারেননি ওয়াদিফা। এ দিন তিনি সাদা
ঘুঁটি নিয়ে খেলেন। পক্ষান্তরে দাওলেতি কালো ঘুঁটি
নিয়ে সিসিলিয়ান ডিফেন্সে পাল্টা চাল দিচ্ছিলেন।
মাঝে এক চাল ভুল করে বসলে হাতের মুঠো
থেকে ম্যাচ বেরিয়ে যায় ওয়াদিফার। ফলে ৩৬
বছর বয়সী দাওলেতি ২২ চালে জয়ের নোঙরে
পৌঁছে যান। ফলে প্রথম রাউন্ডে ০-২ গেমে হেরে
বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেন ওয়াদিফা। গত মার্চে
শ্রীলঙ্কায় এশিয়ান ৩.২ জোনে চ্যাম্পিয়ন হবার
সুবাদে ওয়াদিফা বিশ্বকাপে বাংলাদেশসহ ৬টি
দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। শুধু তা-ই নয়, দেশের
সবচেয়ে কম বয়সী নারী খেলোয়াড় হিসেবেও
বিশ্বকাপে খেলে এলেন। এ বছর বিশ্বের বিভিন্ন
জোনের চ্যাম্পিয়ন ও শীর্ষ পর্যায়ের মোট ১০৭ জন
নকআউট পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যা ৬



জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২৭ জুলাই শেষ হবে।
এর আগে বাংলাদেশ পাঁচবার নারী বিশ্বকাপে
খেলার সুযোগ পেয়েছে। দেশের প্রথম নারী দাবাড়ু
হিসেবে ২০১৫ সালে নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার
শামীমা আক্তার লিজা রাশিয়ার সোচিতে খেলতে
গিয়েছিলেন। লিথুনিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার ভিক্টোরিজা
কমলিটি এতোটাই শক্তিশালী ছিলেন যে
অসহায়ের মতো লিজা টানা দুই ম্যাচে হেরে যান।
অর্থাৎ প্রথম ম্যাচ ২৭ ও দ্বিতীয় ম্যাচ ৩৮ চালের
বেশি টিকতে পারেননি। কিন্তু ইরানের তেহরানে
২০১৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে
গিয়ে লিজা চমক দেখিয়ে ছিলেন। ভারতের
গ্র্যান্ডমাস্টার হারিকা দ্রোনাভালির সঙ্গে অসাধারণ

ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে টানা দুই ম্যাচ ৮৫ ও ৩৮
চালে ড্র করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। র‍্যাপিডে প্লে
অফ ম্যাচে প্রথমটিতে ৪৯ চালে হারলেও দ্বিতীয়
ম্যাচে ভালো অবস্থান পেয়েও ৭৫ চালে ড্র করেন।
এটাই ছিল নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সেরা
সাফল্য। কিন্তু নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী
হামিদ ২০১৯ সালে রাশিয়ার কাস্তি-মানসিঙ্ক
শহরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেননি। তিনি
প্রথম রাউন্ডে ইউক্রেনের সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার
মুয়িচুক আনার কাছে অসহায়ের মতো টানা দুই
ম্যাচ হেরে বিদায় নেন।

তবে দেশের তৃতীয় নারী দাবাড়ু হিসেবে ২০২১
সালে রাশিয়ার সোচিতে বিশ্বকাপে খেলেছেন
নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শারমিন সুলতানা
শিরিন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকার
আন্তর্জাতিক মাস্টার ইপ ক্যারিসা। প্রবল শক্তির
এ দাবাড়ুর সঙ্গে শিরিন প্রথম রাউন্ডে দুটি ম্যাচেই
পরাজিত হয়েছেন। এদিকে ২০২৩ সালে
আজারবাইজানের বাকু বিশ্বকাপে এশিয়ান জোন
৩.২ এর নারী বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নারী
ফিদেমাস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস এবং ২০২২
সালে দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফলের ভিত্তিতে
নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম বাংলাদেশ
দাবা ফেডারেশনের মনোনীত খেলোয়াড় হিসেবে
অংশগ্রহণ করেন। প্রথম রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে
নোশিন পোল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার সেককো মনিকার
কাছে ৩৭ চালে হেরে গেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে
মনিকার সঙ্গে ৪৩ চালে ড্র করে নোশিন অসাধারণ
কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু জান্নাতুল রোমানিয়ার নারী
গ্র্যান্ডমাস্টার বুলমাগো ইরিনার কাছে ২৯ ও ৩২
চালে দুটি ম্যাচেই পরাজিত হন। উল্লেখ্য, দেশের
হয়ে নারী দাবাড়ুদের মধ্যে সর্বোচ্চ দুইবার
বিশ্বকাপে খেলেছেন লিজা। তবে সবাই প্রথম
পর্ব উত্তরিয়ে দ্বিতীয় পর্বে যাবার আগেই বিশ্বকাপ
থেকে বিদায় নেন।

একনজরে নারী বিশ্বকাপ দাবায় বাংলাদেশ
সাল-উপাধি ও নাম

২০১৫-নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা
২০১৭-নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা
২০১৯-নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ
২০২১-নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শারমিন সুলতানা শিরিন
২০২৩-নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম
২০২৩-নারী ফিদেমাস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস
২০২৫-নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ



৪৪ তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা

চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে ৪৪তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ১২টি ইভেন্ট শেষ হতে পারেনি। ৪ জুলাই শুরু এবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রতিষ্ঠানটি ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ২ টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে সেরা হয়। রানার্সআপ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অর্জন ১টি স্বর্ণ, ৩ রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১টি স্বর্ণ, ২ রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জপদক জিতে তৃতীয়, খাগড়াছড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১টি স্বর্ণ জিতে চতুর্থ এবং চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১টি ব্রোঞ্জপদক জিতে পঞ্চমস্থান অর্জন করে। এবারের আসরে ৬টি রোড ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি ইভেন্ট না হওয়ার বিষয়ে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু হেনা মোস্তফা কামাল টুলু বলেন, 'চট্টগ্রামে জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার সময় আমরা ১২টি ইভেন্ট আয়োজন করতে পারিনি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে। দলগুলোর দাবি ছিল ঢাকায় ফিরে ইভেন্টগুলো আয়োজনের। কিন্তু খরচের কথা চিন্তা করে আপাতত এই ইভেন্টগুলো এবারের আসরে আর আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছেনা'।

এবারের আসরে ১৯টি জেলাদল ও ৫টি সার্ভিসেস দলসহ মোট ২৪ দলের ২৫০ জন সাইক্লিস্ট অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামের পাশাপাশি পতেঙ্গা টানেল রোডে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছেলে ও মেয়েদের ৯টি করে ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ১২টি ইভেন্টের খেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, বাকি ৮টি ইভেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় ৭৫ জন পুরুষ ও ৭৫ জন নারী প্রতিযোগী অংশ নেয়।

অংশগ্রহণকারী দলসমূহ

নীলফামারী জেলা, খুলনা জেলা, পঞ্চগড় জেলা, দিনাজপুর জেলা, নাটোর জেলা, নড়াইল জেলা, চাঁদপুর জেলা, বান্দরবান জেলা, ঠাকুরগাঁও জেলা,

রংপুর জেলা, গোপালগঞ্জ জেলা, জয়পুরহাট জেলা, জামালপুর জেলা, খাগড়াছড়ি জেলা, লালমনিরহাট জেলা, পাবনা জেলা, সাতক্ষীরা জেলা, চট্টগ্রাম জেলা, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ জেল, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

স্থগিত হওয়া ১২টি ইভেন্ট

৫০০ মিটার টাইম ট্রায়াল (মহিলা), ১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল (পুরুষ), এলিমিনেশন রেস (মহিলা), এলিমিনেশন রেস (পুরুষ), ১০০০ মিটার স্প্রিন্ট (মহিলা), ১০০০ মিটার স্প্রিন্ট (পুরুষ), ২০০০ মিঃ ইন্ডিভিজুয়াল পারসুট (মহিলা), ৪০০০ মিটার ইন্ডিভিজুয়াল পারসুট (পুরুষ), ৪০০০ মিটার স্ক্যাচ রেস (মহিলা), ১৫০০০ মিটার স্ক্যাচ রেস (পুরুষ), ২০০০ মিটার টিম পারসুট (মহিলা) ও ৪০০০ মিটার টিম পারসুট (পুরুষ)।

জাতীয় সাইক্লিংয়ের চূড়ান্ত ফলাফল

২৮ কি:মি: রোড ইন্ডিভিজুয়াল (অনূর্ধ্ব ১৬) : ১ম জীবন আলী (আনসার)- সময় ৪৭:৩৪:৭৪, ২য় আহমদ উমায়ের (চট্টগ্রাম জেলা), ৩য় আহনাফ আদিল নাবিয়ান (চট্টগ্রাম জেলা)।

২৮ কি:মি: রোড ইন্ডিভিজুয়াল (মহিলা) : ১ম সূর্যনা বর্মা (সেনাবাহিনী)- সময় ৪৮:০৮:৭০, ২য় নিশি খাতুন

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

(বর্ডার গার্ড), ৩য় রুমি খাতুন (আনসার)।

২৮ কি:মি: রোড ইন্ডিভিজুয়াল (পুরুষ) : ১ম রাকিবুল ইসলাম (খাগড়াছড়ি জেলা)- সময় ৪১:৩৭:৭১, ২য় মোঃ সবুর হোসেন (বর্ডার গার্ড), ৩য় আলিমুল ইসলাম (আনসার)।

২৮ কি:মি: রোড মাস স্টার্ট (অনূর্ধ্ব ১৬) : ১ম জীবন আলী (আনসার)- সময় ১:০০:৩৩:৬০, ২য় আহমদ উমায়ের (চট্টগ্রাম জেলা), ৩য় মোঃ মেরাজুল ইসলাম মেরাজ (লালমনিরহাট জেলা)।

৫৬ কি:মি: রোড টিম টাইম ট্রায়াল (মহিলা) : ১ম মোছা ফাতেমা খাতুন, কবিতা রায়, সূর্যনা বর্মা, গীতা রায় (সেনাবাহিনী)- সময় ১:৩৫:২৪:৭৮, ২য় চিংবাই মারমা, মোসা : মৌসুমি বেগম, রুমি খাতুন, সিদ্ধা আক্তার (আনসার), ৩য় তানহা আক্তার, সানজিদা আজমেদ স্বর্ণা, সানজিদা ইয়ামিন শ্রাবস্তী, তাবাসসুম ফেরদৌস (চট্টগ্রাম জেলা)।

২৮ কি:মি: রোড টিম টাইম ট্রায়াল (পুরুষ) : ১ম মো: সবুর হোসেন, রাজিব মিয়া, ছাইমুল ইসলাম, মোঃ সুমন রেজা (বর্ডার গার্ড)-সময় ৩৯:৪৩:৭১, ২য় আলিমুল ইসলাম, মো: ইয়ামিন খান, খন্দকার মাহাবুব হোসেন, আব্দুল্লাহ (আনসার), ৩য় মো: হেলাল মিয়া, মো: মিজানুর রহমান, মো: শরিফুল ইসলাম, মো: এবিএম সাকিব (সেনাবাহিনী)।

৫৬ কি:মি: রোড মাস স্টার্ট (মহিলা) : ১ম চিংবাই মারমা (আনসার)- সময় ২:১৪:০৯:৯৬, ২য় মোছা ফাতেমা খাতুন (সেনাবাহিনী), ৩য় নিশি খাতুন (বর্ডার গার্ড)।

৫৬ কি:মি: রোড মাস স্টার্ট (পুরুষ) : ১ম মো: জুয়েল রানা (সেনাবাহিনী)- সময় ১:২৯:২৯:৮০, ২য় মোঃ সুমন রেজা (বর্ডার গার্ড), ৩য় বিশ্বাস ফয়সাল হোসেন (সেনাবাহিনী)।



এশিয়ান জুনিয়রে দুর্দান্ত খেলেও সাকলাইন ১১তম

সাদিয়া তাবাসসুম



ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় এশিয়ান জুনিয়র দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের তিন ইভেন্ট যথাক্রমে স্ট্যান্ডার্ড, র‍্যাপিড ও ব্লিটজে চমৎকার

সূচনা করলেও শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। বিশেষ করে প্রতিটি ইভেন্টে প্রথম তিন রাউন্ড শতভাগ জয় নিয়ে শীর্ষে থাকলেও চতুর্থ রাউন্ডে এসে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো ম্যাচে ড্র আবার কোনো ম্যাচে হারের মুখ দেখায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পয়েন্ট খোয়ানোয় ঢাকা থেকে যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন তা লক্ষ্য পূরণ করতে পারেননি। স্ট্যান্ডার্ডে ১১তম, র‍্যাপিডে ষষ্ঠ এবং ব্লিটজে সপ্তম হয়ে দেশে ফেরেন। এশিয়ান জুনিয়রের তিন ইভেন্টে উদীয়মান এ দাবাড়ু প্রতিপক্ষের সঙ্গে কেমন খেলেছেন সেদিকে ফেরা যাক।

স্ট্যান্ডার্ড: সাকলাইন রেটিং অনুযায়ী এ ইভেন্টের ষষ্ঠ শীর্ষবাছাই ছিলেন। শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন। প্রথম তিন রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষেই ছিলেন। চতুর্থ এমন কি পঞ্চম রাউন্ডেও দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ রাউন্ডে এক হারেই শিরোপা রেস থেকে ছিটকে পড়েন, যা শেষ তিন রাউন্ডেও কভার করতে পারেননি। ফলে ৯ ম্যাচে ৫ জয়, ২ ড্র আর ২ হারসহ মোট ৬ পয়েন্ট পেয়ে নবম স্থানের জন্য টাই করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে একাদশ স্থান লাভ করেন। স্ট্যান্ডার্ডে ২২২৩ রেটিংয়ের সঙ্গে যোগ করেন ৪ রেটিং। সাকলাইন (২২২৩) প্রথম রাউন্ডে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার থি কাম্বালি চালিনু ওনিথ (১৬০৮), দ্বিতীয় রাউন্ডে একই দেশের সাথসিন্দু মিনুরা (১৮৮৯), তৃতীয় রাউন্ডে সিঙ্গাপুরের কাপুর্ সাতভিক (২০৭৪), পঞ্চম রাউন্ডে ভারতের ফিদেমাস্টার আদিরেড্ডি অর্জুন (২২৯৫) এবং নবম রাউন্ডে কুয়েতের আলহেজাব মেশালকে (১৯২০) পরাজিত করেন। তবে চতুর্থ রাউন্ডে শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক মাস্টার ডি সিলভার (২৩৯০) ও সপ্তম রাউন্ডে লঙ্কার ভিরাতুনগালাগে মালিসা সাসভিদুর (২০০৫) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু ষষ্ঠ রাউন্ডে ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার জৈন কাশিস মনোজ (২৪২৯) ও অষ্টম রাউন্ডে শ্রীলঙ্কার ইন্দুওয়ারা থিসারিন্দুর (২০২৪) কাছে হেরে যান। আসর শেষে ৭.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দুজন শীর্ষে থাকলেও টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের ফিদেমাস্টার সৌরথ বিশ্বাস অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক মাস্টার ডি সিলভা রানারআপ হন। উল্লেখ্য, ২৭



ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ

জুন থেকে ৩ জুলাই ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ১৩টি দেশের ৪ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার, ৬ জন ফিদেমাস্টার ও ৫ জন ক্যান্ডিডেটমাস্টারসহ ৯৩ জন অংশগ্রহণ করেন। র‍্যাপিড: রেটিং অনুযায়ী তৃতীয় শীর্ষবাছাই সাকলাইন চমৎকারভাবে শুরু করেছিলেন। টানা তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষেও ছিলেন। চতুর্থ রাউন্ডে এসেও দ্বিতীয়স্থানে ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম রাউন্ড থেকে শিরোপা রেসে পিছিয়ে পড়েন। ফলে ৭ ম্যাচে ৫ জয়, ১ ড্র আর ১ হার নিয়ে সাকলাইন ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানের জন্য টাই করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ষষ্ঠ হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর র‍্যাপিড ২২২৪ রেটিং থেকে ৭ রেটিং কমেছে। ২৬ জুন দিনব্যাপী এ ইভেন্টে

৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে ফিলিপাইনের ফিদেমাস্টার নৌরি আলখিন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ব্লিটজ: এ আসরে সপ্তম শীর্ষবাছাই ছিলেন সাকলাইন। র‍্যাপিডের মতো ব্লিটজেও দারুণ সূচনা করেছিলেন। এমন কি তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষে ছিলেন। কিন্তু চতুর্থ রাউন্ডে হারের মুখ দেখায় শিরোপা রেস থেকে ক্রমশ: পিছিয়ে পড়ছিলেন। ৭ ম্যাচে ৫ জয় আর ২ হার নিয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনি সপ্তম স্থান লাভ করেন। তাঁর ২১২৫ ব্লিটজ রেটিং থেকে ১৮ রেটিং খুইয়েছেন। ২৭ জুন এ আসরে ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার আন্তর্জাতিক মাস্টার বুদ্ধিধর্ম নায়েকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন।

‘দুঃখের দহনে, করুন রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়’

ফারুক হোসেন খান

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলায় ধবল ধোলাই করলো পাকিস্তান, পঞ্চ পাণ্ডব বাইরে থাকায় লিটনের অবদান।

শতদ্রু আর বিপাশা’ ইরাবতি চন্দ্রভাগ শ্রোতস্বিনী নদী। হিমালয়ের মানসপুত্র বইছে নিরবধি,

প্রথম খেলায় সাত উইকেটে দুইশত এক রান, টাইগাররা হেরে গেল সাইপ্রিস রানের ব্যবধান।

দ্বিতীয় খেলায় ছয় উইকেটে দুইশত একরান, একশত চুয়াল্লিশ রান তুলে গেল সবার প্রাণ।

তৃতীয় খেলায় বাংলাদেশ একশত ছিয়ানকই করে, বোলারদের ব্যর্থতায় জয় রাখেনি ধরে

আমি রাতের হায়দার আলী সাত রানে নেয় তিন, ব্যর্থতার অমানিশায় ব্যাটে বাংলাদেশের দিন।

গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়া মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টে সুব্রত চ্যাম্পিয়ন

মোরসালিন আহমেদ



স্পোর্টস বাংলাদেশ ফিদেমাস্টার সুব্রত বিশ্বাস গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান মেমোরিয়াল চেস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে

তিনি শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দেখান। বিশেষ করে চার আন্তর্জাতিকমাস্টার আর একজন নারী আন্তর্জাতিকমাস্টারকে পেছনে ফেলে এমন সাফল্য দেখান ময়মনসিংহের এই তরুণ দাবাড়ু। এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের রেটিং অনুযায়ী চতুর্থ শীর্ষবাছাই ছিলেন সুব্রত। ৯ ম্যাচে তিনি ৮ জয় আর ১ হারসহ ৮ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপায় কাউকে ভাগ বসাতে দেননি। অথচ টুর্নামেন্ট বোর্ডে গড়ানোর আগে এ উদীয়মান তারকা ঠিকমত ফেবারিটের তালিকায়ও ছিলেন না। তবে কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাঁকে পাঁচটি বড় বাধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এর মধ্যে চার আন্তর্জাতিকমাস্টার মোকাবিলায় সুব্রত (২৩০৪) শীর্ষবাছাই ভারতের কুশাথ্রা মোহন (২৪০৩), তৃতীয় শীর্ষবাছাই ভারতের শুভায়ন কুড়ু (২৩৩৪) ও ষষ্ঠ শীর্ষবাছাই মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিনের (২২৬৭) সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছেন। কিন্তু একমাত্র হার ছিল দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই মনন রেজা নীড়ের (২৩৭৩) কাছে। তবে আন্তর্জাতিকমাস্টার হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার (২২৯৬) সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিল। এ ছাড়া দুই ক্যান্ডিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ (২০৫২), চঞ্চল কুমার ঘোষ (২০১৮), মো. মুহিমেনুল ইসলাম (২০৭৭) ও অমিত বিক্রম রায়ের (১৯৭২) বিপক্ষে জয় পেয়েছেন। এ আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ব্যক্তিগত রেটিংয়ের সঙ্গে ৪৮ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। শুধু তাই নয়, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে সুব্রত দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। তবে ৭.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া রানারআপ ও ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার কুশাথ্রা মোহন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তাহসিন শিরোপা জয়ের মিশনে নেমে ৭ জয়, ১ ড্র আর ১ হারের মুখ দেখেছেন। কুশাথ্রার সঙ্গে ড্র করেন। হেরেছেন



টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি ড. শোয়েব রিয়াজ আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. মো. তৈয়বুর রহমান সুমন ও নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার রানী হামিদ।

কেবল সুব্রতের কাছে। তবে হারিয়েছেন নীড়, চার ফিদেমাস্টার দেবব্রত চ্যার্টার্ড, খন্দকার আমিনুল ইসলাম, সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ ও শেখ নাসির আহমেদ এবং নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার আহমেদ ওয়ালিজা এবং সিয়াম চৌধুরীকে। এর ফলে ৩৮ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। এমন কী রানারআপ হয়ে তাহসিন এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। শীর্ষবাছাই কুশাথ্রা এ টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট ছিলেন। কিন্তু সেভাবে তাঁকে খুব একটা বিগ ম্যাচ খেলতে দেখা যায়নি। তিনি কেবল সুব্রতের কাছে হেরেছেন আর তাহসিনের সঙ্গে ড্র করেছেন। এ ছাড়া তিন ফিদেমাস্টার সাকলাইন, শরীফ হোসেন, দেবরাজ, নেপালের ক্যান্ডিডেটমাস্টার সিলওয়াল পুরুষোত্তম, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, রায়ান রশিদ মুঞ্চ ও আফনান জারিফ হককে সহজেই পরাজিত করেছেন। তৃতীয় হয়ে কুশাথ্রা পুরস্কার পেয়েছেন ৭৫০০০ হাজার টাকা।

এদিকে ৬.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার শুভায়ন কুড়ু চতুর্থ, আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় পঞ্চম ও অন্ত চৌধুরী ষষ্ঠ হয়েছেন। অপরদিকে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ সপ্তম ও ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম অষ্টম হয়েছেন। তবে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে সেরা রেটেড খেলোয়াড় শেখ রাশেদুল হাসান, সেরা জুনিয়র নেপালের ক্যান্ডিডেটমাস্টার সিলওয়াল পুরুষোত্তম এবং সেরা নারী খেলোয়াড় হিসেবে ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু। উল্লেখ্য ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ক্রীড়া কক্ষে এ টুর্নামেন্ট স্বাগতিক বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল

অংশগ্রহণ করে। মোট ৬৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৪ জন আন্তর্জাতিকমাস্টার, ১ জন নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার, ১২ জন ফিদেমাস্টার, ২ জন নারী ফিদেমাস্টার, ৯ জন ক্যান্ডিডেটমাস্টার ও ৩ জন নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার এবং ৩৩ জন রেটেড খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয়ীদের মধ্যে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। দেশবরেণ্য গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ জুলাই গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান মেমোরিয়াল চেস টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসর শেষে ১১ জুলাই সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. মো. তৈয়বুর রহমান সুমন, নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার রানী হামিদ প্রমুখ। টুর্নামেন্ট শেষে প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী তাসমিন রহমান লাভণ্য বলেন, বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় প্রথম আসর আন্তর্জাতিক রেটিং টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে শেষ করলাম। ভবিষ্যতে স্পন্সর পাওয়া সাপেক্ষে এ টুর্নামেন্টটিকে গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে রূপ দেওয়ার আহ্বা প্রকাশ করেন। অপর প্রশ্নে লাভণ্য বলেন, বাবার স্মৃতি আর্কড়ে রাখতে ছেলে তাহসিন তাজওয়ার জিয়া এ টুর্নামেন্টের উদ্যোগ নেন এবং সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি বছর জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিয়মিত টুর্নামেন্ট করে সবার মাঝে পিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহসিন।

বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ



ম্যারাডোনা ময় দিন

দিনু খন্দকার



আমেরিকা বিশ্বকাপের স্বাগতিক শহর বস্টন। আর সে শহরের ডেডহ্যামে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা তাদের ক্যাম্প করে। বস্টনের ব্যাবসন কলেজ কম্পাউন্ডে ম্যারাডোনার প্র্যাকটিস

দেখার সুযোগ হয়েছিল, বিশ্বকাপ কভার করতে আসা সাংবাদিকদের। তবে তার জন্য ঢের অপেক্ষার প্রহর গড়িয়েছে। ব্যাবসন কলেজের মাঠের চারপাশজুড়ে কাটা তারের বেটনী। প্রধান গেটের কাছে সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীরা টহল দিচ্ছে। ওদের ফাঁকি দিয়ে ভেতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রায় ঘণ্টা কাল দাঁড়িয়ে গাছের ছায়ায়। অপেক্ষায় কখন ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। আমি একা নই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজারো সাংবাদিক আর ফটো সাংবাদিকও সেই অপেক্ষায়।

হঠাৎ নিরাপত্তাকর্মীদের একজন বলে উঠলেন, আর্জেন্টিনা টিম ম্যানেজমেন্ট তোমাদের ভেতরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তোমরা একটা কিউতে দাঁড়িয়ে যাও। একজন একজন করে ভেতরে যেতে পারবে। তবে সবার প্রেস কার্ড থাকতে হবে। যাদের প্রেস কার্ড আছে শুধু তারা ভেতরে যেতে পারবে।

সব সাংবাদিকের মধ্যে একটা অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লাইনের আগে থাকতে হবে। তাহলে আগে ঢোকা যাবে। প্র্যাকটিসে ম্যারাডোনাকে অন্যদের চেয়ে আগে দেখা যাবে। প্র্যাকটিসের পর ম্যারাডোনা আর তাঁর দেশ আর্জেন্টিনাকে নিয়ে রিপোর্ট ফাইল করতে হবে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। চোখের পলকে অনেক বড়সড় লাইন হয়ে গেল। আমি আর কোলকাতার আনন্দ বাজারের রূপক সাহা লাইনের শুরুতে। আমরা গেটের কাছে ওয়েট করছি এই সময়টার জন্য। নিরাপত্তাবেটনী পার হয়ে পাশাপাশি হাঁটছি। ভেতরে এসেই মন জুড়িয়ে গেল। পরপর তিন-চারটি মাঠ। যেন সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছিয়ে রাখা। মাঠগুলো উঁচু জায়গায়। একটু নিচুতে বাংলাবাড়ির সারি। পাশে জিমেনেশিয়াম। সুইমিংপুল। গোটা কলেজ ক্যাম্পাস যেন সুনসান সাজানো গোছানো। এতটুকু ময়লা নেই। আবর্জনা নেই। মাঠের চারপাশ ফিতে দিয়ে ঘেরা।

মাঠের পাশে দাঁড়িয়েছি। তারকা ফুটবলার ক্যানিজিয়া, গয়কোচিয়া বাতিস্ততা অনুশীলন করছেন।

আগের দিন ফক্সবোরো স্টেডিয়ামে খ্রিসের বিপক্ষে ম্যারাডোনারা যে জার্সি গায়ে খেলেছেন, সেই জার্সি গায়ে বাতিস্ততার অনুশীলন করছেন। সবার পেছনে নাম লেখা। মাঠে অসংখ্য বল গড়াগড়ি খাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে গেল জগৎসেরা ফুটবলারদের দীর্ঘ সময়ের প্র্যাকটিস দেখে।

কিন্তু ফুটবল ঈশ্বর ম্যারাডোনা কই? তাঁকে তো মাঠে দেখছি না।

তবে কি ম্যারাডোনা আজ প্র্যাকটিস করবেন না? ম্যারাডোনাকে দেখতে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরের ম্যাচের জন্য নিউইয়র্ক যাওয়া বাদ দিয়ে বস্টন থেকে গেছি ম্যারাডোনাকে কাছ থেকে দেখবো বলে। ম্যারাডোনার অনুশীলন দেখবো। ম্যারাডোনার অটোগ্রাফ নেব। ম্যারাডোনার সঙ্গে কথা বলব। আর বিশ্বকাপে এসেছি ম্যারাডোনাকে দেখব বলে।

ম্যারাডোনার খেলা দেখার অভিলাষে। তাই ফুটবল ঈশ্বরকে না দেখে মনটা বেশ খারাপ। এমন সময় আর্জেন্টাইন ক্রীড়া সাংবাদিক সার্জেই লেভনস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বুয়েনস আইরেসের মানুষ আর ম্যারাডোনার কাছের জন সার্জেইয়ের কথা শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল। সার্জেই বললেন, ডিয়েগো এখনো আসেনি। তবে আসবে। তুমি আমার সঙ্গে থেকো।

মাঠের একপাশে আর্জেন্টাইন এক টিভি চ্যানেলের কর্মীরা প্রস্তুত। ওরা প্র্যাকটিস মাঠ থেকে ডিয়েগোর ইন্টারভিউ সরাসরি প্রচার করবে। একটা সময় মাঠের একপাশে ছুটোছুটি লেগে গেল। আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, তার কাছে ফটো সাংবাদিকরা ছুটলেন সেরদিকে।

কে একজন জানাল ডিয়েগো আসছেন! ফুটবল ঈশ্বর ডিয়েগো, সর্বকালের সেরা ফুটবলার ডিয়েগো ম্যারাডোনা আসছেন!

সত্যি সত্যিই ডিয়েগো ম্যারাডোনা আসছেন। আর্জেন্টাইন জাতীয় দলের বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সি গায়ে। শত শত ছবি উঠছে। ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরার শাটার চলছে। ফ্ল্যাশ জ্বলছে। ম্যারাডোনার এক হাতে টেনিস বল, অন্য হাতে লেমনেডের বোতল।

ওলে, ওলে বলে ম্যারাডোনা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন টিভি ক্যামেরার সামনে। যে সাংবাদিকরা ক্যানিজিয়া, বাতিগোরদের অনুশীলনের ছবি তুলছিলেন, সবাই ছুটে এলেন, ম্যারাডোনার দিকে। পুরো মাঠের সব আকর্ষণ ম্যারাডোনাকে ঘিরে। মুহূর্তের মধ্যে ম্যারাডোনাকে ঘিরে ভিড়, জটলা তৈরি হয়ে গেল।

টিভি রিপোর্টার প্রশ্ন করছিলেন, ম্যারাডোনা উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রায় আধঘণ্টা চলল ইন্টারভিউ।

আমি তনুয় হয়ে তাকিয়ে ম্যারাডোনার দিকে। ফুটবল ঈশ্বর, সর্বকালের সেরা ফুটবলার আমার নাগালের মধ্যে! আমার চোখের সামনে!

হঠাৎ টেলিভিশন ইন্টারভিউ শেষ করে সরাসরি প্র্যাকটিসে ভিড়ে গেলেন ম্যারাডোনা। মার্কার দিয়ে ছোট গোল পোস্ট বানিয়ে একদিকে ক্যানিজিয়া বাতিস্ততাকে রেখে, গয়কোচিয়াকে পাশে নিয়ে খেলায় মন দিলেন। এক দলে পাঁচ-ছয়জন করে মাঠ ছোট করে ছোট গোল পোস্টে ম্যাচ।

নিজে গোল করলেন আবার ক্যানিজিয়াদের করা গোল নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন। ছোট ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে গোল নিয়ে যেমন বাদানুবাদ হয়, তেমন। হাসিঠাট্টায় হালকা মেজাজে গড়িয়ে চলল অনুশীলন।

দূরে দাঁড়িয়ে তনুয় হয়ে দেখছি। জগৎসেরা ফুটবলারদের অনুশীলন। বেশ কয়েক মিনিট অনুশীলনের পর গয়কোচিয়াকে গোল পোস্টের নিচে রেখে চলল স্পট কিক কর্নার কিক অনুশীলন। পেনাল্টি এবং পেনাল্টি সীমানার বাইরে থেকে ডেড বল বা সেট পিস থেকে ম্যারাডোনা অবলীলায় বল রেখে গেলেন জালে। আবার মাঠের দুই পাশ থেকে একের পর এক বল ভাসালেন গোলমুখে। গোলের জন্য ভাসিয়ে দেয়া সে বলে নিজেকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে নিপুন হেডে বল জালে রেখে গেলেন বাতিগোল, ক্যানিজিয়া।

মাথার ওপরে সূর্য। প্রায় দুই ঘণ্টা রোদে পুড়ছি, তা নিয়ে ভাবনা নেই। মন জুড়ে শুধু ম্যারাডোনা আর ম্যারাডোনা। হালকা মেজাজের অনুশীলন শেষে ম্যারাডোনা এলেন সাংবাদিকদের সামনে, ঠিক আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পাশে। সবাই ডাকছে, ডিয়েগো, ডিয়েগো।

ওলে, ওলে বলে এক আর্জেন্টাইন প্রমীলা সাংবাদিককে গলায় জড়িয়ে নিলেন ম্যারাডোনা এবং ওর গায়ে জড়ানো আর্জেন্টাইন টি-শার্টে অটোগ্রাফ দিলেন। দু-তিনজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে সর্বকালের সেরা ফুটবলার ডিয়েগো আরমাদো ম্যারাডোনা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! হতবাক!

আমার দিকে তাকিয়ে ম্যারাডোনা। জগৎসেরা

ফুটবলার দেখছেন। আমি যেন অন্য জগতে। স্বপ্নের জগতে। বিলাসী স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আমি বাকরুদ্ধ। সামনে দাঁড়িয়ে ফুটবল কিংবদন্তি, যার হাত ধরে আর্জেন্টিনা ছিয়ারির বিশ্বকাপ জয় করেছে! কোনো একজন ফুটবলারের কাঁধে ভর করে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ বা বিশ্বকাপ জয়ের নজির ফুটবল-দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তার হাত ধরে রেলিগেশন জোনে থাকা বা তলানির দল নাপোলিও তো ইতালিয়ান লিগ শিরোপা জয় করেছে। ম্যারাডোনা যেদিন নাপোলির প্রথম প্র্যাকটিস সেশনে যোগ দিয়েছিলেন, সেদিন নাপোলি স্টেডিয়ামের রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছিল। হাজার হাজার ফুটবল অনুরাগী ফুটবলের বিষয় প্রতিভা ম্যারাডোনাকে স্বাগত জানাতে এসেছিল। এসব যখন ভাবছি, তখনই পাশ থেকে সার্জেই বলল, ইসলাম, বলো কিছু।

ভাবনায় চেঁদ পড়ল।

আমি কী বলব? আমি তো পুরোপুরি মজে আছি ম্যারাডোনা। আমার হাতে একটা আর্জেন্টাইন সুভেনির, যা প্র্যাকটিসে আসার সময় নিয়ে এসেছি, ম্যারাডোনার অটোগ্রাফ নেব, এমন ভেবে। আর কোনো কিছু না ভেবে আমার হাতে ধরা আর্জেন্টাইন সুভেনির বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, অটোগ্রাফ, প্লিজ।

আমার হাত থেকে কলম আর সুভেনিরটা নিজের হাতে তুলে নিলেন ফুটবল ঈশ্বর। অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন ম্যারাডোনা। ম্যারাডোনা সুভেনিরের ওপর অটোগ্রাফ দিচ্ছেন আর আমি তাঁর হাতের মাংসপেশি দেখছি। আর আলতো ছোঁয়া রেখেছি ডিয়েগোর হাতে।

পাশে দাঁড়ানো নিরাপত্তাকর্মী বলে উঠল, ডেন্ট টাচ!

সার্জেই বলল, এটা তোমার বিষয় নয়।

আমি একটু ভরসা পেলাম। ম্যারাডোনার হাতে চাপ দিচ্ছি। ম্যারাডোনা হাতের পেশি শক্ত করলেন। টেনিস বলের মতো হয়ে ফুলে উঠল ম্যারাডোনার মাংসপেশি। যেমন পেশি দেখেছি মিস্টার ওয়ার্ল্ড আরনল্ড শোয়ার্জজেনগার বা সিলভেস্টার স্ট্যালনের, ঠিক তেমন সুগঠিত পেশি ম্যারাডোনার। আরও জোরে চেপে ধরলাম। দুই হাতে চাপ দিলাম। কিন্তু এতটুকু দাবাতে পারলাম না, যেন লোহার মতো শক্ত ম্যারাডোনার শরীর। ম্যারাডোনা তাকিয়ে আমার দিকে। অটোগ্রাফ দেওয়ার ফাঁকে আবার জানতে চাইলাম,

আমেরিকা বিশ্বকাপে গুরুটা দারুণ হলো। এই দল কতটা পথ পাড়ি দেবে?’

ম্যারাডোনা বললেন, আমরা একটা ভালো দল নিয়ে এসেছি। আর এই দলটা অনেকটা পথ দৌঁড়াবে। এবারের গুরুটা বেশ ভালো হয়েছে। প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স আমাদের প্রেরণা জোগাবে। ভালো কিছু করা সম্ভব।

আমি তন্ময় হয়ে চেয়ে আছি ফুটবল জাদুকরের দিকে। ম্যারাডোনা হেসে চলে গেলেন অন্য এক সাংবাদিকের কাছে। তাঁর কাছ থেকে আর একজনের কাছে। চারপাশ থেকে সাংবাদিকরা আহবান জানাচ্ছেন, ডিয়েগো, ডিয়েগো।

ম্যারাডোনার, ক্লান্তি নেই। বিরক্তি নেই।

আমি নির্বাক। মুগ্ধ হয়ে ম্যারাডোনার কথা ভাবছি। আর দেখছি ম্যারাডোনাকে। আরও বেশ কিছুটা সময় অটোগ্রাফ দিয়ে ম্যারাডোনা ফিরে গেলেন তার বাংলোর দিকে।

আমি আর রূপক সাহা ফক্সবোরো স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে যাওয়ার জন্য পা বাড়লাম। পাশ থেকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, তোমরা মিডিয়া সেন্টারে যাচ্ছ? আমি যাচ্ছি। তোমাদের লিফট দিতে পারি।

ভদ্রতা করে বললাম, তোমার কোনো অসুবিধে না হলে যেতে পারি।

ওই সাংবাদিক বলল, না না, আমার কোনো প্রবলেম হবে না। আমি একা যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে গল্প করে যাওয়া যাবে। তোমরা যেতে পারো।

আমি ও রূপক আর আপত্তি করিনি।

ওই সাংবাদিক একটু পরে জানাল, তার নাম জানুস মাত্তা। ব্রাজিলিয়ান। রিওর স্পোর্টস ডেইলির হয়ে কাজ করছে। ১৬ জন রিপোর্টার কভার করছে অ্যামেরিকা বিশ্বকাপ। মাত্তার দায়িত্ব আর্জেন্টিনাকে ফলো করা।

মাত্তা ড্রাইভ করছে। আমি পাশে। পেছনে রূপক। গাড়ি এসে পড়ল রাস্তায়। মাত্তা আমাদের অবাধ করে দিয়ে বলল, এবারের বিশ্বকাপের প্রধান আকর্ষণ এই ছোটখাটো মানুষটা। ডিয়েগো ম্যারাডোনা। অসাধারণ এক প্লেয়ার। অন্যদের সঙ্গে ওর তুলনা হয় না। ম্যারাডোনার হাত ধরে আর্জেন্টিনা আর একবার বিশ্বকাপ জয় করতে পারে।

আমরা অবাধ হয়ে শুনছি, পেলের দেশের এক সাংবাদিক কী অবলিলায় ম্যারাডোনা মজেছেন। ম্যারাডোনার খেলার প্রশংসা করছেন। এটা চিন্তা করা যায় না। এটা ভাবাই যায় না।

ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকের অবাধ করার কথা শুনছি আর চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে ম্যারাডোনার মুখ। আগের দিন গ্রিসের বিরুদ্ধে ফুটবল ঈশ্বরের করা গোলটির রিপ্লে যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে। চোখে ভাসছে ম্যারাডোনার প্র্যাকটিস, ক্যানিজিয়াদের সঙ্গে ম্যারাডোনার দুষ্টুমি, ম্যারাডোনার অটোগ্রাফ নেওয়া। ম্যারাডোনার সঙ্গে কথা বলার মাহেন্দ্রফণি। ক্রীড়া সাংবাদিকতার জীবনের অন্যতম সেরা এক স্মৃতি। স্বপ্নীল এক অনুভূতি।



বাস্কেটবল অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টে নারী বিভাগে দেশি বর্লার্স চ্যাম্পিয়ন



বাস্কেটবল অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টে অপরািজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছি

: সালাউদ্দিন আহমেদ

মোরসালিন আহমেদ



বিগত দিনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছি। আগে ট্রফির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম। এখন থেকে দলগুলো প্রাইজমানি পাবে।

বিদেশি কোচ এনে দক্ষিণ এশীয় হ্যান্ডবলের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব। ফেডারেশনের ফান্ড একটু স্বচ্ছলতায় ফিরলে ইন্ডিজিয়ালভাবে প্রোয়ারদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার ইচ্ছে আছে। গতানুগতি টুর্নামেন্টের পাশাপাশি কর্পোরেট লিগ আয়োজন করতে চাচ্ছি। শুধু প্রোয়ারই নয়, সেই সঙ্গে কোচেস ও রেফারিজ মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করব। খেলাটিকে স্টেডিয়াম কেন্দ্রিক না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সর্বোপরি হ্যান্ডবলে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে এবং এ খেলাটির সুদিন ফেরাতে আমাদের নানারকম পরিকল্পনা রয়েছে। হ্যান্ডবলের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলাভাবে এভাবে কথাগুলো বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক তারকা খেলোয়াড় সালাউদ্দিন আহমেদ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গতকে। খেলাটির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : নতুন দায়িত্ব পেয়ে কী চাপ অনুভব করছেন?
সালাউদ্দিন আহমেদ : আমি তো হ্যান্ডবলেরই মানুষ। প্রোয়ার থেকে অর্গানাইজার হয়েছি। সবকিছুই নখদর্পণে। কাজেই চাপ কিংবা চ্যালেঞ্জ কিছুই অনুভব করছি না। হ্যান্ডবলের জন্মালগ্ন থেকে ফেডারেশনটি এমনভাবে সেটআপ করা আছে যেখানে একজন নতুন মানুষ দায়িত্ব পেলেও তাঁর জন্য কঠিন কিছু নয়।

প্রশ্ন : নতুন কমিটি মানেই নতুন কিছু। কিন্তু ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে টাইটেল স্পন্সর দেখলাম না। স্পন্সরবিহীন ন্যাশনাল- এটা কী বড় ধাক্কা নয়?

সালাউদ্দিন আহমেদ : আমরা দায়িত্ব পাবার মাত্র পনের দিনের মধ্যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছি। এতো অল্প সময়ের মধ্যে ন্যাশনালটা করতে হয়েছে যে, স্পন্সর খোঁজার সময় পাইনি। আগে এক্সিম ব্যাংক স্পন্সর করত। কিন্তু এ কমিটিতে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের না পাবার কথা। বাস্তবেও তা হয়েছে। আশা করছি, পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোয় স্পন্সর সমস্যা হবে না। আমরা যারা কমিটিতে রয়েছি সবাই যার যার ক্ষেত্রে স্পন্সর আনার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। বেশ কিছু স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। অচিরেই আমাদের এই স্পন্সর সঙ্কট কেটে যাবে।

প্রশ্ন : যাই হোক, যখন দায়িত্ব পেলেন তখন ফান্ডের অবস্থা কেমন ছিল?

সালাউদ্দিন আহমেদ : যেকোনো ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশনের তুলনায় আমাদের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি। সারা বছর খেলা মাঠে থাকে। যা স্পন্সর পাই তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে টুর্নামেন্টগুলো উঠাতে হয়। তাতে বছর শেষে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। টুর্নামেন্টগুলো উঠাতে ফান্ড নিয়ে টানাটানি না থাকলেও ফেডারেশনের নিজস্ব ফান্ডে আহমরি কিছু নেই। ফেডারেশনের দশ লাখ টাকার একটি এফডিআর রয়েছে। তবে এ পরিমাণটা আমরা আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : একটু পেছনে ফিরতে চাচ্ছিলাম, হ্যান্ডবলে আপনার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

সালাউদ্দিন আহমেদ : বেসিক্যালি আমি একজন ফুটবলার ছিলাম। পাইওনিয়র বলেন, তৃতীয় বিভাগ বলেন, দ্বিতীয় বিভাগ বলেন, এমনকি প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগেও খেলেছি। তবে হ্যান্ডবলের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছিল নবাবপুর হাই স্কুলের হয়ে ১৯৮৩ সালে খেলতে এসে। এরপর সূর্যোদয় ক্রীড়া চক্রের হয়ে ১৯৮৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করি। একবার চ্যাম্পিয়নও ছিলাম। হ্যান্ডবলে ব্রাদার্স ইউনিয়নের হয়েও খেলেছি। ১৯৯১ সালে এসে ন্যাশনাল টিমে চান্স পেলাম। ওই বছর মালয়েশিয়ায় কমনওয়েলথ হ্যান্ডবলে আমরা ব্রোঞ্জপদক জিতেছিলাম। তবে ১৯৯৫ সালে ভারতের কোচিতে খেলতে গিয়ে ক্যারিয়ারের ইতি টানলাম।

প্রশ্ন : তাহলে সংগঠক হয়ে ফেডারেশনে এলেন কবে?

সালাউদ্দিন আহমেদ : ঠিক এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সম্ভবত ২০০০ সালের গোড়ার দিকে কার্যনির্বাহী সদস্য হয়ে প্রথম ফেডারেশনে এলাম। এর চার বছর পর টানা ৮ বছর যুগ্মসম্পাদক ছিলাম। যদিও ১৯৮৪ সাল থেকে সূর্যোদয় ক্রীড়া চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্লাবটি মূলত আমিই চালাই। বলতে পারেন খেলাধুলার পাশাপাশি সেই সময় থেকে অনেকটা সংগঠকের ভূমিকায়ও ছিলাম। ওই ক্লাব থেকে অনেক খেলোয়াড়ই ন্যাশনাল

টিমে উঠে এসেছেন।

প্রশ্ন : তাহলে তো বলতে পারি, দুই যুগ পর সাধারণ সম্পাদক হলেন। এ নিয়ে আপনার অনুভূতি কেমন?

সালাউদ্দিন আহমেদ : সত্যি বলতে কী আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। সার্চ কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনগুলো রাজনৈতিকমুক্ত পুনর্গঠনের উদ্যোগ চলছিল। হঠাৎ একদিন ফোন পেলাম আমি সাধারণ সম্পাদক পদে আগ্রহী কী না? সময় না নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমি আগ্রহী নই। পাল্টা প্রশ্ন করা হলো কেনো আগ্রহী নন? তখন বললাম, হ্যান্ডবল থেকে অনেকটা সরে এসেছি। কিন্তু আমাকে জানালো হলো, আমরা চাচ্ছি না হ্যান্ডবলের বাইরে থেকে কেউ সাধারণ সম্পাদক হোক। তারপর অনেক কথাবার্তা হলো। আমিও আমার বেশকিছু শুভাকাঙ্ক্ষির সঙ্গে আলাপ করলাম। তখন অনেকেই বললেন, আমি থাকা মানে আমরা সবাই থাকা। অন্য কোনো নতুন লোক এলে হ্যান্ডবলের ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন হতে পারে। এমন পরিপেক্ষিতে আমি রাজি ছিলাম।

প্রশ্ন : প্রস্তাব পেয়ে বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে এ নিয়ে কী কোনো আলাপ হয়েছিল?

সালাউদ্দিন আহমেদ : যেদিন সার্চ কমিটি থেকে ফোনে এমন প্রস্তাব পেলাম ওইদিনই আসাদুজ্জামান কোহিনুর ভাইকে ফোন করলাম। তখন উনি কানাডায় ছিলেন। হ্যান্ডবলে আমার এ পর্যায় উঠে আসার পেছনে কোহিনুর ভাইয়ের অবদান অপরিসীম। উনি যদি সুযোগ না দিতেন আমি সালাউদ্দিন না মেসার, না জয়েন্ট সেক্রেটারি কিছুই হতে পারতাম না। উনি সাধারণ সম্পাদক

থাকাকালীন যেকোনো কাজের বেলায় ফ্রিডম দিয়েছেন। এরপর যখন ফেডারেশন গঠিত হলো, প্রথম মিটিং ডাকলাম এর আগের দিনও আমি ফোনে কোহিনুর ভাইয়ের সঙ্গে ১ ঘণ্টা কথা বলেছি। অনেক কথা হয়েছে। উনার কাছে পরামর্শ চেয়েছি। কীভাবে কী করলে এগোতে পারব। উনি অনেক পরামর্শ দিলেন।

প্রশ্ন : নতুন দায়িত্ব পেয়ে আপনি এমন কী নতুনত্ব দেখাতে চান?

সালাউদ্দিন আহমেদ : বিগত দিনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছি। যেমন জাতীয় স্কুল হ্যান্ডবল শিক্ষা বোর্ড করা। আমরা এবার জাতীয় স্কুল করব। ফরম্যাট হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে। এরপর ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপেও নতুনত্ব এনেছি। অতীতে ট্রফি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার প্রাইজমানির ব্যবস্থা রেখেছি। টুর্নামেন্ট শেষে টপ টেন টিমগুলোকে দশ হাজার টাকা করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে প্রোয়ারদের ইন্ডিভিজুয়ালভাবে আর্থিক সহায়তার চেষ্টা করছি। প্রতিটি টুর্নামেন্ট শেষে মিটিং ডাকব। মূল্যায়ন করা হবে এ থেকে কী অর্জন হয়েছে। কে কেমন খেলেছে। খেলার মান কেমন ছিল। ব্যর্থতা কী ছিল। একটা পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে দুর্বল দলগুলোকে সবল করার চেষ্টা করব। শুধু তাই নয়, লিগগুলোকে আকর্ষণ করব। প্রাইজমানির আওতায় আনা হচ্ছে। যেকোনো টুর্নামেন্ট থেকে প্রোয়াররা অন্তত আর্থিক সহায়তার মুখ দেখুক এটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। এ ছাড়া কোচেস অ্যাড রেফারিজ ডেভেলপের দেখভাল এখন থেকে ফেডারেশন করবে। হ্যান্ডবল সংক্রান্ত সবকিছুই জবাবদিহিতার মাধ্যমে তদারকি করা হবে।

প্রশ্ন : আপনি তো সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এসেছেন। তাহলে ফেডারেশনে কী ধরনের সংস্কার করতে চান?

সালাউদ্দিন আহমেদ : ফেডারেশন সংস্কার বলে কিছু বুঝি না। আমি বুঝি আমার খেলার মান উন্নয়ন। কতটা এগোলাম, কতটা পিছুলাম এবং কতটা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারলাম। এগুলো নিয়েই সংস্কার করতে চাই, কাজ করতে চাই। যেমন সর্বশেষ এসএ গেমসে মেয়েরা ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। এবার আমাকে রৌপ্যপদক পেতে হবে। ছেলেরা চতুর্থ হয়েছে এবার আমাকে অন্তত থার্ড হতে হবে। খেলাটিকে দক্ষিণ এশিয়ার গন্ডির ভেতরে না রেখে বিশ্বপরিসরে নিয়ে যেতে চাই।

প্রশ্ন : গঠনতন্ত্র সমন্বয়যোগী করে তোলার একটা গাইডলাইন ছিল। এটা কতদূর কী করলেন?

সালাউদ্দিন আহমেদ : ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের সবগুলো ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রই অনেক পুরোনো। এটা সময়ের পেক্ষাপটেই সমন্বয়যোগী করা প্রয়োজন। এখন গঠনতন্ত্র পড়ে দেখতে হবে কোথায় কী আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান পরিপেক্ষিতে কী কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে। এ নিয়ে আমাদের অভিভাবক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে পরামর্শ চাইব। আমরা যারা হ্যান্ডবলের সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাজ করছি এমন অভিজ্ঞদের কাছেও পরামর্শ নেব। যা করব দুই পক্ষের আলাপ আলোচনার মধ্যেই হবে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে হ্যান্ডবলের স্বাধীতা কোথায় বেশি জরুরি। আমরা সে পথেই

হাটব।

প্রশ্ন : অনেক ফেডারেশনে প্রোয়ার-কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ভালো নয়, এক্ষেত্রে আপনার ফেডারেশনের অবস্থা কেমন?

সালাউদ্দিন আহমেদ : অন্যসব ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বলতে পারব না। তবে আমি নির্দিষ্ট বলতে পারি, আমাদের ফেডারেশনে কোথাও কোনো গ্রুপিং নেই। সেটা কর্মকর্তা-প্রোয়ার বলুন, কর্মকর্তা-কোচ বলুন কিংবা কর্মকর্তা-রেফারি বলুন এমনটা দেখাতে পারবেন না। সবার সঙ্গে সবার চমৎকার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক।

প্রশ্ন : সামনে বেশ কিছু গেমস রয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পনা করেছেন কী?

সালাউদ্দিন আহমেদ : চলতি বছরের নভেম্বরে সৌদি আরবে ইসলামিক সলিডারিটি গেমস আছে। আগামী বছরের জানুয়ারিতে পাকিস্তানে এসএ গেমস অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বাইরে আবার বেশ কিছু টুর্নামেন্ট রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে 'জাতীয় দল উন্নয়ন ও হ্যান্ডবল উন্নয়ন' নামে একটি কমিটি করে দিয়েছি। এ কমিটি শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয়, সারা দেশেই চোখ রাখছে। কোন কোন জেলায় ভালো প্রোয়ার আছে, কোন জেলায় লিগ করছে, টুর্নামেন্ট করছে, ট্রেনিং করছে সবকিছুই দেখভাল করবে। প্রয়োজনে সেখানে কোচ পাঠাব, রেফারি পাঠাব, বল পাঠাব- তাদের আরও স্বয়ংসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করব। সেখান থেকে নতুন নতুন প্রোয়ার তুলে আনার চেষ্টা করব। কোয়ানটিটি থেকে কোয়ালিটি প্রোয়ার তৈরি করব। শক্তিশালী জাতীয় দল গঠন করব।

প্রশ্ন : এ মুহূর্তে আমাদের ন্যাশনাল টিমের স্ট্যান্ডার্ড কোন পর্যায়ে?

সালাউদ্দিন আহমেদ : দক্ষিণ এশিয় হ্যান্ডবলে আমরা টপ থ্রি ফোরের মধ্যে আছি। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিং সম্ভবত ২২। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোতে হলে বেশি বেশি টুর্নামেন্ট খেলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেভাবে কী আমরা যেতে পারি। এখন থেকে যেসব টুর্নামেন্টে ইনভাইটেশন পাব সেসব টুর্নামেন্টে দল পাঠানোর চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কোচেস আর রেফারির মান নিয়ে কী আপনি সন্তুষ্ট?

সালাউদ্দিন আহমেদ : কোচ এবং রেফারির মান যথেষ্ট ভালো। আমরা তাদের আরও এগিয়ে দিতে চাই। বিদেশি এক্সপার্ট এনে বিশেষ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপগ্রেড করতে চাচ্ছি। আশা করছি আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা এশিয়ান লেভেল রেফারি পাব।

প্রশ্ন : সারা বছর কী কী টুর্নামেন্ট রয়েছে?

সালাউদ্দিন আহমেদ : অফিস লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম বিভাগ লিগ, নারী লিগ, স্কুল লিগ, মিনি স্কুল টুর্নামেন্ট, অনূর্ধ্ব-১০, ১২, ১৪, ১৭। পুরুষ ও নারী জাতীয় এবং যুব হ্যান্ডবল। এসব গতানুগতি টুর্নামেন্টের বাইরে আমরা একটা কর্পোরেট লিগ করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : বর্তমান ভেন্যু সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম?

সালাউদ্দিন আহমেদ : বর্তমানে যে ভেন্যু রয়েছে নিঃসন্দেহে একটি মানসম্পন্ন ভেন্যু। তবে এটি বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। দেড় দশকের বেশি হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করতে

পারলে আদর্শ ভেন্যু হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করেছি। প্রশ্ন : বিদায়ী কমিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নতুন কমিটিতে আসতে পারেননি। তাদের নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করছেন?

সালাউদ্দিন আহমেদ : বিদায়ী কমিটির প্রায় অনেকেই বর্তমান কমিটিতে রয়েছেন। তবে যারা কমিটিতে আসতে পারেননি তাঁদেরকে আমরা বিভিন্ন সাব-কমিটিকে রেখেছি। এক্ষেত্রে হয়ত বলতে পারেন কয়েকজনকে তো দেখছি না? আমরা কিন্তু বিদায়ী কমিটির সবাইকেই কোনো কোনো কমিটিতে রেখেছি। এক্ষেত্রে দু'চার জন সাব-কমিটিতে অগ্রহী নয় বলেই তাঁদের দেখতে পারছেন না। হ্যান্ডবলকে এগিয়ে নিতে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে আমাদের কমিটি অঙ্গিকারবদ্ধ।

প্রশ্ন : অভিযোগ রয়েছে বিগত কমিটি হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দিয়ে এবং ফেডারেশনের ক্যান্টিনকে ব্যক্তিগতভাবে কাজে লাগিয়ে ক্যাটারিং ব্যবসা করেছে?

সালাউদ্দিন আহমেদ : বিষয়টি ঠিক এমন নয়। সবার সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই ফেডারেশনের আয় বৃদ্ধিকরণে আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মানি রিসিপ্ট এবং চিঠি ছাড়া কাউকে আমরা স্টেডিয়াম ব্যবহার করতে দেইনি। এটি কঠোরভাবে মেনে চলেছি। তবে ফেডারেশনের ক্যান্টিন ব্যবহার নিয়ে তেমন কিছু জানা নেই। এখন অতীত না ঘেটে সামনের দিকে এগোতে চাই।

প্রশ্ন : আপনি নিজেও বিদায়ী কমিটিতে ছিলেন। তারপরও যদি ফাইলপত্র ঘাটতে গিয়ে কোথাও কোনো অনিয়ম দুর্নীতি পান তাহলে কী করবেন?

সালাউদ্দিন আহমেদ : এখানে অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি করার সুযোগ নেই। যিনি দীর্ঘদিন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (আসাদুজ্জামান কোহিনুর) তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিলেন। উনাকে কখনো ক্ষমতা আর্কড়ে ধরে রাখতে দেখিনি। বরং আমরা যারা উনার কমিটিতে ছিলাম সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছি। উনি যার যার দায়িত্ব বন্টন করে দিতেন। দায়িত্ব পালন শেষ আমরা সবকিছু বুঝিয়ে দিতাম। কাজেই এখানে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কোনো প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন : সবই তো শুনলাম। কিন্তু বিদেশি কোচ আনার ব্যাপারে সমাধান কী হলো?

সালাউদ্দিন আহমেদ : আজকাল সবাই বিদেশি কোচ নির্ভর হয়ে পড়ছে। আমরাও এর ব্যতিক্রম হতে চাই না। কোচ আনার বিষয়টি আমাদের সভাপতি মহোদয় দেখছেন। এ নিয়ে তিনি জাপান দূতাবাসের সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক দূর এগিয়েছেন। আশা করছি, হয়ত খুব শিগগিরই একটা সুসংবাদ দিতে পারব।

প্রশ্ন : দায়িত্ব পালনকালে হ্যান্ডবলকে কোথায় রেখে যেতে চান?

সালাউদ্দিন আহমেদ : ভালো একটা অবস্থানে রেখে যেতে চাই। যিনি দায়িত্ব নেবেন তিনিও যেনো এসে বলতে পারেন সক্রিয় একটি ফেডারেশন পেয়েছি। হ্যান্ডবলে ছেলেরা কখনো ব্রোঞ্জের উপর যেতে পারেননি। এসএ গেমসে তাদের নিয়ে রৌপ্যপদক জিতেছে। মেয়েরা ব্রোঞ্জ আর রৌপ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের স্বর্ণপদক জয়ের স্বপ্ন দেখাতে চাই।



জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক 'ক্রীড়া জগতের' সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা এই পত্রিকাটি প্রকাশের আগে চিন্তা-ভাবনার পর্যায় থেকে। আর তাই অঙ্কুত

এক দুর্বলতা এবং ভালোবাসা আমার মধ্যে কাজ করে জাতীয় পাক্ষিক ঘিরে। আমার যৌবনের দিনগুলোয় যে পাক্ষিকটি ভূমিষ্ট হয়েছে সেই পাক্ষিকটি ৪৮ বছর পেরিয়ে ৪৯ বছরে পড়েছে। দিন আর বছর কীভাবে চলে গেছে! আর এই ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব অবস্থানও সহজেই অনুমেয়। ১৪ বছর ধরে অবসর জীবনে আছি। বিভিন্ন নিয়মকানুনের গণ্ডির বাইরে মুক্ত জীবন। একসময় লিখতাম আনন্দের জন্য আর এখন লিখি দায়বদ্ধতা থেকে। কখনো ভাবিনি পাঠকের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা বা পৌছাতে পেরেছি। এর মূল্যায়নের দায়িত্ব তো পাঠকদের।

এত বছর পরও মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে প্রকাশিত ক্রীড়াঙ্গত আমাকে নাড়া দেয়। অনেক সময় ক্রীড়াঙ্গত পত্রিকার অনুজ্ঞপ্রতীম সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলালকে 'নক' করি। কপি হাতে পাওয়ার পর আমার নিজের লেখা থাকুক আর নাই থাকুক ম্যাগাজিনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার নেশাটা এখনো কাটেনি। কয়েকজন লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচয় নেই। তা সত্ত্বেও লেখাগুলো আগ্রহ নিয়ে পড়ি।

যাঁদের সঙ্গে এই পাক্ষিকে লিখতে শুরু করেছি (প্রথম দিকে ক্রীড়াঙ্গত বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে।) তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর

এখন নিয়মিতভাবে লেখেন না। হঠাৎ হঠাৎ প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান (জামান ভাই) এখনো লেখেন। অনেক বছর পর বাংলার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আশরাফউদ্দিন খান আবার লিখছেন। আরেকজন প্রবীণ লেখক ওবায়দুল হক খান, পণ্ডিত এবং ভীষণ মজলিশি মানুষ এক সময় প্রচুর তথ্যবহুল নিবন্ধ লিখেছেন। এখন প্রতি সপ্তাহে খেলা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা হয়—কিন্তু লিখেন না। জানিয়েছেন বর্ষপূর্তি সংখ্যায় লেখার চেষ্টা করবেন—তবে অনুরোধ করেছেন যে সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলালকে যেন না জানাই। ওবায়দুল ভাইয়ের লেখা পড়ার অপেক্ষায় আছি। খন্দকার মালেক সুফি (সুফি ভাই) অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে বসবাস করেন—প্রায়ই ঢাকায় আসেন। দেখা হয়, সব সময় বলেন লিখবেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যস্ততার জন্য আর লেখা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ ছাড়া কয়েকজন তো ইতোমধ্যেই এই আলো-ছায়ার পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের সান্নিধ্য এবং লেখনি ভীষণ মিস করি।

পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গত তো ক্রীড়াঙ্গনের দর্পণ। ক্রীড়াঙ্গন অনুসরণ করতে হলে—এই পাক্ষিকের আর বিকল্প নেই। ক্রীড়াঙ্গত তো চলমান ক্রীড়াঙ্গনের দলিল। গত ৪৮ বছরের সব কটি সংখ্যা তো এ দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। দেশের সুস্থ ক্রীড়াচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা ক্রীড়াকে জনপ্রিয় করে তোলা, খেলার চর্চা এবং এই ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রীড়াঙ্গতের ভূমিকা শুধু কার্যকর নয় অনন্যও বটে। শুধু তা-ই নয়, ক্রীড়া লেখনিকে উৎসাহিত করা, নিয়মিতভাবে যুগ যুগ ধরে ক্রীড়া লেখক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পাক্ষিকের ভূমিকা দৃষ্টান্তকারী। এখন যাঁরা দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতিমান ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত তাঁদের কারো কারও হাতে খড়ি হয়েছে এই ক্রীড়া পাক্ষিকের মাধ্যমে। দেশে খুব কম ক্রীড়া সাংবাদিক আছেন, যাঁরা পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গতে একসময়ে লেখেননি। ক্রীড়া পাক্ষিক চেষ্টা করেছে তার বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও লেখকদের ধরে রাখতে। ক্রীড়াঙ্গতকে ঘিরে ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্য একধরনের আবেগ, দুর্বলতা এবং ভালোবাসা সব সময় কাজ করে। ভালো লাগে, গর্ববোধ করি যখন এই সত্তরোত্তর বয়সে পুরোনো বন্ধুত্বের সঙ্গে দেখা হলে জানতে চান, কী করছি, কীভাবে সময় কাটে, এখনো ক্রীড়াঙ্গতে লিখি কি না। এটি অনেক বড় বিষয়। ক্রীড়াঙ্গত পেরেছে সমাজের গভীরে দাগ কাটতে।

খুব কাছের মানুষ এবং ঘনিষ্ঠজন যাঁদের সান্নিধ্য সব সময় উপভোগ করেছি, তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে একটি টিম তৈরি করে অবৈতনিক সম্পাদক তৌফিক আজিজ খান (তৌফিক ভাই) ক্রীড়াঙ্গত প্রকাশ করেছেন। পাবলিশার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। একদম প্রথমে টিমে ছিলেন আতাউল হক মল্লিক, কাজী শামসুল ইসলাম, সালমন রফিক, লুৎফুল হক, আহমদ আলী, আবদুল মতিন, বড়ুয়া, সোবহান, জাকির হোসেন প্রমুখ। সেই পাক্ষিকটি ঘীরে ঘীরে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পরিচিত হয়েছে ক্রীড়াঙ্গনের বাতিঘর হিসেবে। ক্রীড়াঙ্গনকে যাঁরা অনুসরণ

করেন, তাঁদের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসেবে।

দক্ষিণ এশিয়া কোন দেশে এক নাগাড়ে ক্রীড়া পাক্ষিক ৪৮ বছর ধরে প্রকাশিত হয়নি যেটি হয়েছে বাংলাদেশ 'ক্রীড়াঙ্গত'। এটি অবশ্যই উল্লেখ করার মতো বিষয়। এই ক্ষেত্রে গত ৪৮ বছরে যে সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তারা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সাধুবাদ অবশ্যই পাবে। সবাই বুঝতে পেরেছেন ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের খেলার পাক্ষিক ম্যাগাজিনের প্রয়োজন আছে।

দীর্ঘ সময় ধরে ১৯৯৬ সালের নভেম্বর থেকে ক্রীড়াঙ্গতের সম্পাদকের দায়িত্বে তাদের মাহমুদ হোসেন খান দুলাল। মেধাবী এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী দুলাল ক্রীড়া অন্তঃপ্রাণ একজন মানুষ তাঁর খেলাধুলার ওপর গবেষণা এবং তথ্যবহুল বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। দুলাল বছরের পর বছর 'লোড' নিয়ে কাজ করে চলেছেন। এ ছাড়া তো তার উপায় নেই। প্রথম থেকেই ক্রীড়াঙ্গতের 'ডেট লাইনকে' ধর্ম সমতুল্যের মতো করে দেখে ক্রীড়া পাক্ষিক প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এর জন্য তাকে যে কি ধরনের 'পেইন' নিতে হয় এটি তাঁর কাছের মানুষ ছাড়া অন্যরা জানে না। দুলাল সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ক্রীড়াঙ্গতের অঙ্গসজ্জা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বিষয় নির্বাচনে এসেছে চিন্তার ছাপ। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিশ্বকাপ বিষয়ের ওপর তথ্যবহুল চোখ কেড়ে নেওয়া এবং সংগ্রহে রাখার মতো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। আমি নিশ্চিত এই উদ্যোগ মাইলস্টোন হিসেবে দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ক্রীড়াঙ্গতের সম্পাদক সময়কে পড়তে পেরেছেন বলেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি তার লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছেন। তিনি পরিচিত হয়েছেন অঙ্গসর মানুষ হিসেবে। ধন্যবাদ ক্রীড়াঙ্গতের সম্পাদক দুলাল এবং সহযোগী যোদ্ধাদের আমাদের অনেক বছর ধরে নিয়মিতভাবে আনন্দের 'ডালি' উপহার দেওয়ার জন্য। নতুন বছরের শুরুতে সবাইকে শুভেচ্ছা।



৪৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তর:

১. ১৮ বছর

২. বসুন্ধরা কিংস

৩. আবাহনী লিমিটেড

৪৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

ইরম জাহান

১৮/১, নতুল্লাবাদ,

রূপাতলী, বরিশাল।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপাড়া, ডাকঘর-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ; ২। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম-লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ৩। জীবন রহমান, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ৪। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৫। রাশিদা বেগম, গ্রাম-মান্দারি, ডাকঘর-পাটবাজার, থানা + জেলা লক্ষ্মীপুর; ৬। ইরম জাহান, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ৭। আকলিমা বেগম, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর-মকবুলাবাদ, ডাকঘর-চকোরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ৮। মর্জিনা সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ৯। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১০। আব্দুল মমিন খান, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১১। শাহনাজ বেগম, গ্রাম-মমিনপুর, ডাকঘর-সোমপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ১২। সুমাইয়া আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী চট্টগ্রাম; ১৩। সবুজ সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৪। রিনা সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৫। সোহাগ, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। মিল্টন, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। সোহেল, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৮। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৯। মোহা. আইরিন আক্তার, হোল্ডিং-৯৯, রোড-১৩১, হাউজিং এটেন্স্ট হালিশহর, খুলনা; ২০। সাইফুল ইসলাম, হোল্ডিং-৯৯, রোড-১৩১, হাউজিং এটেন্স্ট হালিশহর, খুলনা; ২১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ২২। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৩। মানজুর আরমান দীপ্ত, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বাসা-১/বি/১ রোড-২৯, এ পল্লবী, বিলপাড়, মিরপুর, ঢাকা; ২৪। বদরন নেছা, বাসা-১/বি/১ রোড-২৯, এ পল্লবী, বিলপাড়, মিরপুর, ঢাকা।

‘পাফিক ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাফিক ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।

- সম্পাদক

‘ক্রীড়াঙ্গত’ কুইজমালা ৪৯ বর্ষ ■ ০১ সংখ্যা ■ ১৬ জুলাই ২০২৫

প্রশ্ন : মিয়ানমারে এশিয়ান কাপ নারী বাছাই ফুটবলে বাংলাদেশ দল কয়টি ম্যাচে জয়ী হয়?

প্রশ্ন : মিয়ানমারে এশিয়ান কাপ নারী বাছাই ফুটবলে ঋতুপর্ণা চাকমা কয়টি গোল করেন ?

প্রশ্ন : ২০২৬ সালের এশিয়ান কাপ নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্ব কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর : ১)

উত্তর : ২)

উত্তর : ৩)

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা :

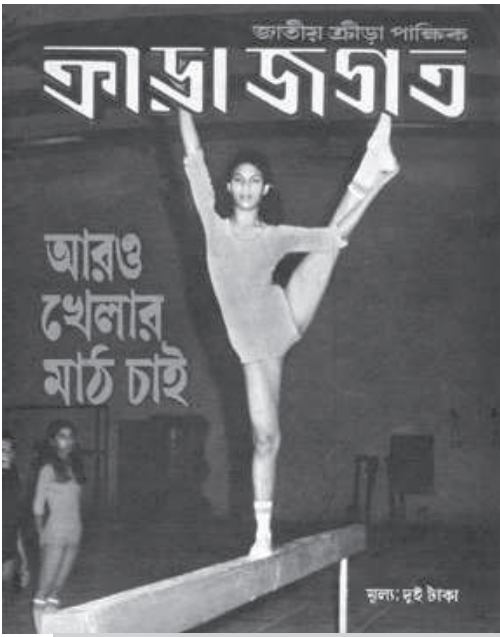
মোবাইল :

জাতীয় তায়কোয়ান্দোতে বসুন্ধরা চ্যাম্পিয়ন

ওমর ফারুক রুবেল

দেশে দুই ধরনের তায়কোয়ান্দোর খেলা চলছে। দুটোরই আলাদা আলাদা সত্তা রয়েছে বাংলাদেশে। ওয়ার্ল্ড তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের সমর্থিত বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের অধীনে রয়েছে আইটিএফ তায়কোয়ান্দো। আইটিএফ তায়কোয়ান্দোর ১৬তম জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সম্প্রতি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ তায়কোয়ান্দো দল। পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে ৮টি সোনা ও ভ্যার্টান বিভাগে ২টি সোনা জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বসুন্ধরা গ্রুপ। এ ছাড়া ৮টি সোনার পদক জিতে রানার্স আপ হয়েছে সেন্ট্রাল তায়কোয়ান্দো একাডেমি। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইটিএফ তায়কোয়ান্দোর প্রবর্তক মাস্টার মো. সোলায়মান শিকদার।

২৬-২৭ জুন সেন্ট্রাল তায়কোয়ান্দো একাডেমি আজিমপুর ভেন্যুতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১টি জেলা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, বসুন্ধরা গ্রুপ এবং বিভিন্ন ক্লাব একাডেমি এবং থানাভিত্তিক সংস্থাগুলো অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী জেলা ও সংস্থাসমূহ হলো ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, নওগাঁ, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বসুন্ধরা গ্রুপ তায়কোয়ান্দো দল, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি তায়কোয়ান্দো টিম, লালবাগ তায়কোয়ান্দো, ভাটারা তায়কোয়ান্দো অ্যাসোসিয়েশন, মিরপুর তায়কোয়ান্দো অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল তায়কোয়ান্দো একাডেমি, কামরাঙ্গীরচর তায়কোয়ান্দো অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া বিভিন্ন ক্লাব একাডেমি স্কুল ও থানা ভিত্তিক তায়কোয়ান্দো অ্যাসোসিয়েশনসমূহ এতে অংশ নেয়। এবারের জাতীয় তায়কোয়ান্দো প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে ৩২টি ইভেন্ট ক্যাটাগরিতে আয়োজন করা হয়। এগুলো হলো পুরুষ শিশু, নারী শিশু, নারী জুনিয়র, পুরুষ সিনিয়র, নারী সিনিয়র, পুরুষ ভ্যার্টান ও নারী ভ্যার্টান ক্যাটাগরি। প্রতিযোগিতায় সেরা সৃষ্টিজ্ঞ দলের পুরস্কার জিতেছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি তায়কোয়ান্দো টিম। সেরা অ্যাকটিভ প্রশিক্ষণ পদক জিতেছেন এস কে বিজয় দাস, আদম মোহাম্মদ জিসা, শাহজাহান স্মিট, জহুরা আক্তার মীম। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন মো. আল আমিন শিকদার, মো. রহমতুল্লাহ নিশান, নিমু, আতিয়া মীম সারা, ওমর ওসমান, মারুফ হাসান খান সাজিদ।



১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

১.

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সত্তর দশক এক রূপান্তরমূলক ও ইতিহাসগর্ভ সময়কাল। এ দশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যুদ্ধ-পরবর্তী রাষ্ট্র গঠন, সাংস্কৃতিক উত্থান, অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাব সব মিলিয়ে একটি নতুন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস গাঁথা হয়। সময়টা ছিল জাতির জন্ম, সংগ্রাম, পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দশক। সে সময়ের ঘটনা ও পরিবর্তনসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সেই দশকে ঘটে যায় ইতিহাস পরিবর্তনকারী অনেক ঘটনা-স্বাধীনতা অর্জন, নতুন রাষ্ট্র গঠন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কৃতিক উন্মেষ ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম। নবজাত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এই দশকে তার পরিচয়ের সন্ধান এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশের জীবনধারা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জাতীয় চেতনার প্রভাবে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলায় উঠে আসতে থাকে দেশপ্রেম, সংগ্রাম ও মানুষের অধিকারবোধ। যুদ্ধোত্তর সময়েও সেই চেতনার ধারাবাহিকতায় দেশজ সংস্কৃতির নতুন বিকাশ ঘটান সম্ভাবনা দেখা দেয়। সার্বিক অর্থে দশকটি শুধুই একটি সময়কাল নয়, এটি একটি মৌলিক রূপান্তরের যুগ হয়ে আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে এই দশকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এবং জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেটি ছিল স্বপ্ন, সংগ্রাম, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনার যুগ। আমরা যদি আজকের বাংলাদেশকে বুঝতে চাই, তবে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে সত্তর দশকের দিকে-যেখানে অপারিসীম সাহস, রক্ত, ঘাম আর চোখের জল মিশে রয়েছে। সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে রূপান্তরের এক দশক। জাতির জন্ম, আত্মপরিচয়ের নির্মাণ, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ,

‘ফ্রীডাজগত’-এর পথ চলার চার যুগ এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ

দুলাল মাহমুদ

অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক জাগরণের সময়।

২.

সত্তর দশককে বাংলাদেশের ফ্রীডাঙ্গনের উন্মেষকাল বা বিকাশের সূচনাপর্ব বলা যায়। কারণ, এই দশকে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ফ্রীডাঙ্গনে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময়েই ফ্রীডা ক্ষেত্রে নীতিগত, সাংগঠনিক, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই দশকের রেশেই পরবর্তী দশকগুলোয় ফ্রীডাঙ্গন এগিয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের ফ্রীডাঙ্গনের আত্মপ্রকাশ এবং একটি সংগঠিত, নিয়মতান্ত্রিক ও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ফ্রীডা পরিকাঠামোর সূচনা ঘটে। বাংলাদেশের ফ্রীডা ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত, জাতীয়ভিত্তিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু এবং রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে ফ্রীডাঙ্গনের ভিত্তি রচনা হয়।

একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ খেলাধুলা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ফ্রীডা ক্ষেত্রেও এক নবজাগরণের সূচনা ঘটে। এই দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ফ্রীডাঙ্গনের ভিত্তি। দেশজুড়ে একটি নতুন জাতীয় পরিচয় গঠনের প্রয়াস চলতে থাকে। সেই চেষ্টার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল খেলাধুলা। স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয় বিভিন্ন জাতীয় ফ্রীডা সংস্থা ও ফেডারেশন পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক ফ্রীডাঙ্গনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ। প্রকৃত অর্থেই দশকটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে গঠনের সময়। এই সময়েই ফ্রীডা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সংগঠনের জন্ম, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ ও গণমানুষের সম্পৃক্ততা-সব মিলিয়ে একটি দৃঢ় ভিত্তির রূপ দেওয়ার সুযোগ আসে।

বিভিন্ন সময়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা

৩৬ পৃষ্ঠা (২০ জুলাই ১৯৭৭-১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭)
৪০ পৃষ্ঠা (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭-২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭)
৪৮ পৃষ্ঠা (১৫ জানুয়ারি ১৯৭৮-১ জুন ১৯৭৮)
৬৪ পৃষ্ঠা (১৬ জুন ১৯৭৮-১৬ জুলাই ২০১৬ থেকে পুরো পত্রিকা হোয়াইট প্রিন্ট।
১ অক্টোবর ২০২০ থেকে ইনার ৮ পৃষ্ঠা রঙিন।
১৬ জুলাই ২০২২ থেকে ইনার ১৬ পৃষ্ঠা রঙিন।

যদিও যথাযথ নীতিমালা ও সঠিক দিকনির্দেশনা মেনে না চলায় কাজক্ষিত সুফল পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

ফ্রীডাঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোথাও একটা খামতি অনুভূত হয়। সর্বসাধারণের কাছে ফ্রীডাঙ্গনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড অনেকটাই অগোচরে রয়ে যায়। সেই সময় সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে ছিল একমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন। হাতে গোনা যে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ছিল, তাতে ফ্রীডাঙ্গন প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্ব পেত না। আয়োজিত খেলা, প্রতিযোগিতা বা ফ্রীডা কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও ভেতর ও বাইরের বিষয়গুলো অপ্রকাশিত রয়ে যেত। পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে ফ্রীডাঙ্গনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ এবং ফ্রীডাবিদদের যথাযথভাবে তুলে ধরার তেমন সুযোগ ছিল না। ফ্রীডাঙ্গনের সার্বিক হালহকিকত পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্য একটা মাধ্যম অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফ্রীডাঙ্গনের সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। তার জন্য একটা ফ্রীডা ম্যাগাজিনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

৩.

প্রশ্ন হতে পারে কেন ফ্রীডা ম্যাগাজিন?

তখনকার প্রেক্ষাপটে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়, ফ্রীডা ম্যাগাজিনের গুরুত্ব বহুমাত্রিক এবং তা ফ্রীডা ক্ষেত্রের উন্নয়ন, প্রচার ও জনপ্রিয়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন খেলোয়াড়, দল, টুর্নামেন্ট, রেকর্ড ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষিত দলিল এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য মূল্যবান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। খেলার গভীর বিশ্লেষণ, কৌশলগত আলোচনা ও খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে লেখালেখি করা হবে, তা পাঠকের চিন্তার জগৎ প্রসারিত করবে। প্রবীণ খেলোয়াড়, কোচ ও ফ্রীডা ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা ও মতামত নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত এবং বাস্তব জ্ঞান প্রদান করবে। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রথম আলোচনায় আসার সুযোগ

হতে পারে ক্রীড়া ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই। এটি হতে পারে ভবিষ্যৎ তারকাদের পরিচিতির মঞ্চ। ক্রীড়া সংস্থার অব্যবস্থা, অনিয়ম বা দুর্নীতি তুলে ধরা এবং স্বচ্ছতা দাবি করতে ক্রীড়া ম্যাগাজিন সাহসী ভূমিকা রাখতে পারে। একটি দেশের ক্রীড়া ঐতিহ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, বিখ্যাত খেলা বা ঘটনার বর্ণনা সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাস তৈরি করতে পারে। খেলার গল্প, রোমাঞ্চকর মুহূর্তের বিবরণ, ছবিসহ প্রতিবেদন, কুইজ, শব্দজট বা ফিচার কনটেন্ট পাঠকদের জন্য আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। খেলাধুলা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন, কলাকৌশল, স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য, ক্রীড়াবিজ্ঞান, ফিজিওথেরাপি, পুষ্টি, যুগোপযোগী ক্রীড়া সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যাবতীয় কৌতূহল সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। ক্রীড়া ম্যাগাজিন কেবল খবরের বাহক নয়, বরং এটি ক্রীড়া চেতনার বাহক ও সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। খেলাধুলার বিকাশে এবং একটি ক্রীড়াবান্ধব সমাজ গঠনে এর অবদান অনস্বীকার্য হতে পারে। সে সময় বাংলাদেশে খেলাধুলা একটি আবেগঘন ও গণমানুষের কাছে বিষয় হলেও ক্রীড়া সাংবাদিকতা বা ক্রীড়া বিশ্লেষণ অনেকাংশেই ছিল সীমিত। এ কারণে ক্রীড়াবিষয়ক একটি প্রকাশনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হয়।

৪. সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে পাক্ষিক ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকা প্রকাশনা ক্রীড়াঙ্গনে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ঘটনা হয়ে আছে। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ক্রীড়াবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করাটাই কার্যকর ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা ক্রীড়াঙ্গনের নীতি-নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান, অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকানো, সম্ভাবনা ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা, খেলাধুলার আইনকানুন তুলে ধরা, সমসময়ের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করা সহ নানান দিকে মনোযোগ দেয় পত্রিকাটি। শুরু থেকেই পাঠকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। খেলাধুলা নিয়ে যে আলাদা পত্রিকা হতে পারে, এমন ভাবনাটাই ছিল অভিনব। এর আগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ করা হলেও তা ছিল স্বল্পায়ুর। যে কারণে তরুণ প্রজন্ম আকর্ষণীয়, মর্যাদাবান ও দায়িত্বশীল এই পত্রিকাটিকে সহজেই লুফে নেয়। তখন ফুটবলের তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে তার প্রতিফলন ঘটে পত্রিকাটিতে। তারকা ফুটবলের ব্যক্তিগত জীবন, অন্তরালের কাহিনী, ক্লাব সংগঠকদের অভিনব সব কৌশল আর খেলোয়াড়দের মনকাড়া ছবি পত্রিকাটির কাটতি দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয়। সে সময় ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়া অন্যান্য খেলাগুলোর প্রচার ছিল খুবই সীমিত। অজনপ্রিয় ও অপ্রচলিত অনেক খেলার ক্রীড়াবিদদেরও ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রসারিত হয় ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতিবৃন্দ

নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব পালন
বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী	০৯.০২.১৯৭২	৩১.০১.১৯৭৫
বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী	০১.০২.১৯৭৫	১৪.০৮.১৯৭৫
তাহের উদ্দিন ঠাকুর	১৫.০৮.১৯৭৫	০৩.১১.১৯৭৫
অধ্যাপক আবুল ফজল	০৪.১১.১৯৭৫	১৮.০৬.১৯৭৬
জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড		
মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯.০৭.১৯৭৬	১৮.০২.১৯৭৯
ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ সাখাওয়াতুল বারী	১৯.০২.১৯৭৯	২৫.০৭.১৯৭৯
শামসুল হুদা চৌধুরী	২৬.০৭.১৯৭৯	১১.০৪.১৯৮২
লে. কর্নেল (অব.) রেজাউল জলিল	১২.০৪.১৯৮২	০৪.০৭.১৯৮৩
মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী	১০.০৭.১৯৮৩	১৬.০৮.১৯৮৩
মেজর জেনারেল কে এম আবদুল ওয়াহেদ	১৭.০৮.১৯৮৩	৩০.০১.১৯৮৭
মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী	৩১.০১.১৯৮৭	২৫.০১.১৯৮৯
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		
মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী	২৬.০১.১৯৮৯	২৫.০৮.১৯৯০
মেজর জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান	২৬.০৮.১৯৯০	১৯.০৩.১৯৯১
প্রতিমন্ত্রী মির্জা আব্বাস	২০.০৩.১৯৯১	১৬.০৫.১৯৯১
প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা	১৭.০৫.১৯৯১	০২.০৪.১৯৯৬
উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল হক	০৩.০৪.১৯৯৬	২২.০৬.১৯৯৬
প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের	২৩.০৬.১৯৯৬	১৫.০৭.২০০১
উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান	১৫.০৭.২০০১	০৯.১০.২০০১
প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল	১০.১০.২০০১	২৮.১০.২০০৬
উপদেষ্টা সি এম শফি সামি	২৯.১০.২০০৬	১১.১২.২০০৬
উপদেষ্টা সফিকুল হক চৌধুরী	১২.১২.২০০৬	১৩.০১.২০০৭
উপদেষ্টা তপন চৌধুরী	১৪.০১.২০০৭	০৭.০৭.২০০৮
জেনারেল মইন উ আহমেদ	০৮.০৭.২০০৭	২০.০৪.২০০৯
প্রতিমন্ত্রী মো. আহাদ আলী সরকার	২১.০৪.২০০৯	২০.১১.২০১৩
প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু	২১.১১.২০১৩	১১.০১.২০১৪
প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার	১২.০১.২০১৪	০৫.০১.২০১৯
প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল	০৭.০১.২০১৯	১০.০১.২০২৪
মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন	১১.০১.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া	০৯.০৮.২০২৪	

ভাবনার নতুন জগৎ। সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো, ক্রীড়াঙ্গনের তথ্য ভাণ্ডারকে শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে পাক্ষিক ‘ক্রীড়াঙ্গত’।

৫.

শুরুতে পত্রিকাটি আধাআধি করে প্রকাশিত হয় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য রাখা হয় দুই টাকা। সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে তদানীন্তন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি কাজী আবদুল আলিমের নাম ছাপা হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রথিতযশা ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার তওফিক আজিজ খান। তিনি ছিলেন দৈনিক বাংলা পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার। একই সঙ্গে ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার দায়িত্ব নিলেও টেকনিক্যাল কারণে তাঁর নাম ছাপা হতো না। অবশ্য ১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই থেকে তাঁর নাম প্রকাশিত হয় অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে। সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। তবে প্রিন্টার্স লাইনে কাজী আবদুল আলিমের

নাম থাকারদ্বারা ২০টি এবং তওফিক আজিজ খানের নামে ২৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদকন্যা করা হয় জিমন্যাস্ট খুরশীদা আখতার খুশীকে। ব্যালেন্স বিম ভঙ্গিতে তাঁর দৃষ্টিনন্দন ছবিটি ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। তখনকার প্রেক্ষাপটে জিমন্যাস্ট পোশাকে তাঁর রঙিন ছবিটি ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী প্রয়াস। কভারের ছবি তোলেন এম এ মতিন আর কভার ডিজাইন করেন সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’র সৈয়দ লুৎফুল হক। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাবেক ফুটবল সেক্রেটারি কাজী শামসুল ইসলামের ‘আরও খেলার মাঠ চাই’-সংক্রান্ত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে যে আবেদন রাখা হয়, তার অভিপ্রায় কখনো ফুরিয়ে যায়নি। বরং যতই দিন যাচ্ছে, এর তাৎপর্য বেড়েই চলেছে। সাবেক অ্যাথলেট সালমা রফিকের ‘মেয়েদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি বর্তমানে নারী ক্রীড়াঙ্গনের যে অগ্রগতি তার একটা ভিত্তি গড়ে দেয়। তিনি এই পত্রিকায় ফুটবলসহ নারীদের খেলাধুলা নিয়ে একধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। বলা যায়, তারই পরম্পরায় বাংলাদেশের নারীরা এশিয়ান কাপ ফুটবলের চূড়ান্তপর্বে খেলার গৌরব

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিববৃন্দ

নাম	দায়িত্ব অহণ	দায়িত্ব পালন
বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা		
কাজী আনিসুর রহমান, অবৈতনিক	০৯.০২.১৯৭২	৩১.০১.১৯৭৫
বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ		
কাজী আনিসুর রহমান, অবৈতনিক	০১.০২.১৯৭৫	১৫.০৬.১৯৭৬
জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড		
কাজী আবদুল আলিম, অবৈতনিক	১৯.০৭.১৯৭৬	৩১.০৩.১৯৭৮
(জেনারেল সেক্রেটারি)		
এম এ রশীদ (সহকারী সচিব)	১৬.০৬.১৯৭৬	০১-০৮-১৯৮২
আখতার হোসেন খান (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০২.০৮.১৯৮২	২৯.১২.১৯৮২
এ এইচ এম শামসুল ইসলাম (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৯.০১.১৯৮৩	২৫.০১.১৯৮৯
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		
এ. এইচ. এম. শামসুল ইসলাম (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৬.০১.১৯৮৯	১২.০১.১৯৯০
আখতার হোসেন খান (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৩.০১.১৯৯০	৩১.০৩.১৯৯২
এ এস এম আলী কবির (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১.০৪.১৯৯২	১৯.০২.১৯৯৫
মো. ফজলুর রহমান (উপসচিব)	২০.২.১৯৯৫	২০.০৮.১৯৯৬
এ এস এম আলী কবির (উপসচিব)	২১.০৮.১৯৯৬	১৮.০৭.১৯৯৯
মাহমুদুল করিম (উপসচিব)	২২.০৭.১৯৯৯	২৭.০৩.২০০১
মো. আলাউদ্দিন (যুগ্ম সচিব)	০৮.০৪.২০০১	০২.০২.২০০২
মো. আব্দুল কুদ্দুস (যুগ্ম সচিব)	০৩.০২.২০০২	১৬.০৪.২০০২
মো. মাসুদ ইলাহী (উপসচিব)	৩০.০৬.২০০২	০৫.০৩.২০০৫
এস এম শিবলী নজির (উপসচিব)	১৬.০৩.২০০৫	১১.১২.২০০৬
মো. আমিনুল ইসলাম খান (উপসচিব)	১২.১২.২০০৬	০৫.০১.২০০৮
মুহাম্মদ আকবর হুসাইন (উপসচিব)	০৬.০১.২০০৮	২৯.০১.২০০৯
ইরতিজা আহম্মদ চৌধুরী (উপসচিব)	০৩.০২.২০০৯	১৮.০৩.২০০৯
মো. শফিক আনোয়ার (উপসচিব)	১৯.০৩.২০০৯	২৬.০২.২০১৩
আহমেদ মোর্শেদ (যুগ্ম সচিব)	২৭.০২.২০১৩	১১.০৯.২০১৩
শিবনাথ রায় (যুগ্ম সচিব)	১২.০৯.২০১৩	২৪.০৫.২০১৫
অশোক কুমার বিশ্বাস (যুগ্ম সচিব)	২৫.০৫.২০১৫	১২.০৮.২০১৭
মো. সহিদউল্লাহ (যুগ্ম সচিব)	১৩.০৮.২০১৭	১০.১২.২০১৭
মো. মাসুদ করিম (যুগ্ম সচিব)	১১.১২.২০১৭	২২.১০.২০১৯
মো. মাসুদ করিম (অতিরিক্ত সচিব)	২৩.১০.২০১৯	৩১.১০.২০২১
পরিমল সিংহ (যুগ্ম সচিব)	০১.১১.২০২১	০৫.০৪.২০২২
পরিমল সিংহ (অতিরিক্ত সচিব)	০৬.০৪.২০২২	১৪.০১.২০২৪
মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি (যুগ্ম সচিব)	১৫.১.২০২৪	

অর্জন করেছেন। প্রথম সংখ্যায় নামে-বেনামে বাংলায় আরও লিখেছেন দৈনিক ইত্তেফাকের ক্রীড়া সম্পাদক বদি-উজ-জামান, ‘অনুস্টপ’ পরিচয়ে দৈনিক বাংলার ক্রীড়া সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, দৈনিক বাংলার বাণীর মাজেদ চৌধুরী, ‘স্টপার’ এবং সে সময়ে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পরিচালক শেখ মুহাম্মদ রুস্তম আলী, বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার মৃণাল কে রায়, ক্রিকেটার রকিবুল হাসান ও ইউসুফ রহমান (বাবু), বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি কিউ এ আলীম প্রমুখ লিখেছেন ইংরেজিতে। অবশ্য এই লেখকরা ক্রীড়া লেখালেখির ক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন না। বিদেশি পত্রিকা থেকে নেওয়া প্রতিবেদনও সেই সংখ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়। তখন তো ক্রীড়া লেখকদের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। ধীরে ধীরে এ পত্রিকাকে ঘিরে সমাবেশ ঘটতে থাকে এক দল তরুণ ও মেধাবী ক্রীড়ালেখক ও ক্রীড়া সাংবাদিকের। ফ্রিল্যান্স ক্রীড়া লেখকেরা অন্যত্র কর্মরত থাকলেও এই পত্রিকায় প্রাণের উচ্ছ্বাসে নিয়মিত লিখতেন। আড্ডায় মশগুল থেকেছেন। অনেকেই ছিলেন শিক্ষার্থী। এই

লেখকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে অসংখ্য ক্রীড়ালেখক ও ক্রীড়া সাংবাদিক লিখে আসছেন। পত্রিকার শুরু থেকে এখনো নিয়মিত লিখে চলেছেন মুহাম্মদ কামরুজ্জামান আর ইকরামউজ্জামান। ১৯৮০ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি শুধু বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। সময়ের পরিক্রমায় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে পত্রিকাটি। শুরুর দিকে ফটোগ্রাফার ছিলেন সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার শামসুল ইসলাম আলমাজী। বছরখানেক পর যোগ দেন খন্দকার তারেক। অঙ্গসজ্জার খণ্ডকালীন দায়িত্বে ছিলেন দৈনিক বাংলা পত্রিকার আহমেদ আলী। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া ধারাবাহিকার আতাউল হক মল্লিক সহকারী সম্পাদক, ‘কিশোর বাংলা’ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাবেক অ্যাথলেট সালমা রফিক সহ-সম্পাদক হিসেবে এই পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ছিলেন কাজী শামসুল ইসলামও। তওফিক আজিজ খান চলে যাওয়ার পর ১৯৭৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আতাউল

হক মল্লিক। তিনি পাঁচ মাস (১৯৭৯ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯৮০ সালের ১ এপ্রিল) দায়িত্বে থাকার সময় প্রকাশিত হয় আটটি সংখ্যা। এরপর ১৯৮০ সালের ১৩ এপ্রিল অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে থাকা বদি-উজ-জামান। একই সঙ্গে তিনি কর্মরত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ২৪৩টি সংখ্যা। ১৯৮৯ সালের ১৫ আগস্ট সংখ্যা প্রকাশ করার পর তিনি চলে যাওয়ায় বেশ কিছু দিন প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদকের নামবিহীন পত্রিকার ৩৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালের ১৫ মার্চ থেকে ১৯৯৬ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার থেকে সম্পাদক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া শামসুদ্দিন মেহেদী হাসান। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১১১টি সংখ্যা। এই নিবন্ধের লেখক ১৯৯৬ সালের ২ নভেম্বর এই পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর তাঁর সম্পাদনায় এ পর্যন্ত ৬৭৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। চলতি সংখ্যা পর্যন্ত (১৬ জুলাই ২০২৫) এ যাবৎ সর্বমোট ১১১৬টি সংখ্যা ‘ক্রীড়াঙ্গত’ প্রকাশিত হয়েছে। পাক্ষিক হিসাব অনুসারে ১১৫২টি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে ৩৭টি সংখ্যা অপ্রকাশিত রয়ে যায়। এর মধ্যে করোনার কারণে ১৫টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ৩৬ পৃষ্ঠা দিয়ে পত্রিকার যাত্রা শুরু হলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৭৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৪০ এবং ১৯৭৮ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ৪৮ পৃষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৮ সালের ১৬ জুন থেকে ৪৮ পৃষ্ঠার পরিবর্তে করা হয় ৬৪ পৃষ্ঠা। অবশ্য প্রায়শই ক্রীড়াঙ্গনের বড় আয়োজন উপলক্ষে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবল সংখ্যায় পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৫২। ২০১৬ সালের ১৬ জুলাই থেকে পুরো পত্রিকা হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা হয়ে আসছে। ২০২০ সালের ১ অক্টোবর থেকে ইনার ৮ পৃষ্ঠা এবং ২০২২ সালের ১৬ জুলাই থেকে ইনার ১৬ পৃষ্ঠা রঙিন করা হয়। অবশ্য নব্বই দশক থেকে দীর্ঘ দিন চার কালারের পোস্টার দেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলাতে কার্পণ করেনি পত্রিকাটি।

৬. ‘ক্রীড়াঙ্গত’-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত কত জনের স্বপ্ন-কল্পনা-ভালোবাসা। এই পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, ছবি কিংবা প্রতিবেদন প্রকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন অসংখ্য খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, রেফারি, আঙ্গারার, জাজ, সংগঠক, পৃষ্ঠপোষকসহ ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই। দেশ-বিদেশের কত সহস্র ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠন কিংবা ক্রীড়াপিপাসুকে নিয়ে প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার ও ছবি ছাপা হয়েছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় ঢাকার বাইরে থাকেন, যাদের অর্জন জাতীয় গণমাধ্যমে আসে না। এ ধরনের প্রতিভাকে আলোকিত করে তাদের জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনতে সহায়তা করেছে ‘ক্রীড়াঙ্গত’। জাতীয় দলের তারকা খেলোয়াড়দের সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত জীবন, অভিজ্ঞতা পছন্দ-অপছন্দ বা ছবি নতুন

প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। অনেক ক্রীড়াবিদ এই পত্রিকার মাধ্যমে তারকা খ্যাতি এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এটা অনেকটাই নির্দিষ্ট বলা যায়, ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকায় যত ক্রীড়াবিদের নাম ও ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তা আর কোথাও হয়নি। অনেকের খেলোয়াড়ি জীবনের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে ‘ক্রীড়াঙ্গত’। ‘জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার’ সহ বিভিন্ন কারণে যখন তথ্য ও ছবির প্রয়োজন পড়ে, তখন অনেকেই এখনো স্মরণাপন্ন হন ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার। বাংলাদেশে পত্রিকাগুলোর খেলাধুলা বিভাগ সীমিত হওয়ার কারণে এই ক্রীড়া ম্যাগাজিন একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে নতুন লেখক, বিশ্লেষক ও গবেষকদের সুযোগ দিয়ে থাকে। স্থানীয় ক্রীড়া সংস্কৃতি গঠনে এই পত্রিকা সহযোগিতা করে আসছে। অনেক জেলার ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং আড়ালে চলে যাওয়া খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদদের তুলে ধরা হয়েছে। সংরক্ষণ করা হয়েছে হারিয়ে যাওয়া অনেক খেলার নানা ঐতিহাসিক তথ্য। এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও গবেষকদের জন্য মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশে ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন সময় অনিয়ম ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়। কখনো কখনো তদন্তমূলক প্রতিবেদন ও মতামতের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান অনেক ক্ষেত্রেই অদৃশ্য থাকে। এই ক্ষেত্রে ‘ক্রীড়াঙ্গত’ বরাবরই সহযোগিতামূলক ও সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে। নারী ক্রীড়াবিদদের এগিয়ে যাওয়া ও তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রাখছে।

৭. বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিতে ‘ক্রীড়াঙ্গত’ শুধু একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি হয়ে উঠে এক ধরনের ক্রীড়া আন্দোলন। পত্রিকাটি মাঠের বাইরের একটি সংগ্রাম, যেটি ক্রীড়ার ভিত্তি মজবুত, খেলোয়াড় তৈরি এবং সমাজকে ক্রীড়ামুখী করে তোলে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদদের তো বটেই, এর বাইরেও স্থান পেয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ক্রীড়াঙ্গন ও

পত্রিকার মূল্যক্রম

২০ জুলাই ১৯৭৭ থেকে ১৫ জুন ১৯৭৯	- ২ টাকা
১৫ জুলাই ১৯৭৯ থেকে ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৩	- ৩ টাকা
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ থেকে ১ জুলাই ১৯৮৫	- ৩.৫০ টাকা
১৫ জুলাই ১৯৮৫ থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯৮৭	- ৪ টাকা
১ নভেম্বর ১৯৮৭ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮	- ৫ টাকা
১৫ জানুয়ারি ১৯৮৭ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯২	- ৬ টাকা
১ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে ১ জুলাই ১৯৯৩	- ৭ টাকা
১৫ জুলাই ১৯৯৩ থেকে ১ জুলাই ১৯৯৭	- ৮ টাকা
১৬ জুলাই ১৯৯৭ থেকে ১৬ মে ১৯৯৮	- ১০ টাকা
১ জুন ১৯৯৮ থেকে ১ জুলাই ২০১৬	- ১৫ টাকা
১৬ জুলাই ২০১৬ থেকে	- ২০ টাকা

অসংখ্য ক্রীড়াবিদের আখ্যান। কত দুর্লভ ছবি, প্রতিবেদন, ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই পত্রিকাটিকে অনায়াসেই ক্রীড়াঙ্গনের আর্কাইভ বা দলিল হিসেবে অভিহিত করা হয়। লেখকের সংখ্যা অগণিত। অনেকেই জীবনের প্রথম আয় বা সম্মানী পেয়েছেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে পাঠকরাও পিছিয়ে নেই। কারও কারও ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক জীবনকে ছুঁয়ে গেছে এই ম্যাগাজিন। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের অনেক রকম স্মৃতি। তবে এতে প্রতিফলিত হয়েছে নানা মত ও নানা পথের চিন্তাভাবনা। কখনো কখনো তাতে হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থ যে ঠাঁই করে নেয়নি, তা বলা যাবে না। পত্রিকা যে সব সময় একই ধারা বা মান বজায় রাখতে পেরেছে, সে দাবি করার সুযোগ নেই। বিভিন্ন কারণে মানের উঠানামা হয়েছে। ‘ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার চলার পথ যে বরাবরই মসৃণ ছিল, তা অবশ্য নয়। নানা চড়াই-উতরাই আর প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সবার চিন্তা-ভাবনা তো আর একই খাতে বয়ে চলে না। নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে পরিবর্তন হলে তার ধাক্কা লেগেছে কখনো কখনো। অনেক ক্ষেত্রে সেই আলোকে চলতে হয়েছে। প্রতিফলন ঘটেছে তাদের ভাবনাচিন্তার। অতীতে অনেকের অনেক অনাহুত উপদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালন করার কারণে মাঝেমাঝে পত্রিকার বন্ধনিষ্ঠতা ও সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমনকি পত্রিকার গতিপথ বদলে দেওয়া কিংবা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এ কারণে কমবেশি তার খেসারত

দিতে হয়। মুশকিল হচ্ছে, পত্রিকা তো আর দশটা কাজের মতো নয়। অন্য সব কিছুর সঙ্গে পত্রিকাকে মেলানো যায় না। এটি একটি সৃজনশীল কাজ। এই কাজের ধারা ও মর্ম বুঝতে না পারলে তার সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব না। সেটা না বুঝতে পারলে পত্রিকার চলার গতি ব্যাহত হয়। তবে কেউ কেউ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভালো-মন্দ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে এই পত্রিকা। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে ‘ক্রীড়াঙ্গত’।

৮.

তবে সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যম মহা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তার অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়ে চলছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। শুরু থেকেই সংবাদপত্র নানা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছে। সেই হাতে কম্পোজ থেকে শুরু করে লাইনো ও ফটো কম্পোজ হয়ে যখন কম্পিউটার কম্পোজ যুগে পা রাখে, তখন ছিল মন্ত এক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে সংবাদপত্রের অনেক কর্মীকে কর্মহীন হতে হয়েছে। সেই দূরবস্থা কাটিয়ে গণমাধ্যম একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়। অনেক দিন চলে কম্পিউটারের রমরমা যুগ। সংবাদপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন দৃষ্টিনন্দন হয়, তেমনিভাবে সহজতর হয়েছে প্রকাশনা। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বকবকে ও স্মার্ট হয়েছে। একটা সময় চলচ্চিত্র, টেলিভিশন সর্বশেষ অনলাইন সংবাদপত্রের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হলেও তাতে অস্তিত্ব সংকটে পড়েনি। অবশ্য ইন্টারনেটের বাড়-বাড়ন্তের কারণে গণমাধ্যমের সেই সুদিন আর নেই। পাঠক ও দর্শকেরা ক্রমাগত অনলাইন প্র্যাটফর্মের আকৃষ্ট হন। হাতের মুঠোয় থাকা মুঠোফোনে দেখা কিংবা জানা যায় পুরো পৃথিবীকে। সে ক্ষেত্রে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গণমাধ্যমে নিজের অবস্থান গড়ে তোলা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। বলতে গেলে সব গণমাধ্যমকর্মীর ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা এবং টেলিভিশনের টিআরপি (টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট) দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। কমছে আয়।

সম্পাদকবৃন্দ



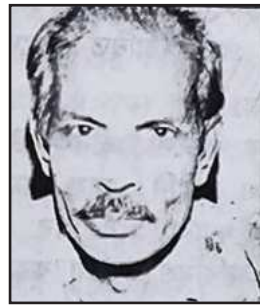
কাজী আবদুল আলিম
(২০ জুলাই ১৯৭৭-১
জুলাই ১৯৭৮) = ২০টি
সংখ্যা



তওফিক আজিজ খান,
অবৈতনিক (১৫ জুলাই
১৯৭৮-১ অক্টোবর ১৯৭৯)
= ২৫টি সংখ্যা



আতাউল হক মল্লিক,
ভারপ্রাপ্ত (১৫ অক্টোবর
১৯৭৯-১ এপ্রিল ১৯৮০) =
৮টি সংখ্যা



বদি-উজ-জামান, অবৈতনিক
(১৫ এপ্রিল ১৯৮০-১৫
আগস্ট ১৯৯০) = ২৪৩টি
সংখ্যা



শামসুদ্দিন মেহেদী হাসান
(১৫ মার্চ ১৯৯২-১
নভেম্বর ১৯৯৬) = ১১১টি
সংখ্যা

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (প্রশাসন)

নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব পালন
মেজর (অব.) আবদুল মুকিত চৌধুরী	২৪-০২-১৯৭৮	৩১-০৮-১৯৭৯
মেজর (অব.) এনামুল হক খান	০১-০২-১৯৮২	৩০-০৬-১৯৯০
মেজর (অব.) আমিনুল ইসলাম খান	০১-০৭-১৯৯০	১০-০২-১৯৯২
ফারুকুল ইসলাম (চলতি দায়িত্বে)	১১-০২-১৯৯২	১৮-১১-১৯৯৪
উইং কমান্ডার (অব.) মহিউদ্দিন আহমেদ	১৯-১১-১৯৯৪	১৪-০৯-১৯৯৬
মেজর (অব.) এনামুল হক খান	১৮-১১-১৯৯৬	১০-০৮-১৯৯৭
মেজর (অব.) আমিনুল ইসলাম খান	১১-০৮-১৯৯৭	৩০-১২-১৯৯৯
খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম	০১-০২-২০০০	০৮-১১-২০০১
ড. মো. আব্দুস সবুর	১১-১১-২০০১	০৮-১২-২০০১
মেজর (অব.) এনামুল হক খান	০৯-১২-২০০১	৩০-১১-২০০৩
এস এম শিবলী নজির	০৫-০১-২০০৪	১৫-০৩-২০০৫
শাহনেওয়াজ চৌধুরী	১৬-০৩-২০০৫	০৯-০৫-২০০৭
মুহাম্মদ আকবর হুসাইন	১০-০৫-২০০৭	০৯-০১-২০০৮
এ বি এম আবদুল ফাতাহ	১০-০১-২০০৮	২৪-০৩-২০০৯
শেখ আতাহার হোসেন	২৫-০৩-২০০৯	১০-০৩-২০১৩
এস এম রেজাউল মোস্তফা কামাল	১১-০৩-২০১৩	১৩-০৮-২০১৩
মো. হাবিবুর রহমান (চলতি দায়িত্বে)	১৪-০৮-২০১৩	১২-০১-২০১৪
জনাব পিয়ুষ কান্তি নাথ	২৪-০২-২০১৪	২৪-০৩-২০১৪
আবদুর রহিম ভূঁইয়া	২৫-০৩-২০১৪	১৫-১১-২০১৫
অশোক কুমার বিশ্বাস	১৬-১১-২০১৫	১৪-০৯-২০১৬
মো. গোলাম রব্বানী	১৫-০৯-২০১৪	১২-০৬-২০১৭
মুগ্ধ শঙ্কর আলী	১৩-০৬-২০১৭	০৮-০৮-২০১৭
মো. শহিদুল্লাহ	০৯-০৮-২০১৭	১০-১২-২০১৭
মো. বিল্লাল হোসেন	১১-২-২০১৮	১০-২-২০১৯
এ বি এম নাসিরুল আলম	২১-০৫-২০১৯	২৩-০৩-২০২০
মো. মাসুদ করিম	২৪-০৩-২০২০	২৪-০২-২০২১
শেখ হামিম হাসান	২৫-০২-২০২১	২৬-১২-২০২৩
পরিমল সিংহ	২৭-১২-২০২৩	১৪-০১-২০২৪
মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি	১৫-০১-২০২৪	

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

(১৬ নভেম্বর ১৯৯৬-)

= ৬৭৪টি সংখ্যা

এবং অন্যান্য যন্ত্রগুলো মানুষের মতো চিন্তা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে, সমস্যা সমাধান করতে ও শিখতে সক্ষম হয়। এটি যেন ম্যাজিকের চেয়েও বড় কিছু। এর কার্যক্রম অভাবিত, অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। এটি মূলত মানুষের জ্ঞানীয় কার্যাবলি যেমন শেখা, যুক্তি প্রয়োগ, ভাষা বুঝতে, চিনতে ও শনাক্ত করতে পারে, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মেশিনগুলো ডেটা বিশ্লেষণ করতে, নিদর্শন শনাক্ত করতে এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চ্যাটজিপিটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে, গুগল ম্যাপ রাস্তার দিকনির্দেশনা দেয়, ছবি থেকে মুখ চিনতে পারে, চালকের সাহায্য ছাড়াই গাড়ি চলতে পারে। আরও কঠিন কঠিন কাজ করছে কিংবা করার অপেক্ষায় আছে, যা কল্পনাকে হার মানিয়ে দিচ্ছে। এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, এর ক্ষমতা অপরিমিত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এআইয়ের শক্তির উৎস কোথা থেকে আসে? এটি মূলত অনুকরণপ্রবণ শক্তির এক প্রযুক্তি, যা তার নাগালে আসে, তা-ই সহজে ধারণ করে নেয়। এই লেখাটি আমার সীমিত জ্ঞানশোনা, বোঝাপড়া বা রেফারেন্স ব্যবহার করে অনেক সময় নিয়ে লিখেছি। এ লেখায় প্রতিফলন ঘটেছে মূলত একজন ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনার। আর এই লেখা যদি এআইকে লিখতে বলা হয়, সে/তিনি কীভাবে লিখবে বা লিখবেন? তার তো তথ্যের কমতি নেই। এ-সংক্রান্ত যত লেখা তার মেমোরিতে আছে, তা থেকে যথাযথ তথ্য নিয়ে চটজলদি লিখে দেবে। প্রকৃত নির্দেশনা পেলে চাহিদা অনুসারে লিখে দিতে একটুও কার্পণ্য করবে না। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। এ যেন রূপকথার সেই দৈত্য। যেকোনো লেখা লিখতে বা সিদ্ধান্ত দিতে চ্যাটজিপিটির তথ্যের উৎস ও পরিধি সেসময় ডেটা অর্থাৎ ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, তাপমাত্রা বা গতি সেসময়; ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ইনপুট অর্থাৎ সার্চ, টাইপ করা লেখা, ভয়েস কমান্ড; রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ যেমন গাড়ির চলাচল; পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় গাড়ির এআই ট্রেনিং, ডিভাইস লজ ও ক্লিক ডেটা অর্থাৎ মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপ ব্যবহারের সময় যেসব ডেটা সংগ্রহ করে। এ ছাড়া অনলাইন ডাটাবেস ও ওয়েবসাইট (উইকিপিডিয়া, নিউজ পোর্টাল, ওয়েব আর্কাইভ ইত্যাদি), বই, আর্টিকেল ও গবেষণাপত্র, ওপেন সোর্স ডেটাসেট (যেমন ইমেজনেট)। তার তথ্য সংগ্রহের ভাণ্ডার কোটি কোটি মানুষের জ্ঞান, মেধা, সৃষ্টিশীলতা থেকে নেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা নিয়ে তথ্যবহুল, গবেষণাধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ লেখা লিখতে এবং আনুষঙ্গিক সবকিছু করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই একজন ব্যক্তির যে ক্ষমতা, তার চেয়ে শতগুণ কর্মক্ষমতা দেখাতে পারে এআই। সে ক্ষেত্রে মানুষের গুরুত্ব কি কমে যাবে না? বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে কোনটা এআই আর কোনটা মানুষের সৃজনকর্ম, সেটা নির্ধারণ

নতুন প্রজন্মকে সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারছে না। এমনকি নতুন প্রজন্মের অনলাইন মিডিয়াও বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ভরশীলতা ও আস্থার সংকটে ভুগছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সব কিছু তছনছ করে দিচ্ছে। এখন মোজো সাংবাদিকতার চল শুরু হয়েছে। একজন ব্যক্তিই একটি মিডিয়া হাউস। যে কারণে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউসগুলো নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। যেকোনো ঘটনা ঘটলে কেউ না কেউ সেখানে পৌঁছে চোখের পলকে লাইভ সম্প্রচার করছে কিংবা সবার আগে তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দ্রুত তথ্য পরিবেশনের শক্তিশালী মাধ্যম হলেও সঠিক তথ্যের অভাব এবং ভুল তথ্যের বিস্তারের কারণে তার গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। কোন তথ্য, ছবি বা ফুটেজ সঠিক, তা নিয়ে সৃষ্টি

হচ্ছে বিভ্রান্তি। এটা গণমাধ্যমের জন্য মারাত্মক এক সংকট তৈরি করেছে। গণমাধ্যমের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে পাঠক ও দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাও জরুরি হয়ে পড়ে। তারপরও মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে অটুট থাকে লড়াই। কিন্তু তাতেও কি আর দুরূহ এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে?

৯.

এই যখন অবস্থা, তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে এআই প্রযুক্তি (Artificial Intelligence)। এটি এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কম্পিউটার

করা সহজ নয়। অবশ্য তা যাচাই করার জন্য ডিটেক্টর টুলও আছে। কিন্তু তার কার্যকারিতা খুব বেশি সন্তোষজনক নয়। তার চেয়ে এআই অনেক বেশি সেয়ানা। তা ছাড়া এআই এখন একদমই প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এটি যখন আরও পরিণত ও পরিপক্ব হবে, তখন এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কত দূর যাবে? এআইয়ের প্রাথমিক ধাক্কাই কাটিয়ে উঠা যাচ্ছে না, অথচ এখনই দুয়ারে কড়া নাড়ছে 'সুপার ইন্টেলিজেন্স'। তা কিন্তু বড় ধরনের একটা দুর্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

১০. অতীতে যে সব প্রযুক্তি এসেছে, তা সীমিত সংখ্যক মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়েছে। একটা পর্যায়ে সেটা রপ্ত করে তার সঙ্গে মানুষ মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এআই তো সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। কী সেই চ্যালেঞ্জ? এই প্রশ্নটাই সরাসরি চ্যাটজিপিটিকে করেছিলাম। তার তাৎক্ষণিক উত্তর হচ্ছে এমন, 'এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তি মানবসভ্যতার জন্য যেমন বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তেমনি এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে। নিচে এআই প্রযুক্তির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হলো:

১. চাকরি ও শ্রমবাজারের জন্য চ্যালেঞ্জ
স্বয়ংক্রিয়তা ও অটোমেশন অনেক পেশাকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে (যেমন: কল সেন্টার, কারখানা শ্রমিক, ট্রাকচালক ইত্যাদি)। এতে বেকারত্ব, পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং অসাম্য বাড়তে পারে।

২. গোপনীয়তা ও নজরদারি
এআই প্রযুক্তি দিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়ে গেছে। রাষ্ট্র ও করপোরেট সংস্থাগুলো নাগরিকের ওপর নজরদারি বাড়াতে পারে (চীন এর বড় উদাহরণ)।

৩. ভূয়া তথ্য ও ডিজিটাল প্রতারণা
ডিপফেইক ভিডিও, বট দিয়ে গুজব ছড়ানো, জেনারেটিভ এআই দিয়ে ভূয়া সংবাদ তৈরি এসব প্রযুক্তি সত্য-মিথ্যার সীমা মুছে দিতে পারে। এতে গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৪. নৈতিকতা ও নিয়ন্ত্রণ
কে ঠিক করবে, কোন কাজ এআই করতে পারবে আর কোনটা নয়?

যুদ্ধ বা সুরক্ষা কাজে ব্যবহৃত 'কিলার রোবট', অবচেতন পক্ষপাত (bias), কিংবা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এআই-এগুলো ভয়ংকর প্রশ্ন তুলে দেয়।

৫. বৈষম্য ও শক্তির কেন্দ্রীভবন
গুগল, অ্যামাজন, ওপেনএআই, মাইক্রোসফটের মতো কিছু প্রতিষ্ঠানই বিশ্বের সেরা এআই নিয়ন্ত্রণ করছে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে এবং উন্নত-অন্নত বিশ্বের মধ্যে প্রযুক্তিগত ফারাক আরও বাড়তে পারে।

৬. অস্তিত্বগত ঝুঁকি (Existential Risk)
ভবিষ্যতে যদি সুপার ইন্টেলিজেন্ট এআই তৈরি হয়, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যই হুমকি হয়ে উঠতে পারে-এমন উদ্বেগ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের অনেকের।

উপসংহার

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (অর্থ)

নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব পালন
মো. নুরুল ইসলাম	০৫-১১-১৯৯৮	১৯-১২-১৯৯৯
আবুল কালাম	০২-০৩-২০০০	৩১-১২-২০০১
মো. গোলাম সরওয়ার ভূঞা	০১-০১-২০০২	২১-০৫-২০০২
বদর উদ্দীন আহমেদ (চলতি দায়িত্ব)	২২-০৫-২০০২	১৫-১১-২০০৭
মুহাম্মদ আকবর হুসাইন	১৬-১১-২০০৭	৩১-১২-২০০৮
মো. গোলাম রহমান মিঞা	০১-০১-২০০৮	২৭-০২-২০১১
শেখ আতাহার হোসেন	২৮-০২-২০১১	২৬-০৩-২০১১
মো. মিজানুর রহমান	২৭-০৩-২০১১	২৩-০৩-২০১৪
মো. সহিদউল্লাহ	১৮-৫-২০১৪	০৬-০৭-২০১৯
এ বি এম নাসিরুল আলম	০৭-০৭-২০১৯	১৫-০৯-২০১৯
তৌহিদুর রহমান খান	১৬-০৯-২০১৯	৩০-০১-২০২২
শেখ হামিম হাসান	৩১-০১-২০২২	০৬-০৬-২০২২
এস এম শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম	০৭-৬-২০২২	১০-১০-২০২২
শেখ হামিম হাসান	১১-১০-২০২২	০১-০১-২০২৩
মো. সাইদুর রশিদ	০২-০১-২০২৩	৩০-১০-২০২৩
মো. শামছুল আলম	৩১-১০-২০২৩	২৭-০১-২০২৪
মো. সাইদুর রশিদ	২৮-০১-২০২৪	২৭-০৪-২০২৪
মাহবুব মোরশেদ সোহেল	২৮-০৪-২০২৪	২৯-০৬-২০২৪
মো. সাইদুর রশিদ	৩০.৬.২০২৪	০৮-০১-২০২৫
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	০৯-০১-২০২৫	

এআই প্রযুক্তি একদিকে মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করেছে, অন্যদিকে তা নৈতিক, সামাজিক ও অস্তিত্বগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

সতর্ক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও মানবিক মূল্যবোধ ছাড়া এআই একটি বিপজ্জনক ভবিষ্যতের দিকে নিতে পারে।'

১১.

মানবজাতি যেখানে বিপজ্জনক ভবিষ্যতের মুখোমুখি, সেখানে একটি ক্রীড়া ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? বিষয়টি অবশ্যই ভাবনার দাবি রাখে। তবে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, এআই প্রযুক্তির নিজস্ব কোনো চিন্তা-ভাবনা বা বুদ্ধিমত্তা নেই। মানুষ যেমন মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে, এআইও তেমনিভাবে মানুষের প্রস্তুতকৃত তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য আহরণ করে থাকে। (এই লেখাটাও হতে পারে এআই প্রযুক্তির তথ্য সংগ্রহের একটা উৎস।) সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আবেগ ও সৃজনশীলতায় অনেক এগিয়ে। আর এআই তো মানুষের সৃষ্টি। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা ও নৈতিক বোধ প্রযুক্তির পক্ষে অনুকরণ করলেও সম্পূর্ণভাবে ধারণ করা সম্ভব নয়। একজন কবি, শিল্পী অথবা মা-বাবা যেভাবে অনুভব করে বা সিদ্ধান্ত নেয়, তা এখনো কেবল মানুষই পারে। প্রযুক্তি অনেক কিছু শেখে, কিন্তু তা মানুষের শেখার গভীরতা, প্রেক্ষাপট বোঝা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার

ক্ষমতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। মানুষ পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়, যা প্রযুক্তির জন্য কঠিন। প্রযুক্তিকে তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ। যদিও এআই উন্নত হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে মানুষের ওপর। তা যা-ই হোক, চিন্তায়, নৈতিকতায়, অনুভব ও সৃষ্টিশীলতায় মানুষের তুলনা হয় না। তবে এটা অনুধাবন করতে হবে, প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে সহ-অবস্থান করাটাই যথাযথ পদক্ষেপ। প্রকৃত অর্থে মানুষ এবং প্রযুক্তি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং হতে পারে পরিপূরক। মানুষ ও প্রযুক্তি একসঙ্গে কাজ করলে সভ্যতার আরও অগ্রগতি সম্ভব।

এআইয়ের যুগে ক্রীড়া ম্যাগাজিন হয়তো তার পুরোনো রূপ হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু সচেতনভাবে রূপান্তর ঘটাতে পারলে এটি টিকে থাকবে। ভবিষ্যতের ক্রীড়া সাংবাদিকতায় মানবিক গল্প, নতুন ভাবনা ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই হতে পারে এর মূল অস্ত্র। এআই হয়তো তথ্য দিতে পারে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ক্রীড়ালেখক বা ক্রীড়া সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষমতা তার নেই। এখনো মানবিক দক্ষতায় পিছিয়ে আছে। যে তথ্য ও ইতিহাস আড়ালে রয়ে গেছে, তা কিন্তু প্রযুক্তির ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছে। সেটা কেবল মানুষই খুঁজে বের করতে পারে। নতুন কিছুর উদ্ভাবন ও চিন্তা-ভাবনা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ কারণে সৃষ্টিশীলতা ও নস্টালজিয়ার বিকল্প নেই। ক্রীড়া-সংক্রান্ত ফিচার

লেখা, গবেষণা, স্মৃতিচারণা, গল্পধর্মী কনটেন্ট, স্থান-কাল পেরিয়ে যাওয়া লেখাগুলোর আবেদন এখনো মানুষ-নির্ভর। লোকাল ও কালচারাল প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রযুক্তির অধরা হয়ে আছে। স্থানীয় খেলার খবর, আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক দিকগুলো একজন স্থানীয় সাংবাদিকই ভালো তুলে ধরতে পারেন। তদুপরি এআইকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু করা যাচ্ছে। মুদ্রিত ম্যাগাজিন ও ডিজিটাল মিলিয়ে হাইব্রিড মডেল চালু হয়েছে। এআইকে সহকারী হিসেবে ব্যবহার করে সাংবাদিকরা আরও দ্রুত ও তথ্যবহুল লেখা লিখতে পারছেন। ইন্টার্যাকটিভ ম্যাগাজিন-ভিডিও, অডিও ক্লিপ, গ্রাফিকসযুক্ত ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করে পাঠকের সম্পৃক্ততা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ সবার যুগোপযোগী ভার্শন হতে পারে আগামী দিনের ক্রীড়া ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু।

তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যে সব উৎস বা মাধ্যম থেকে চ্যাটজিপিটি বা চ্যাটবট বাংলাদেশ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বা জ্ঞান আহরণ করে, তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন বা সংশয় রয়ে যায়। পৃথিবীতে বাংলাদেশ এক আশ্চর্য দেশ, যার তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ নয় এবং তাতে যথেষ্ট ভেজাল রয়েছে। কোনটা ঠিক আর কোনটা বৈঠক, তার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কোথাও না কোথাও গড়বড় রয়ে যায়। চ্যাটবট হয়তো আপনার নির্দেশনা মারফিক কাজ করে দেবে। সেটা 'ওপর দিয়ে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট' হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর সত্যতা যাচাই করা সহজ নয়। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কাজ



করতে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতা বেশি বেশি হতে পারে। অবশ্য নিখাদ তথ্য আসবে কোথা থেকে? ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে এ দেশে গবেষণামূলক কাজ হয় না বললেই চলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা হয় প্রতারক স্মৃতি কিংবা শোনা কথা থেকে। সেটাই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চ্যাটজিপিটি তো নিজের মেধা খাটিয়ে গবেষণা করে না, যা তার নাগালে পায়, সেটা দিয়েই দায় সারে। আর যা-ই হোক, বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে চ্যাটবটের সহায়তা নিলেও তার সবটাই এখন পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করার কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। অবশ্য যাঁরা ভাবতে চান না, তাঁদের এসবে কিছু আসে যায় না। যায় না বলেই ভুলভুলাইয়া

তথ্যের জগতে আমাদের হাবুডুবু খেতে হয়। যতই 'আলাদিনের চেরাগ' থাকুক না কেন, তা থেকে চ্যাটজিপিটি আমাদের কীভাবে উদ্ধার করবে?

১২.

এত কিছু পরও হালের 'ক্রীড়াঙ্গন' এখনো তার নিজস্ব স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অটুট রেখে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এই পত্রিকায় যেভাবে তুলে ধরা হয়, তার কোনো বিকল্প গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই পত্রিকায় যেভাবে স্থান করে নিয়েছে, তা আর কোথাও তেমনভাবে লিপিবদ্ধ নেই। আর্কাইভ হিসেবে এই পত্রিকা কখনো গুরুত্বহীন হয়ে যাবে না। অন্তত এ কারণে ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থে এই পত্রিকার টিকে থাকাটা অতীব জরুরি। আর সেটা করতে হলে এআই প্রযুক্তির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতেই হবে। সেটা হবে মেধার সঙ্গে প্রযুক্তির লড়াই। টিকে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট সবার যথাযথ প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, 'একজন মানুষ ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু পরাজিত হতে পারে না'। মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপন্যাস 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'তে হাল ছেড়ে না দেওয়া বৃদ্ধ জেলে সাতিয়াগো তাঁর অদম্য সংকল্প থেকে অমর এই উক্তি করেছেন। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিশ্চয়ই আমাদের অনুপ্রাণিত করে থাকে। এআই যত মহাশক্তিধর হোক না কেন, তাকে তো গড়ে তুলেছে মানুষ, টেকাও নিশ্চয়ই মানবজাতি দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে 'ক্রীড়াঙ্গন' পত্রিকা কেন পিছিয়ে থাকবে?

(এই লেখায় এআই-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।)

ক্রীড়াঙ্গন পত্রিকার প্রকাশিত মোট সংখ্যা

প্রথম বর্ষ	(২০ জুলাই ১৯৭৭-১ জুলাই ১৯৭৮)	= ২০টি	২৫তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০১-১ জুলাই ২০০২)	= ২৪
দ্বিতীয় বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৭৮-১৫ জুন ১৯৭৯)	= ২০	২৬তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০২-১ জুলাই ২০০৩)	= ২৪
তৃতীয় বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৭৯-১ জুলাই ১৯৮০)	= ১৯	২৭তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৩-১ জুলাই ২০০৪)	= ২৪
চতুর্থ বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮০-১ জুলাই ১৯৮১)	= ২২	২৮তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৪-১ জুলাই ২০০৫)	= ২৪
পঞ্চম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮১-১ জুন ১৯৮২)	= ২৩	২৯তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৫-১ জুলাই ২০০৬)	= ২৪
ষষ্ঠ বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮২-১ জুলাই ১৯৮৩)	= ২৪	৩০তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৬-১ জুলাই ২০০৭)	= ২৪
সপ্তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৩-১ জুলাই ১৯৮৪)	= ২৪	৩১তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৭-১ জুলাই ২০০৮)	= ২৪
অষ্টম বর্ষ	(১০ আগস্ট ১৯৮৪-১ জুলাই ১৯৮৫)	= ২২	৩২তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৮-১ জুলাই ২০০৯)	= ২৪
নবম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৫-১ জুলাই ১৯৮৬)	= ২৪	৩৩তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০৯-১ জুলাই ২০১০)	= ২৪
দশম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৬-১ জুলাই ১৯৮৭)	= ২৪	৩৪তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১০-১ জুলাই ২০১১)	= ২৪
একাদশ বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৭-১ জুলাই ১৯৮৮)	= ২৪	৩৫তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১১-১ জুলাই ২০১২)	= ২৪
দ্বাদশ বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৮-১ জুলাই ১৯৮৯)	= ২৩	৩৬তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১২-১ জুলাই ২০১৩)	= ২৪
ত্রয়োদশ বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৮৯-১ জুলাই ১৯৯০)	= ২৪	৩৭তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৩-১ জুলাই ২০১৪)	= ২৪
১৪তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯০-১ জুলাই ১৯৯১)	= ২২	৩৮তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৪-১ জুলাই ২০১৫)	= ২৪
১৫তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯১-১ জুলাই ১৯৯২)	= ২৪	৩৯তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৫-১ জুলাই ২০১৬)	= ২৪
১৬তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯২-১ জুলাই ১৯৯৩)	= ২৪	৪০তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৬-১ জুলাই ২০১৭)	= ২৪
১৭তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯৩-১ জুলাই ১৯৯৪)	= ২৪	৪১তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৭-১ জুলাই ২০১৮)	= ২৪
১৮তম বর্ষ	(২১ জুলাই ১৯৯৪-১ জুলাই ১৯৯৫)	= ২৪	৪২তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৮-১ জুলাই ২০১৯)	= ২৪
১৯তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯৫-১ জুলাই ১৯৯৬)	= ২৪	৪৩তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০১৯-১৬ আগস্ট ২০২০)	= ১৯
২০তম বর্ষ	(১৫ জুলাই ১৯৯৬-১ জুলাই ১৯৯৭)	= ২৩	৪৪তম বর্ষ	(১ সেপ্টেম্বর ২০২০-১ জুলাই ২০২১)	= ১৭
২১তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ১৯৯৭-১ জুলাই ১৯৯৮)	= ২৪	৪৫তম বর্ষ	(১ সেপ্টেম্বর ২০২১-১ জুলাই ২০২২)	= ২১
২২তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ১৯৯৮-১ জুলাই ১৯৯৯)	= ২৪	৪৬তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০২২-১ জুলাই ২০২৩)	= ২৪
২৩তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ১৯৯৯-১ জুলাই ২০০০)	= ২৪	৪৭তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০২৩-১ জুলাই ২০২৪)	= ২৪
২৪তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০০০-১ জুলাই ২০০১)	= ২৪	৪৮তম বর্ষ	(১৬ জুলাই ২০২৪-১ জুলাই ২০২৫)	= ২৪

সর্বমোট প্রকাশিত সংখ্যা ১১১৬ (১৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)। ১১৫৩টি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। নানা কারণে ৩৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে করোনার কারণে ১৫টি সংখ্যা।



এ ছবি কার-৬০৭-এর সঠিক উত্তর
ক্রিকেটার
বৈভব সূর্যবংশী

এ ছবি কার-৬০৭ বিজয়ী
আশা আক্তার, হোছলা
ফকিরহাট, বাগেরহাট

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

-সম্পাদক

এ ছবি কার-৬০৭ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মর্জিনা সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ২। সুমাইয়া আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী চট্টগ্রাম; ৩। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ৪। ইরম জাহান, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ৫। শাহনাজ বেগম, গ্রাম-মমিনপুর, ডাকঘর-সোমপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ৬। রাশিদা বেগম, গ্রাম-মান্দারি, ডাকঘর-পাটবাজার, থানা+জেলা-লক্ষ্মীপুর; ৭। জীবন রহমান, গ্রাম-আসমানিয়া,

এ ছবি কার?-৬০৯



এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'।

-সম্পাদক

ছবিটির নাম.....
উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা.....
.....
.....মোবাইল.....

ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ৮। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপাড়া, ডাকঘর-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ; ৯। সেলিনা হাসান, শ্রীকর্ষণপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ১০। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম-লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ১১। আকলিমা বেগম, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর-মকবুলাবাদ, থানা-চকোরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ১২। আব্দুল মমিন খান, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১৩। সবুজ সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৪। আক্তার সরদার, গ্রাম-নাঙলা,

ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৫। রিনা সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৬। ফারজানা, হোছলা, ফকিরহাট, বাগেরহাট; ১৭। গোলাম রাব্বি, হোছলা, ফকিরহাট, বাগেরহাট; ১৮। আশা আক্তার, হোছলা, ফকিরহাট, বাগেরহাট; ১৯। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ২০। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।



বাংলাদেশ উত্তর ফেডারেশন আয়োজিত 'জাতীয় উত্তর কোচেস ট্রেনিং কোর্স-২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মাহবুব-উল-আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চীনা দূতাবাসের কাউন্সিলর লী শাওপেং। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল আ স ম রিদওয়ানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শিহু দিলদার হাসান দিলু।

তাদের স্বপ্ন যেন শেষ হয়ে না যায়

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার



প্রাচী নিয়ামুল হাসান



মুসা আল গনি



সৈকত বড়ুয়া



আদিব মিয়া



মোহাম্মদ আয়াজ



ইকরামুল কাসপারি হক

এটি কোনো ম্যাচ নয়। ছিল না সিনিয়র জাতীয় দলের ট্রায়াল। এমনকি জুনিয়র জাতীয় দলে কোনো ফুটবলার নেয়ার জন্য পরীক্ষা পর্বও নয়। লাল-সবুজ জার্সিতে খেলতে চান ৫০ জনেরও বেশি প্রবাসী। তাদেরই ট্রায়াল ২৮, ২৯ ও ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে। সেই ট্রায়াল দেখতে এত দর্শকের ভিড় হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে, তা কারও কল্পনাতেও ছিল না। প্রথম দুই দিন ছিল ব্যাসিক এবং টেকনিক্যাল দিকের ট্রায়াল। শেষ দিনে ছিল ম্যাচ। এই ম্যাচ দেখতে দর্শকদের জন্য গ্যালারি ছিল উন্মুক্ত। আর তাতেই ফুটবলপ্রেমীদের ঢল। হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ১৪টি দেশ থেকে আসা প্রবাসী ফুটবলারদের ট্রায়াল দেখতে। তবে ট্রায়াল শেষে কোনো বিদেশিই সুসংবাদ পাননি। তাদের আরও দেখবেন বাফুফের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচরা। তবে যে প্রক্রিয়াই ট্রায়াল হয়েছে, তাতে যোগ্য কোনো ফুটবলারের বাদ পড়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে প্রশ্ন যোগ্য আসলে কজন। যদিও বাফুফের টেকনিক্যাল



ডিরেক্টর সাইফুল বারী টিটু জানিয়েছেন, আমরা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের জন্য এই ফুটবলারদের কয়েকজনকে ডাকতে পারি। তবে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলে খেলার মতো কোনো ফুটবলারের বয়স নেই। সিনিয়র জাতীয় দলে খেলার মতোও কাউকে পাওয়া যায়নি।

বাফুফের টার্গেট ছিল অনূর্ধ্ব-১৭ থেকে অনূর্ধ্ব-২৩ এই বয়স শ্রেণির জন্য প্রবাসী ফুটবলার নেওয়া। তবে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কারুরই বয়স ১৭ বছরের নিচে নয়। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইতালি থেকে চারজনকে ট্রায়ালে ডেকেছিল। তাঁদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ফারজাদ আফতাব এবং ইতালির আবদুল কাদেরকে জাতীয় দলে নিতে পেরেছিল। এর মধ্যে অনূর্ধ্ব-১৯ সাফে অবশ্য মালদ্বীপের বিপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য খেলতে পেরেছিলেন কাদির।

এবারের ট্রায়াল দিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ছাড়াও স্পেন, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, রাশিয়া,

মালয়েশিয়া থেকেও ফুটবলার আসেন। শুধু তারাই আসেননি, তাঁদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনও এসেছিলেন। এক উচ্চলয় বাংলাদেশও ঘুরে বেড়ানো হয়ে গেছে তাঁদের। সঙ্গে জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দলে খেলার জন্য ট্রায়াল দেওয়া। তাঁদের এই যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সেটাই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের ফুটবলে সিডিকেট শব্দটা এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত। নির্দিষ্ট ক্লাবের ফুটবলারকে জাতীয় দলে নেয়া, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্য ক্লাবের ফুটবলারকে না নেয়া, প্রবাসী ফুটবলার এলে তাঁদের আগেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া, প্র্যাকটিস বা অনুশীলনের সময় তাদের বল না দেওয়া, যাতে সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারে সেই অপচেষ্টা চলতে থাকে। অবশ্য এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে এই ভিডিওগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাই সফল হয় না কোচ- ফুটবলারদের এই সিডিকেট। তবে ম্যাচে কিন্তু কিছু ক্ষতি হয়েই যায়।

এবার বাংলাদেশে আসা ফুটবলারদের

মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের নিচু স্তরের লিগে খেলেন। অষ্টম ডিভিশন পর্যন্ত আছে। অনেকেই আবার ফিট নন। কারও এখন খেলা



ওয়াইজকুরনী খান নক্ষত্র

নেই। অনেকেই মনে করেছেন যেহেতু তাঁরা বিদেশে থাকেন সেখানে খেলাধুলা করেন তাই বাংলাদেশে এলেই ট্রায়াল দিয়ে টিকে যাবেন। আসলে বাংলাদেশের ফুটবলও অনেক এগিয়েছে, এখনকার ফুটবলাররাও অনেক দক্ষ। এই প্রসঙ্গেই বাফুফের কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটনের বক্তব্য ছিল, প্রবাসীরা যাঁরা আসবেন তারা যেন যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েই বাংলাদেশে আসেন। আসলেই টিকে যাবে এই ধারণা যেন না থাকে।

এবার ট্রায়াল দিতে এসেছেন ইংল্যান্ডের প্রাচী নিয়ামুল হাসান। এই মিডফিল্ডারের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি ইংল্যান্ডের সপ্তম ডিভিশনের দল একোটা এফসির খেলোয়াড়। ইউএফসিয়ার খেলোয়াড় মুসা আল গনি। ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ডের ৬ষ্ঠ ডিভিশনে খেলেন তিনি। তার পজিশন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড। তার বাবার বাড়ি হবিগঞ্জের জকিগঞ্জে। প্রাচী নিয়ামুলের মতো মুসারও বাংলাদেশে ট্রায়াল দিতে আসার নেপথ্যে ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলার হাজমা চৌধুরী। প্রাচীর অবশ্য প্রিয় জামাল ভূঁইয়া।

আলেভো মারমাইয়ার খেলোয়াড় সৈকত বড়ুয়া। এই ক্লাবটি স্পেনের মাদ্রিদে। ক্লাবটি প্রতিনিধিত্ব করছে মাদ্রিদের ৫ম ডিভিশনে। চট্টগ্রামে জন্ম সৈকতের। ২০১৭ সালে ৮ বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে বাবা মায়ের সঙ্গে স্পেনে চলে যান। তাই ভালো বাংলা বলতে পারেন এই খেলোয়াড়। তার দেওয়া তথ্য, লিখন নামে আরেকজন বাংলাদেশি প্রবাসী আছে যিনি পরে ঢাকায় আসবেন ট্রায়াল দিতে। খেলেছেন আলমেরিয়াতে।

ঢাকার ফুটবলের এক সময়ের খেলোয়াড় টাঙ্গাইলের জাহিদুর রহমান খান কাকন। তার ছেলের নাম ওয়াইজকুরনী খান নক্ষত্র। আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। এখন আছেন

মালয়েশিয়ায়।

রাশিয়ার মস্কো থেকে এসেছেন রিকাত আলী আবদুরোভিচ। তিনি গোলরক্ষক। মস্কোর



রিকাত আলী আবদুরোভিচ

খিলিয়া সোভিতভ ক্লাবের যুব দলের গোলরক্ষক তিনি। তার বাবার বাড়ি নোয়াখালীতে। সুইডেন থেকে আগত নাসিফ মারজুক। ইয়ুফকুসনভ ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মিডফিল্ডার তিনি। তার বাবার বাড়ি কিশোরগঞ্জ।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে এসেছেন সিমন। ভিয়েনার হেলেন্সগার ক্লাবে খেলতেন। এবার দনসতাত ক্লাবে ডাক পেয়েছেন ট্রায়ালে। অনূর্ধ্ব-১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলারের বাংলাদেশে ট্রায়াল দিতে আসার প্রেরণা জামাল ভূঁইয়া। সিমনের দাদার বাড়ি ময়মনসিংহ। সুইডেন থেকে আসা আরেক ফুটবলার অদিব মিয়া। লেফট ব্যাক পজিশনের এই খেলোয়াড় স্থানীয় সংগেপ্যারিস আইকেতে খেলেন।

ইংল্যান্ড থেকে আসা ইফাজ আহমেদের বাবার বাড়ি ঢাকা। মায়ের বাড়ি মৌলভীবাজার। লন্ডনের উনহাশম ক্লাবে খেলেন ইব্রাহিম নেওয়াজ। তার পিতৃপুরুষের বাড়ি সিলেট। ইতালি থেকে এসেছেন ইয়াসির হোসেন। সেখানে ৫ম ডিভিশনের ক্লাব গিয়েগো পার্দোভাতে খেলেন। ইংল্যান্ড থেকে আসা আরেক ফুটবলার রিজওয়ান।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার ছেলে সাকির নাসির। আগামীতেও ফের বাংলাদেশে আসার আশা তার। সাকিরের এই বাংলাদেশে ট্রায়াল দিতে আসার নেপথ্যে কাজ করেছে হামজা চৌধুরী ও কানাডাপ্রবাসী শমিত সোম। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়াতে থাকেন আরমান মোহাম্মদ আয়াজ। এই স্ট্রাইকার খেলেন ইউপিএফসিতে। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। তবে ট্রায়ালে কোনো গোল করতে না পারায় হতাশ তিনি। এরপরও স্বপ্ন দেখছেন লাল-সবুজ জার্সি গায়ে তোলার।

বাবা বাড়ি ঢাকা। আর মা লিথুনিয়ান। ইংল্যান্ড থেকে আসা এই ফুটবলারের নাম ইকরামুল কাসপার হক। দীর্ঘদেহী কাসপার হক আশাবাদী

একদিন বাংলাদেশ খেলবে বিশ্বকাপ ফুটবলে। মালয়েশিয়া থেকে এসে ট্রায়াল দিয়েছেন তামজিদ রহমান। মালয়েশিয়ায় অবস্থিত



সিমন

স্পেনের ভিলারিয়াল সিএফ এর খেলোয়াড় তিনি। সেখানে ডিভিশন লিগ টুতে খেলেন। তিনি তাদের ট্রায়াল দেখতে আসা দর্শকদের ধন্যবাদ দেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা মুক্তাদির করিম। তার খালা কলি খুব খুশি উৎফুল্ল। ভাগ্নে সুদূর আমেরিকা থেকে এসে বাংলাদেশে ট্রায়াল দিচ্ছেন। তার মামা তপন চান বাফুফে যেন নিয়মিতই প্রবাসীদের এই ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে। তার মতে, এই কাজ আরও আগে শুরু করলে আরও খেলোয়াড় পাওয়া যেত।

ডেনমার্ক প্রবাসী সাকিব মাহমুদের উদ্যোগেই এই প্রবাসীরা বাংলাদেশে এসেছেন ট্রায়াল দিতে। সাকিব মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম। আগামীতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী ফুটবলাররাও ঢাকায় এসে ট্রায়াল দিয়ে যাবেন।

সোজা কথা স্রেফই হামজা চৌধুরী বাংলাদেশ দলে খেলার পরই প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ জাগে বাংলাদেশে এসে খেলার। যে গুরুটা প্রথম করেছিলেন জামাল ভূঁইয়া। এরপর রিয়াসাত ইসলাম, ফারহান খান, যোসেফ নূর, তারিক কাজী, রাহবার, জুলকারনাইন, আহরাম ইসলাম, নবাব, মাহাদী ইউসুফ খানরা বাংলাদেশ দলে ট্রায়াল দেন। রিয়াসাত, যোসেফ, ফারহান, নবাব এবং মাহাদী ইউসুফ ছাড়া সবাই বাংলাদেশ দলে খেলেছেন।

জাতীয় স্টেডিয়ামে তিন দিনের ট্রায়ালে দর্শকদের ঢল। সেটাই বলে দিচ্ছে ফুটবলপ্রেমীরা এমন প্রবাসীই চায় যারা বাংলাদেশ দলকে সার্ভিস দিতে পারবে। এবার ইনজুরির জন্য কয়েকজন প্রবাসী ট্রায়াল দিতে পারেননি। কেউ কেউ সময় সুযোগই করতে পারেননি। তবে এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। আর জামাল ভূঁইয়াকে যখন প্রথমে বাদ দিয়েছিল কিছু স্থানীয় কোচ তাদের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

শব্দজট-৬৩০							
ম	ন	ন	রে	জা	নী	ড়	ও
ঙ							য়া
ন		শ্রা	ব	ণ		না	দি
আ		ব				হি	ফা
লী		ণী		র	শি	দ	আ
	দা						হ
সো	বা	হা	না	মো	স্তা	রি	মে
		সি					দ
মি	জা	নু	র	র	হ	মা	ন

শব্দজট-৬৩২							
১							
		২					৩
৪							
						৫	
৬							
						৭	
		৮					

শব্দজট-৬৩০ বিজয়ী

আখতার সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর- তিলই
থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে
ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট
সাইজ ছবি আগামী ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য
অনুরোধ করা যাচ্ছে।
-সম্পাদক

নাম

ঠিকানা

.....

.....

মোবাইল

শব্দজট-৬৩০ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপড়া, ডাকঘর-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ; ২। আব্দুল মমিন খান, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ৩। সেলিনা হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৪। জীবন রহমান, গ্রাম-আসমানিয়া, ডাকঘর-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ৫। মার্জিয়া সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ৬। সুমাইয়া আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী চট্টগ্রাম; ৭। রাশিদা বেগম, গ্রাম-মান্দারি, ডাকঘর-পাটবাজার, থানা+জেলা লক্ষ্মীপুর; ৮। ফারজানা ইসলাম, গ্রাম-লামচরী, ডাকঘর-কাটাখালী, থানা-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর; ৯। শাহনাজ বেগম, গ্রাম-মমিনপুর, ডাকঘর-সোমপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ১০। আক্বাহ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১১। আকলিমা বেগম, গ্রাম-দরবেশকাটা, ডাকঘর-মকবুলাবাদ, থানা-চকোরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ১২। ইরম জাহান, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ১৩। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৪। সোহাগ, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। সোহেল, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। মিল্টন মোল্লা, বাড়ি-২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। সানজিদা মাহবুব (সায়মা), প্রযত্নে- মাহাবু, ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ১৮। রিনা সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ১৯। রোজিনা ইব্রাহীম শিখা, প্রযত্নে- ওবায়দউল হক ভবন, (২য় তলা), গ্রাম-জামালপুর, ডাকঘর-বারইয়ারহাট, থানা-জোরারগঞ্জ, উপজেলা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম; ২০। আখতার সরদার, গ্রাম-নাঙলা, ডাকঘর-

শব্দজট ৬৩২-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি :

১। সর্বশেষ ফেডারেশন কাপ ফুটবলে ফাইনালে 'ম্যান অব দ্য ফাইনাল' চ্যাম্পিয়ন দলের গোলরক্ষক। ২। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে খেলা ফিফার অনুমতি পাওয়া কানাডা প্রবাসী ফুটবলার। ৪। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাফ জয়ী অধিনায়ক। ৫। ভারতীয় ডানহাতি ফাস্ট বোলার। ৬। সর্বশেষ ফেডারেশন কাপ ফুটবলে 'টুর্নামেন্ট সেরা' রানার্সআপ দলের গোলরক্ষক। ৮। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক।

সূত্র : উপর-নিচ

১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার। ৩। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় শতক হাকানো ব্যাটসম্যান। ৭। খেলার শুরুতে সাধারণত যা হয়।

মো. আব্বাস উদ্দিন, প্রযত্নে- পাটওয়ারী বাড়ি, দরবেশকাটা, পোস্ট-মকবুলাবাদ, থানা- চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার।

তিলই, থানা-ডামুড্যা, জেলা-শরীয়তপুর; ২১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরবাংলা রোড, খুলনা; ২২। মোছা. পারুল আক্তার, হোল্ডিং-৯৯, রোড-১৩১, হাউজিং এটেন্সি, খালিশপুর, খুলনা; ২৩। মো. সাইফুল ইসলাম, হোল্ডিং-৯৯, রোড-১৩১, হাউজিং এটেন্সি, খালিশপুর, খুলনা।

চ্যাম্পিয়ন 'কাইট' রানার্সআপ 'ফেলকন'

প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের জুনিয়র শাখার আন্তঃহাউস বাল্কেটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান জুনিয়র স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক ইসরাত নূরের সঞ্চালনায় প্রেসিডেন্সি জুনিয়র স্কুলের উপাধ্যক্ষ ফিরোজ আহমদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাধ্যক্ষ সালমা আক্তার, চীফ কো-অর্ডিনেটর

রউজাতুল জান্নাত এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের মোট ৪টি হাউজ দুই গ্রুপে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে- কাইট, ফেলকন, হক ও ঙ্গল। ছেলেদের গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় হাউজ 'কাইট', রানার্সআপ হয় হাউজ 'ফেলকন'। মেয়েদের গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় হাউজ 'হক', রানার্সআপ হয় হাউজ 'কাইট'। এ ছাড়া জুহায়ের সাইফান ও আকসা জান্নাত চৌধুরী সর্বোচ্চ স্কোরের জন্য পুরস্কার অর্জন করে। অন্যদিকে ওয়াসি উদ্দিন আহমেদ ও আকসা জান্নাত চৌধুরী টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হওয়ার পুরস্কার অর্জন করে।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুলের পর্তুগিজ তারকা দিয়েগো জোতা

মেহেদী হাসান জনি



জীবন বড়ই অদ্ভুত। কখন যে থমকে দাঁড়ায়, কেউ জানে না। উল্লাস-আনন্দ হঠাৎই রূপ নেয় বিষাদে। এমনই এক মর্যাদাসিক পরিণতির শিকার লিভারপুলের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়েগো জোতা। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মাত্র ২৮ বছর বয়সেই পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে। দুর্ঘটনায় পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের ভাই আন্দ্রে সিলভাও মারা গেছেন। জোতার মতো সিলভাও ফুটবলার ছিলেন। পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব পেনাফিয়েলে খেলতেন ২৬ বছর বয়সী সিলভা। আটলান্টিকের উপকণ্ঠে পর্তুগিজ নগরী পোর্তো। যেখানে ১৯৯৬ সালে জন্ম নেন দিয়েগো জোতা। মহাসাগরের মতো মহাকাব্যিক ক্যারিয়ার বা দীর্ঘজীবন হয়তো পাননি তিনি। ২৮ বছরের জীবনে দেশের হয়ে মহাদেশীয় দুটি ট্রফি জিতেছেন। ক্লাব ক্যারিয়ারে শতাধিক গোল, জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব আর তিন সন্তানও জোতার বায়োগ্রাফিতে এই উপাদানগুলোই মুখ্য। পর্তুগাল ও লিভারপুলের রক্তিম জার্সির মতোই দুর্ঘটনায় মহাসড়কে রক্তাক্ত দেহ জানান দিল এভাবে জোতা অধ্যায় শেষ না হলেও পারত। তবে ভাগ্যবিধাতা হয়তো এমন কিছুই লিখে রেখেছিলেন।

গত ৩ জুলাই স্পেনের জামুরায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সহোদর নিহত হন এ লিভারপুল মিডফিল্ডার।

গত মাসেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন জোতা। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা রুট কার্ডোসোর সঙ্গে ২২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। সম্ভ্রতি সামাজিক মাধ্যমে বিয়ের একটি ছবি প্রকাশ করেন রুট, যার ক্যাপশনে জোতা পত্নী লেখেন, আমার স্বপ্ন সত্যি হলো। সেই ছবির

কমেন্ট বক্সে জোতা লেখেন, আমি ভাগ্যবান। এই দম্পতির দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। সদাই শুরু হওয়া এক পারিবারিক স্বপ্নল যাত্রার ইতি এমনভাবে ঘটবে, কেউ হয়ত কল্পনাও করেনি।

২০১৪ সালে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৯ ও প্রিমিইরা লিগের ক্লাব পাসোস দে ফেরেইরাতে নিজের পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন জোতা। এরপর দেশটির আরও দুটি বয়সভিত্তিক (অনূর্ধ্ব-২১ ও ২৩) দলেও দেখা যায় তাকে।

২০১৬ সালে স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি হলেও তাকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ লোনে খেলতে পাঠায় স্বদেশী ক্লাব পোর্তোতে।

২৭ ম্যাচে ৮টি গোলও করেন এই ক্লাবের হয়ে।

পোর্তো পর্ব শেষে তাকে উলভারহাম্পটনে পাঠায় মাদ্রিদের ক্লাবটি। লোন পর্বে ৪৪ ম্যাচে ১৭ গোল ও দুর্দান্ত মাঝমাঠের পারফরম্যান্সের সুবাদে এবার তাকে নিজেদের ঘরের ছেলে করে নেয় ইংলিশ ক্লাবটি। এরপর ৬৭ ম্যাচে ক্লাবটির প্রতিনিধিত্ব করেন জোতা, গোল করেন ১৬টি।

ইংল্যান্ডে উলভারহাম্পটনে হয়ে ভালো খেলায় ২০২০ সালে তাকে দলে টেনে নেয় লিভারপুল। ইতোমধ্যে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকও হয়ে যায় তার। রোনালদো-ফেলিক্সদের সাথে ড্রেসিংরুমও ভাগ করে নিয়েছেন। পরের বছর ইউরোতে জার্মানির বিপক্ষে আলিয়াঞ্জ এরেনায় দুর্দান্ত এক গোল করেন জোতা। দল আসর থেকে বিদায় নিলেও, ওই গোলাটি ফুটবল ভক্তদের এখনও চোখের প্রশান্তি দেয়।

২০১৮ সালে ইংলিশ ক্লাব উলভারহাম্পটনে যোগ দিয়ে দুই বছর কাটিয়ে যোগ দেন লিভারপুলে।

২০১৭-১৮ মৌসুমে উলভারহাম্পটনের হয়ে জেতেন লিগ কাপ। লিভারপুলের হয়ে গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাশাপাশি ২০২১-২২ মৌসুমে এফএ কাপও জিতেছিলেন জোতা।

পর্তুগালের হয়ে নেশনস লিগ জিতেছেন দুবার-২০১৯ সালের জুনে এবং এ বছর। গত ৮ জুন মিউনিখে অনুষ্ঠিত ফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে পর্তুগালের হয়ে উয়েফা নেশনস লিগ জেতেন দিয়েগো জোতা।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ৪ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে ১৮২ ম্যাচে ৬৫ গোল করেছেন জোতা। পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর অভিষেক ২০১৯ সালে ইউরো বাছাইপর্বে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বদলি হিসেবে। চোটের কারণে ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। গত বছর ইউরোয় তিন ম্যাচ খেলেন। পর্তুগালের হয়ে ৪৯ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন জোতা।

তার মৃত্যুতে বিশ্ব ফুটবলঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। লিভারপুল নিশ্চিত করেছে যে দিয়েগো জোতাকে চিরকালের জন্য সম্মান জানাতে তার ২০ নম্বর জার্সিটি অমর করে রাখা হবে। জাতীয় দলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে খেলেছেন জোতা। তার এমন মর্যাদাসিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। জাতীয় দলের সতীর্থের এমন আকস্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না রোনালদো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এসবের কোনো মানে হয় না। আমরা একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলেছি, সম্ভ্রতি তুমি বিয়ে করেছ। জোতার স্ত্রী সন্তানদের সমবেদনা জানিয়ে রোনালদো লেখেন, 'তোমার পরিবার, তোমার স্ত্রী এবং তোমার সন্তানদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই এবং তাদের জন্য বিশ্বের সমস্ত শক্তি কামনা করি। আমি জানি তুমি সব সময় তাদের সঙ্গে থাকবে। শান্তিতে ঘুমাও, দিয়েগো এবং আন্দ্রে। আমরা সবাই তোমাদের মিস করবো।' তার ২৮ বছরের জীবনে ক্যারিয়ার কিংবা পরিসংখ্যান খুব একটা সাদামাটা যে নয়, এটি বলা-ই যায়।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)



প্রথম বিভাগের তালিকাভুক্ত দলগুলির অবস্থা

ক্লাব	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষেগোল	বিপক্ষে গোল	পয়েন্ট
ঢাকা মোহামেডান	২১	১৯	২	০	৮৫	১৩	৪০
ইপিআইডিসি	২০	১৬	৪	০	৭৪	১৭	৩৬
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	২০	১২	৬	২	৪৩	১৫	৩০
রহমতগঞ্জ এমএফএস	২২	১০	৫	৭	৩৬	৩০	২৫
পাক পিডব্লিউডি ক্লাব	২০	৯	৫	৬	৩১	২৫	২৩
ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব	২০	৭	৬	৭	৩৬	৩৪	২০
ওয়ারী ক্লাব	২০	৬	৭	৭	৩৭	৪০	১৯
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব	২১	৬	৬	৯	২৫	২৯	১৮
ফায়ার সার্ভিস	২১	৪	৯	৮	৩৪	৪১	১৭
রেলওয়ে পাইওনিয়ার	২২	৪	৫	১৩	২০	৫৮	১৩
সেন্ট্রালপ্রিন্সিংএন্ড স্টেশনারী	২৩	২	৮	১৩	১২	৫০	১২
পুলিশ এসি	২২	৪	৩	১৫	১৯	৫০	১১
ইপিজি প্রেস	২২	২	৬	১৪	১৭	৬৭	১০

দৈনিক আজাদ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পুলিশ এসি দলে মূল্যবান পয়েন্ট লাভ : ওয়ারী দল পরাজিত

পুলিশ এসি- ১ (সান্তার) ওয়ারী ক্লাব-০

স্টেডিয়ামে পুলিশ এসি ও ওয়ারী ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে উত্তেজনাবিহীন ফিরতি খেলায় পুলিশ এসি দল ১-০ ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। খেলার প্রথমার্ধে দিনের একমাত্র গোলটি করেন সান্তার। লিগের প্রথম খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছিল। আলোচ্য দিনের নিষ্পাণ খেলাটি সমাবেত দর্শকদের পিড়ার কারণ ঘটায়। ওয়ারী ক্লাব দলের খেলোয়াড়দের চরম ব্যর্থতার দরুণ তাহাদের দুইটি পয়েন্ট নষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে পুলিশ দলের খেলোয়াড়েরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেলিয়া দুইটি পয়েন্ট অর্জন করেন। উভয় দলের গোলরক্ষক নিরবতার পরিচয় দেন।

খেলার বিবরণ

খেলা উপযোগী চমৎকার মাঠে আলোচ্য দিনে উত্তেজনা বিহীন খেলাটি শুরু হয়। খেলার নয় মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ রাইট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া গোল করিতে ব্যর্থ হন। পরবর্তী মিনিটে পুলিশ দলের সান্তার একক প্রচেষ্টায় বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করিয়া দিনের একমাত্র গোলটি করেন (১-০)। প্রথমার্ধের ১৬ মিনিটের সময় পুলিশ দলের রাইট আউট রহিম বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি বল পাইয়াও গোলে মারিতে ব্যর্থ হন। প্রথমার্ধের অবশিষ্ট সময় খেলাটি মধ্য মাঠে সীমাবদ্ধ থাকে। বিরতির এক মিনিট পর পুলিশ দলের লেফট আউট গোল করিবার নিশ্চিত একটি সুযোগ হারায়। দ্বিতীয়ার্ধে ২১ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের রাইট ব্যাক নুরুল ইসলাম নিষিদ্ধ সীমানায় পুলিশ দলের সান্তারকে অন্যায়ভাবে ফাউল করায় রেফারি পুলিশ দলের অনুকূলে পেনালটি শটের নির্দেশ দেন। পুলিশ দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সান্তার পেনালটি শটটি বারের উপর দিয়া মারিয়া নিশ্চিত গোলের সুযোগ হারান। খেলার শেষ সাত মিনিটে পুলিশ দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার আরও কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে।

পুলিশ এসি : মালাকা, এন ইসলাম, কয়েস, মোহাম্মদ আলী, আখতার, হাফিজ, রহিম, রব, সান্তার, মল্লিক, নুরু।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নুরুল ইসলাম, নজর, শওকত, বেলাল, খলিল, তপন চৌধুরী, ভুট্টু, নিশীথ, আজিজ, মাহমুদ।

রেফারি : ননী বসাক।

ইপিজি প্রেস দলের ওয়াক ওভার লাভ

আউটার স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে অপর খেলায় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের অনুপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান গার্ডমেন্ট প্রেস দল ওয়াক ওভার লাভ করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট লাভ করিয়াছে।

দৈনিক আজাদ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পিডব্লিউডির নিকট ওয়াডারার্সের ৪-১ গোলে পরাজয় বরণ।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৪

ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব- ১

(ধীরেন-২, গণি-২)

(রিয়াজ)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লিগের একমাত্র খেলায় পাকিস্তান পি ডব্লিউডি দল ৪-১ গোলে ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। দুইদিন বিরতির পর আলোচ্য দিনের খেলা দেখিবার জন্য মাঠে উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম হইলেও খেলোয়াড়দের নৈরাজ্যজনক খেলা সমবেত দর্শকদের নিরাশ করে। ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব খেলার সর্বক্ষণ দশজন খেলোয়াড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপেক্ষকৃত শক্তিশালী দল হিসেবে পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের খেলা আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। রক্ষণভাগে খেলোয়াড়েরা দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলেও পুরোভাগে খেলোয়াড়দের মধ্যে সমঝোতা অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব খেলার অধিকাংশ সময় রক্ষণকার্যে নিয়োজিত থাকে আক্রমণভাগে খেলোয়াড়েরা একটি পরিকল্পিত আক্রমণ রচনা করেন নাই। লিগের প্রথম খেলায় উভয় দল গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছিল।

খেলার বিবরণ

খেলার প্রথম ১৫ মিনিট কাল উভয় দলের খেলোয়াড়েরা এলোপাথারি শটের সাহায্যে খেলা শুরু করেন। পনের মিনিটের সময় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের লেফট আউটে একটি কর্নার শট রাইট ইন গণি দর্শনীয়ভাবে হেড করিলে উহা ক্রসবারে লাগিয়া ফেরত আসে। অব্যবহিত পর পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ধীরেন একটি গোল করেন (১-০)। প্রথমার্ধের একুশ মিনিটের সময় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন গণি একক প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির অবশিষ্ট সময়ে পাকিস্তান পিডব্লিউডি দল গোল করিবার আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতির এক মিনিট পর পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের লেফট আউট বাবুল গোল করিবার একটি সহজ সুযোগ হারান। দ্বিতীয়ার্ধের পঁচিশ মিনিটের সময় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন গণি সেন্টার ফরোয়ার্ড ধীরেনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া পরবর্তী গোলটি করেন (৩-০)। দুই মিনিট পর পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের পক্ষে সেন্টার ফরোয়ার্ড ধীরেন রাইট আউটের নিকট হতে একটি বল পাইয়া স্থায়ী দলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)। খেলার শেষ মিনিটে ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাবের লেফট হাফ রিয়াজ কর্নার শটের পাস হইতে চমৎকার হাফ ভলির সাহায্যে একটি গোল পরিশোধ করেন (৪-১)।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, মোহাম্মদ আলী, আমির, বিমল, ওয়াহেদ, সাইফুল, গণি, ধীরেন, আবিদ, বাবুল।

ঢাকা ওয়াডারার্স দল খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রদান করেন নাই।

রেফারি : জেড আলম।

দৈনিক আজাদ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে মোহামেডানের ৫-০ গোলে জয়লাভ

ঢাকা মোহামেডান- ৫

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ০

(মুসা- ২, শামসু- ১, আবদুল্লাহ-১, প্রতাপ-১)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ প্রতিযোগিতার অন্যতম নেতৃত্বান্বী প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকাল বুধবার স্টেডিয়ামের স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লিগের খেলায় অতি সহজেই ৫-০

গোলে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া আরও দুটি পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। লিগের প্রথম খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকাল উল্লেখযোগ্য আক্রমণ রচনা করিতে ব্যর্থ হন। পরিকল্পিত আক্রমণ রচনা সম্ভবপর হইলে আরও অধিক সংখ্যক গোলের ব্যবধানে তাহারা জয়লাভ করিতে পারিতো। রক্ষণভাগের কাদের, জহীর, পিণ্টু ও গফুর নির্ভরতার সহিত খেলেন। পুরোভাগে আবদুল্লাহ যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো রকম সমঝোতা বজায় না থাকায় খেলার সূষ্ঠ আদান প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করেন। গোলরক্ষক কয়েকটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন।

খেলার বিবরণ

হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম হইতে খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিন মিনিটের মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট ইন বশিরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। লেফট ব্যাক সাদেক গোলটি প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। খেলার পাঁচ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের পুরো ভাগে খেলোয়াড়েরা একটি কর্নার শট হইতে গোল পরিশোধের সুযোগ পাইয়াও ব্যর্থ হন। প্রথমার্ধের ১৬ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট প্রতাপের পাস হইতে রাইট ইন আবদুল্লাহ স্বীয় দলের পরবর্তী গোলটি করেন (২-০)।

বিরতির পর

বিরতির দুই মিনিট পর ভিক্টোরিয়া দলের ইউসুফের একটি আক্রমণ ধারা ঢাকা মোহামেডান দলের লেফট ব্যাক পিণ্টু নির্ভরতার সহিত প্রতিহত করেন। ১৩ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট প্রতাপ লেফট ইনের একটি ক্রোয়ার পাস হইতে দর্শনীয়ভাবে স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। বিরতির কুড়ি মিনিট পর বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা দর্শনীয় একটি কোনকুণি শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (৪-০)। দ্বিতীয়ার্ধের পঁচিশ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের পিণ্টু ও ভিক্টোরিয়া দলের ইউসুফের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ফলে ইউসুফ অবশিষ্ট সময়ের জন্য মাঠ ত্যাগ করেন। খেলার শেষ হইবার দুই মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা দিনের শেষ গোলটি করেন (৫-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নুরুল্লাহী, জহীর, তোরাব আলী, কাদের, জাকারিয়া পিণ্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, বশির মুসা।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : করিম, আবদুল্লাহ, সাদেক, দেবীনাশ, মঈন, লতিফ, চুল্লু, ইউসুফ, আলী ইমাম, জানি, টিপু।

রেফারি : মোহাম্মদ আলী।

দৈনিক আজাদ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের নিকট আজাদ স্পোর্টিং ২-১ গোলে পরাজিত।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২ (মঞ্জুর, আত্মঘাতী) আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ১ (দেবু) গতকাল শুক্রবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লিগে নিষ্ठाণ খেলায় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২-১ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। লিগের প্রথম খেলায় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২২টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ২৩টি খেলায় ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। উভয় দলের খেলোয়াড়েরা এলোপাতারি শটের সাহায্যে খেলায় খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ব্যাহত হয়।

খেলার বিবরণ

আলোচ্য দিনের নিষ্ठाণ খেলার চার মিনিটের সময় রেলওয়ে দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমসের একটি তীব্র শট আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট ব্যাক প্রতিহত করিতে গেলে বল স্বীয় দলের গোলে প্রবেশ করেন (১-০)। পরবর্তী ২২ মিনিটে উভয় দলের খেলোয়াড়েরা এলোপাতারি শটের সাহায্যে খেলার সময় অতিবাহীত করেন। প্রথমার্ধের ৩১ মিনিটের সময় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের লেফট ইন মঞ্জুর বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ডজ দিয়া পরবর্তী গোলটি করেন (২-০)। প্রথমার্ধে রেল দল ২-০ অগ্রগামী থাকেন। দ্বিতীয়ার্ধে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে এবং গোল করিবার উপর্যুপরি সুযোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেও গোলদাতার অভাবে দীর্ঘ সময় গোল পরিশোধ হয় নাই। বিরতির দুই মিনিট পর আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড আবুলের একটি দর্শনীয় শট বিপক্ষ দলের বার পোস্টে লাগিয়া

ফিরত আসে। সতের মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট মণ্টু সরকার ও পরবর্তী মিনিটে সেন্টার ফরোয়ার্ড আবুল গোল করার পর পর দুইটি সুযোগ হারান। দ্বিতীয়ার্ধে ২২ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট ইন নজরুলের লব হইতে রাইট আউট দেবু চমৎকারভাবে হেড করিয়া একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : ইয়ার মাহমুদ, সামাদ, আনোয়ার, মোজাম্মেল, কানাই, মানিক, নুরুল্লাহ, মনোজ, জেমস, গিয়াস উদ্দিন, মঞ্জুর।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, সিরাজ, মোবাহেশ্বর, নুরুদ্দিন, অরুন, মানিক, দেবু, নাসিম, আবুল, নজরুল, মণ্টু।

রেফারি : এম, কবির।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

ওয়াভার্সের শোচনীয় পরাজয়

মোহামেডান স্পোর্টিং দলের ৬-০ গোলে জয়লাভ : মুসার হ্যাট্রিক।

ঢাকা মোহামেডান- ৬ (মুসা- ৪, শামসু- ২) ঢাকা ওয়াভার্স ক্লাব- ০ ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শনিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগে একতরফা খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৬-০ গোলে ঢাকা ওয়াভার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা উপর্যুপরি তিনটি গোল করিয়া হ্যাট্রিক করেন। প্রসঙ্গত : উল্লেখযোগ্য, মুসার ইহা মৌসুমের তৃতীয় হ্যাট্রিক। লীগের প্রথম খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। ঢাকা ওয়াভার্স ক্লাবের খেলোয়াড়েরা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন এবং অতি নিম্নমানের খেলা প্রদর্শন করিয়া অধিকসংখ্যক গোলের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন।

খেলার বিবরণ

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় খেলার পাঁচ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট প্রতাপের লব হইতে লেফট আউট মুসা হেড করিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। খেলার সতের মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে হাফিজের পাস হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। সাত মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট মুসা একক প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোলটি করেন (৩-২)। বিরতির দুই মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা রাইট আউটের পাস হইতে পরবর্তী গোলটি করেন (৪-০)। বিরতির দুই মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে লেফট আউট মুসা রাইট ইন হাফিজের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া আরও একটি গোল করিয়া নিজস্ব হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন (৫-০)। দ্বিতীয়ার্ধের ২১ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু দিনের শেষ গোলটি করেন (৬-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : রানা, জহীর, তোরাব আলী, জাকারিয়া পিণ্টু, কাদের, গফুর, প্রতাপ, হাফিজ, শামসু, বশির, মুসা।

ঢাকা ওয়াভার্স ক্লাব : ফেরদৌস, কুটু মনি, আসলাম, আনসার, রিয়াজ, ইসমাইল রশো, আলাউদ্দিন, সৌরেন, হাবিব, সাদেক, রাজ্জাক।

রেফারি : মনির হোসেন।

দৈনিক আজাদ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব পরাজিত

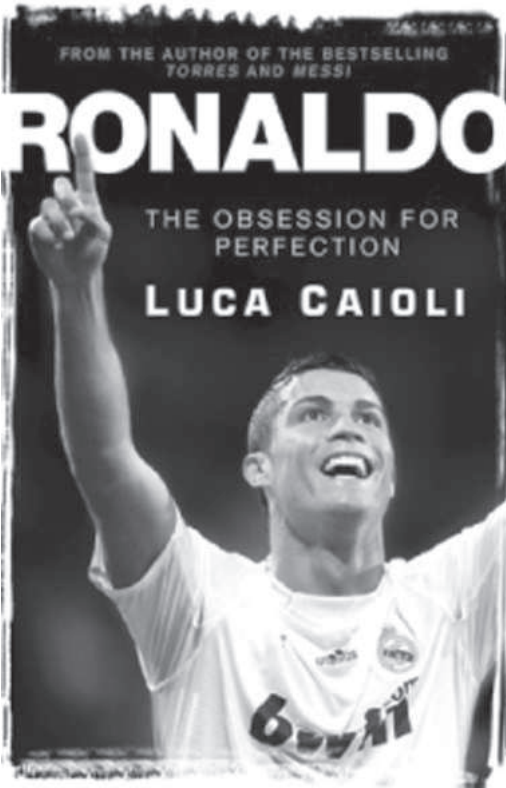
রহমতগঞ্জ ৪-৩ গোলে জয়লাভ

রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ৩

(বেলাল, শাহজাহান, লালু, গফুর) (অরুণ, নাসিম, মণ্টু)

রহমতগঞ্জ ও আজাদ স্পোর্টিং দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত গতকাল রবিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফিরতি ফুটবল লীগে খেলায় রহমতগঞ্জ দল ৪-৩ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় রহমতগঞ্জ দল ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। কদমাক্ত মাঠে দলের খেলোয়াড়েরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখায় খেলাটি আকর্ষণীয় হয়। মাঠ পিচ্ছিল থাকায় পুরোভাগে খেলোয়াড়েরা যথাযথভাবে বল আদান প্রদান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় উভয় দল কয়েকটি গোল করিবার সুযোগের অপব্যবহার করেন। কদমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে আলোচ্য দিনে উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি শুরু হয়।

(চলবে)



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিরতির পর খেলা ফের শুরু হলে ৫৩ মিনিটে গোল করে বারবোসা আবার স্পোর্টিংকে এগিয়ে দেন। কিন্তু বদলি খেলোয়াড়দের মাঠে নামানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই, বিপক্ষের আলফানসো দ্বিতীয়বার স্পোর্টিংয়ের জালে বল পাঠান। আবার সমতা। যখন মনে হচ্ছিল নির্দিষ্ট সময়ের খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হবে তখন খেলা মাত্র দুই মিনিট বাকি থাকতে বিপক্ষ দলের সেসাস জয়সূচক গোলের জন্য শট নেন। তবে গোলরক্ষক সিজার প্রাতেস অসাধারণ ড্রাইভ দিয়ে দলকে বিপদমুক্ত করেন। সেই সুবাদে খেলা অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়ায়। ফলে দর্শকদের সামনে সুযোগ আসে, সতের বছর বয়সী খেলোয়াড়টি কী করেন সেটা দেখার।

অতিরিক্ত সময়ে রোনালদো প্রতিপক্ষের ডিফেন্স লাইনের ভুলের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় তাদের দল একটা ফ্রি কিক পায়। এক সতীর্থ খেলোয়াড় গোলমুখ লক্ষ্য করে বেশ দূর থেকে ফ্রি কিকটি করেন। রোনালদো তার বুক দিয়ে সেই কিক রিসিভ করেন, কিন্তু বল যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে থাকলো না, লাফিয়ে কিছুটা দূরে চলে যায়। রোনালদো হাল ছাড়লেন না। বলের দিকে ছুটলেন। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় এগিয়ে আসতে দেখে বল ব্যাকহিল করে পেছন থেকে মাথার ওপর দিয়ে সামনে এনে হেড দিয়ে লেফট উইংয়ের দিকে ঠেলে দেন। এরপর দৌড়ে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ড্রিবলিং করে বেতিসের গোলরক্ষক টনি প্রাটসের দিকে এগিয়ে যান। গোলরক্ষক তাকে রুখে দেওয়ার জন্য এমন পজিশন নেন যে, লেফট কর্নারের দিক থেকে গোল করা রীতিমতো কঠিন ছিল। কিন্তু রোনালদো এমন শট নিলেন, বল বাঁক খেয়ে জালে গিয়ে জড়ালো। অসাধারণ গোল। রোনালদো তা উদযাপন করলেন মাঠে দৌড়ে

ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মো. সারোয়ার কবির

আর দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে চুমু ছুঁড়ে। এটাই ছিল বড় ম্যাচে স্পোর্টিং লিসবনের পক্ষে রোনালদোর প্রথম গোল এবং যে গোলের সুবাদে দল ৩-২ বিজয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল। পর্তুগিজ গণমাধ্যম গোলটিকে 'একটি শৈল্পিক কাজ' বলে উল্লেখ করে। এই গোল ছিল নিজের ওপর আস্থা এবং ভয়কে জলাঞ্জলি দেওয়ার



দৃষ্টান্ত। প্রথম টিমে জায়গা পাওয়ার পর আগের ম্যাচগুলো রোনালদোর মাঝে নার্ভাসনেস এবং নিজেকে পুরোপুরি মেলে দিতে না পারায় যে ব্যাপারটা লক্ষ করা গিয়েছিল, তা রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে জয়সূচক গোলের মাধ্যমে ভেসে যায় এবং রোনালদোকে বালক থেকে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে উন্নীত করে। সবকিছুই তার বদলে দেয়। যদিও অনেকেই তখন পর্যন্ত তাকে ঠিকমতো চিনতো না। সেদিন গোলদাতাকে গুলিয়ে ফেলার ঘটনাও ঘটে। খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা এক টিভি নেটওয়ার্ক তার গোলের কৃতিত্ব দিয়ে বসেছিল কাস্তোদিও নামের এক খেলোয়াড়কে। এমন কি স্পেনের গণমাধ্যমেও বলা হয়েছিল, অবিশ্বাস্য গোলটি করেছেন কাস্তোদিও। রোনালদোর টিমমেট হিসেবে তার কিছুক্ষণ আগেই এই কাস্তোদিও সেদিন খেলতে নেমেছিল।

স্পোর্টিং লিসবনের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করার পর পর্তুগালের বহুল প্রচারিত প্রভাতী ট্যাবলয়েড 'ক্যারিও দা মানহা' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, "এই গোল আমার পরিবারকে উৎসর্গ করেছি। বিশেষ করে আমার মা দোলোরেসকে, যিনি আমার সঙ্গে লিসবনে থাকেন।" সাক্ষাৎকারে রোনালদো তার টিম ম্যানজারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান যে তিনি একজন মহান কোচ, বড় ঝুঁকি নিয়ে তরুণ খেলোয়াড়দের জায়গা দিয়েছেন, তাকে প্রথম টিমে খেলতে বেশ সাহায্য করেছেন। গ্যালারির সমর্থকদের কথাও তিনি ভুলেননি। রোনালদো বলেন, "আমি জানি আমার প্রতি তাদের প্রত্যাশা কতটুকু এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি আমার প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমি আশাবাদী যে সফল হবে।"

এগারো দিন পর, ১৪ আগস্টে ঈশুর যেন রোনালদোর প্রতি আবার সদয় হলেন। চ্যাম্পিয়ন্স লীগের কোয়ালিফাই রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ ছিল তার। আলভালাদে স্টেডিয়ামে খেলা। প্রতিপক্ষ

ছিল ইতালির ইন্টার মিলান। হেক্টর কুপারসের দল হিসেবে তখন বেশ নামডাক তাদের। খেলার ৫৮ মিনিটের মাথায় বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামলেন ক্রিস্টিয়ানো। ফলাফল ০-০ ড্র। তবু অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মধ্যে তার পারফরমেন্স ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও সতীর্থদের কাছ থেকে

যথাযথ সহযোগিতা পাননি। তবু চ্যাম্পিয়ন্স লীগে তার অভিষেক মন্দ ছিল না। যদিও পর্তুগিজ গণমাধ্যমে কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছিল, অতিরিক্ত ড্রিবলিং আর ফেইন্টিংয়ের জন্য। উপরন্তু কুতূহল নামের এক জুনিয়র খেলোয়াড়ের সঙ্গে কন্সিনেশন গাড়ার চেষ্টাকেও সমালোচনা করা ভালোভাবে নেয়নি। যদিও তাদের জানা ছিল না, এই দুই তরুণকে যুব একাডেমিতে কয়েক বছরের অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

রোনালদো গ্যালারির দর্শকদের কাছে বেশ প্রিয় ছিলেন। দর্শকরা তার খেলা খুবই পছন্দ করতো। ২০০২ সালের ৭ অক্টোবর পর্তুগিজ সুপার লিগের ম্যাচ ছিল। বর্তমান শিরোপাধারীদের বিপক্ষে ছিল দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠে আসা মোরিরেস এফসি। সেটা বিশেষ কোনো ম্যাচ ছিল না। তবে রোনালদো প্রথমবারের স্পোর্টিং লিসবনের প্রথম একাদশের একজন হয়ে মাঠে নামেন। মাত্র সতের বছর আট মাস ও দুই দিন বয়সী এই খেলোয়াড় ক্লাবের পক্ষে সবচেয়ে কম বয়সী গোলদাতা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান। সেদিন তিনি দারুণ এক গোল করেন— যা শুধু ঋণী নয় রীতিমতো অবিশ্বাস্য। স্পোর্ট টিভির ধারাবাহিকার সেই গোল প্রসঙ্গে চিৎকার করে বলেছিলেন, স্পোর্টিংয়ের বিস্ময়বালকের সাফল্যকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করার মতো ভাষা নেই। গোল করার পর সেদিন আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে সতীর্থ খেলোয়াড়দের উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ এবং দৌড়ে স্ট্যান্ডের দিকে ছুটে যান। বোলানি এবং তার সহকর্মীরা ড্রাগ আউটের ভিতর গোল উদযাপনের আনন্দে মেতেছিলেন। ম্যানেজার হিসেবে সেদিন তিনি ঝুঁকি নিয়েই মাঠে রোনালদোর পজিশন পরিবর্তন এবং তাকে তুরুরপের তাস ব্যবহার করেছিলেন। সেদিনের খেলার দিকে নজর ফেরানো যাক। ৩৪ মিনিটের মাথায় সতীর্থ খেলোয়াড় তোনিতোর কাছ থেকে মাঝমাঠে পাস পেয়ে রোনালদো বিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে ডজ দিয়ে এগিয়ে যান। এভাবে চতুর্থজনকে কাটিয়ে বল নিয়ে প্রায় ৬০ মিটার

যাওয়ার পর আচমকা বাইসাইকেল কিক নেন। বল বক্স ছেড়ে এগিয়ে আসা গোলরক্ষক জোয়ারিকার্ডের পাশ দিয়ে জালে প্রবেশ করে। যদিও ওই ম্যাচে স্পোর্টিং লিবসনের পক্ষে তাদের ব্রাজিলীয় তারকা স্ট্রাইকার 'সুপার মারিও' জারদেল খেলেছিলেন। আগের বছরের 'গোল্ডেন বুট' বিজয়ী এই স্ট্রাইকার ইনজুরির কারণে চার মাস পর মাঠে ফিরে এসেছিলেন। তবে দলের ৩-০ জয়ের পিছনে সেদিন রোনালদোর অবদান ছিল মুখ্য। মাঠে সেদিন ব্যতিক্রম ছিল শুধু রোনালদোর মা দোলোরেসের ঘটনাটি। ছেলের অভাবনীয় পারফরমেন্সে তিনি এতটাই উত্তেজিত ছিলেন যে মাঠে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন। বিধি-নিষেধের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। পরদিন পর্তুগালের পত্র-পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় রোনালদো আর তার 'স্মরণীয় গোল' প্রাধান্য পায়। সাংবাদিকরা তার কাহিনী ফাঁদার সুযোগও পায়। সান্তো অ্যানতোনিওর মাদালেনার বস্তির গলিতে তার খেলা থেকে শুরু করে শৈশবের কোচদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক নানা প্রতিবেদন ছাপার হিড়িক পড়ে। সাংবাদিকরা রোনালদোর পিতার কাছেও যায়। যদিও তিনি রোনালদোর আলোড়ন তোলার খেলা দেখার সুযোগ পাননি। রেডিওতে খবর শুনেছেন। যেহেতু একই সময়ে আনদোরিনহার ম্যাচ চলছিল। তিনি সেখানেই ছিলেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, তাদের দ্বীপ অঞ্চলের সবাই তার ছেলের সাফল্য কামনা করে এবং রসিকতা করে একথাও বলে, স্পোর্টিং লিবসন আনদোরিনহার কাছ থেকে রোনালদোকে ধার নিয়েছে বলেই ক্লাবটি এমন কিছু করার সুযোগ পেয়েছে। জোসে দিনিশ সাংবাদিকদের কাছে সেই দিনগুলোর কথা বলেন যে তাঁর ছেলের স্বভাব এমন ছিল, শিশু থাকা অবস্থায় রাতে আর দিনে ফুটবল নিয়ে পড়ে থাকত। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তাঁর ছেলের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। একজন ব্যক্তির চেয়ে একজন খেলোয়াড় হিসেবেই বেশি পরিণত হবে। ২৮ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়ের পিতা হওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো আকাজক্ষা নেই। তিনি কোন অবস্থাতেই ছেলের পরবর্তী খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হতে চান না। ইতোমধ্যেই ছেলের কাছে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট কেটেছেন। ছয় বছরের মধ্যে এই প্রথম লিবসন সফরে যাচ্ছেন। শুধু পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমই এই উঠতি খেলোয়াড়ের প্রোফাইলের প্রতি আগ্রহী ছিল না, রোনালদোর টেউ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপে। তার গোল এবং তার নামে প্রশংসার জোয়ার বয়ে গেলেও ফুটবল বিশ্ব কিন্তু আরেকজন রোনালদোর (রোনালদো নাজারিও দে লিমা) কথা ভুলে যায়নি। তিনিই ছিলেন তখন আসল রোনালদো, ব্রাজিলের সুপারস্টার। ২০০২ সালের ৩০ জুন যিনি কোরিয়া-জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচে ব্রাজিলকে বিজয়ী করার আনন্দে তিনি বিভোর ছিলেন। বিশ্বকাপে আট গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। তবু ইতালির 'গেজেটা ডেল্লো স্পোর্ট' পত্রিকা তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'নতুন রোনালদো'র কথা ছাপাতে শুরু করেছিল। তাদের পক্ষ থেকে মেদেইরা থেকে

উঠে আসা খেলোয়াড়ের কাছে আরেক রোনালদো সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ক্রিস্টিয়ানো স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি কখনোই তাঁর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথা চিন্তাই করিনা। রিয়াল মাদ্রিদের রোনালদো হলেন একজন সুপারস্টার। তিনি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। আমার প্রিয় খেলোয়াড়।' ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পারফরমেন্স ছিল স্পোর্টিং লিবসনের প্রথম টিমের জন্য অসাধারণ। সেই সুবাদে তিনি ক্লাব সমর্থকদের কাছে হয়ে যান গোল্ডেন বয়। লাজলো বোলোনির অগাধ বিশ্বাস ছিল তার প্রতি। কিন্তু তাকে প্রতিযোগিতা করেই জারদেল, কুয়ারেশমা, জোয়াপিষ্টো, তেনিতো এবং নিকোলকের মতো স্ট্রাইকারদের মধ্য থেকে জায়গা করে নিতে হতো। মরশুম শেষে দেখা গেল, রোনালদো ২৫ ম্যাচ খেলেছেন। তার মধ্যে মাত্র ১১ ম্যাচে শুরু থেকে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। দলের পক্ষে তিনি লিগে তিনটি এবং কাপে দুটি করে গোল করেন। তবে স্পোর্টিং লিবসন সে মরশুমে সুবিধা করতে পারেনি। তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে পড়ে, ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সানসিরোতে অনুষ্ঠিত ফিরতি লেগে ০-২ গোলে হেরে যাওয়ায় তারা উয়েফা কাপেও সার্বিয়ার এফকে পার্টিজানের কাছে নিজেদের মাঠে ১-৩ গোলে পরাজিত হয় এবং ফিরতি লেগে ৩-৩ ড্র করে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। কোপা দে পর্তুগালের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নেভালের কাছে হেরে নক-আউট হয়। লিগ শিরোপাও ধরে রাখতে পারেনি। লিগ তালিকায় স্পোর্টিং লিবসন ছিল জোসে মারিনহোর পোর্তো থেকে ২৭ পয়েন্ট এবং বেনফিকার চেয়ে ১৬ পয়েন্ট পিছনে তৃতীয় স্থানে। ফলশ্রুতিতে ড্রাগ আউট থেকে বাদ পড়েন ম্যানেজার বোলোনি। যা রোনালদোর ২৮ নম্বর জার্সির জন্য ছিল খুবই দুঃখজনক। বোলোনি সম্পর্কে ক্রিস্টিয়ানো বলেছেন, 'আমি তার সঙ্গে কাজ করাটা সত্যিই উপভোগ করতাম। তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি আমাকে স্পোর্টিংয়ের প্রথম টিমে উঠতে সাহায্য করেছেন। তিনি বাদ পড়ায় আমি আশঙ্কা করেছিলেন, আমাকে বুঝি আবার বি টিমে নামিয়ে দেওয়া হবে।' নতুন মরশুমে স্পোর্টিং লিবসনের নতুন ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন ফার্নান্দো সান্টোস। রোনালদো তাকে চিনতেন না, তবে শুনেছেন তিনি ভালো স্বভাবের লোক। তিনি উঁচুমানের শৃঙ্খলা পছন্দ করেন এবং ফুটবল বিশ্বের একজন 'গড' বলে বিবেচিত। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে একাডেমি থেকে আসা তারকা খেলোয়াড়কে তিনি প্রথম টিম থেকে সম্ভবত বাদ দেবেন। গুজব এতটাই চাউর হয়েছিল যে রোনালদোকে নিয়ে সান্টোস এক বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন, 'রোনালদো দলের একজন প্রধান খেলোয়াড়। তাকে বাদ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা স্পোর্টিংয়ের নেই।' স্বাভাবিকভাবেই ক্রিস্টিয়ানো উদ্বেগ মুক্ত হয়ে শুধু খেলার প্রতি গুরুত্ব দেন। স্পোর্টিং লিবসনে অবস্থান করা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি চাই সব দিক থেকে আমার শক্তি-সামর্থ্যকে উজাড় করে

দিতে, যাতে ক্লাব শিরোপা বিজয় করতে পারে, যা চলতি বছরে করে দেখাতে চাই। যখন আমার বয়স বারো তখন থেকেই আমি স্পোর্টিংয়ের হয়ে খেলেছি। আমি এই টিমের সঙ্গে থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করতে চাই। যদি আমি কোনো কিছু অর্জন ছাড়া এখান থেকে বিদায় নিই, সেটা আমার মুখে দারুণ বিষাদ লাগবে। এখন দেখা যাক ভবিষ্যতে কী করতে পারি ...'।

উৎসাহ

'এটা আমার কাছে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার বিষয় ছিল না'

১৯৮৫ : ভ্যালেন্সিয়া থেকে আসা জাঁ-পিয়ের পাপিন সর্বোচ্চ গোলদাতা হন এবং ফ্রান্স শিরোপা লাভ করে।

১৯৯১ : এএস কানসের জিনেদিন জিদান অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ফ্রান্সকে ফাইনালে তুললেও তাঁরা সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। সাউথ স্পোর্টনের অ্যালেন শিয়েরার চার ম্যাচে সাত গোল করে তারকা খেলোয়াড়ে পরিণত হন।

১৯৯২ : বেনফিকার রুই কস্তা দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।

১৯৯৭ : এএস মনাকোর থিয়েরি অঁরি সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রান্সকে শিরোপা অর্জন করতে বড় ভূমিকা রাখেন।

১৯৯৮ : আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স দলের খেলোয়াড় জুয়ান রোমান রিকুইলমের মাথায় সেরা খেলোয়াড়ের মুকুট উঠে এবং তাকে দলে টানতে ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

উল্লেখিত ঘটনাসমূহ একটি ফুটবল উৎসবের। সেই উৎসবের নাম- দ্য ফেস্টিবল এসপোয়েরস দে তুলোন ইট দুভার। ইংরেজিতে যার পরিচিতি- তুলোন হোপফুলস টুর্নামেন্ট। ১৯৬৭ সাল থেকে অনূর্ধ্ব-২১ ক্লাব টুর্নামেন্ট হিসেবে এই ফুটবল উৎসব চালু হয়। তবে ১৯৭৪ সাল থেকে ক্লাবের পরিবর্তে শুধু দেশ বা জাতীয় দলগুলো অংশ নিয়ে আসছে। যদিও এটা বিশ্ব ফুটবলের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ ফিফা স্বীকৃত কোনো প্রতিযোগিতা নয়। তবে এই উৎসবকে বিবেচনা করা হয় এমন সব উদীয়মান তরুণ ফুটবলারদের প্রতিযোগিতা- যাঁদের মধ্য থেকে কয়েক বছর পর কেউ না কেউ নিশ্চিতভাবে বিশ্ব ফুটবলের সুপারস্টারে পরিণত হবে।

২০০৩ সালের ১০ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় তুলোন হোপফুলস টুর্নামেন্টের ৩১তম আসর। সে বছর প্রতিযোগিতায় পা রাখা খেলোয়াড়দের মধ্যে আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেটের খেলোয়াড় জেভিয়ার মাসচেরানোকে নিয়ে বেশি জল্পনা-কল্পনা চলছিল। অনেকেই বলাবলি করছিল, এই খেলোয়াড় একদিন বার্সিলোনা ক্লাবের তারকা খেলোয়াড় হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ম্যাসচেরানো তাঁর দলকে টুর্নামেন্টের তৃতীয় স্থানে তুলতে সাহায্য করেছেন। দুই বছর পর দেখা গেল, তিনি ব্রাজিলের এসসি কোরিথিয়াস ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্টহ্যামের পক্ষে খেলতে যান। তারপরে লিভারপুলের হয়ে খেলেছেন।

(চলবে)



সবশেষ জাতীয়
গোল্ডকাপ
(অনূর্ধ্ব-১৭) ফুটবল
টুর্নামেন্টে বালক
বিভাগে চ্যাম্পিয়ন
হওয়া রংপুর বিভাগের

গোলরক্ষক হাসান মিয়া সম্প্রতি আলোচনায় এসেছেন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে। বিশেষ করে টাইব্রেকারে দুটি সেভ করে ময়মনসিংহ বিভাগের বিপক্ষে ফাইনালে জয়ের নায়ক বনে যান। ফাইনালের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকও হন তিনি। অথচ সম্প্রতি তিনি চেয়েছিলেন ফুটবল খেলাই ছেড়ে দিতে। সেখান থেকে একটি ফাইনাল রাতারাতি বদলে দিয়েছে হাসান মিয়ার জগৎ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি শুনিয়েছেন গোলরক্ষক হওয়ার পেছনের গল্পসহ আরও নানা বিষয়।

প্রশ্ন : গোলরক্ষক হওয়ার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

হাসান মিয়া : এটা শুরু হয় আমাদের বাসায় নিজে নিজে খেলার সময় থেকে। প্রথম যখন বল কিনলাম, এরপর সেটা দেয়ালে মেরে নিজেই ধরতাম। গোলকিপার কী জিনিস, সেটা তখনো জানতাম না। কিন্তু ওই বল ধরতে ভালো লাগত বলেই ইচ্ছা হলো যে আমি একটু বারের নিচে দাঁড়াই, দেখি বল ধরতে কেমন লাগে। আস্তে আস্তে দেখলাম যে গোলকিপিং জিনিসটাই আমার ভালো লেগে গেল।

প্রশ্ন : গোলকিপারই হবেন, এই সিদ্ধান্ত কবে আর কীভাবে নিলেন?

হাসান মিয়া : এটা ২০১৯ সালের কথা। রংপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় লিগ খেলা হয়েছিল সেবার। আমাকে খেলতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেমিফাইনাল পর্যন্ত কোনো গোল খাইনি। তবে ফাইনালে আমরা হেরে যাই। ওই টুর্নামেন্টে আমি খেলেছিলাম রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হয়ে। একদিন স্যারকে বলেছিলাম, গ্লাভস হলে ভালো হয় আমার জন্য। পরে স্যার আমাকে গ্লাভস কিনে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে গ্লাভস পরে শুরু হয় খেলা।

প্রশ্ন : এখন তো চারদিকেই আপনার সুনাম। পরিবারের কাছ থেকে কেমন সাপোর্ট পাচ্ছেন?

হাসান মিয়া : কিছুদিন আগেও বাসা থেকে নিষেধ করেছিল যে আমাদের অবস্থা এখন খারাপ, এখন তুমি খেইল না। আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে খেলব না। কিন্তু এই টুর্নামেন্টটা খেলার পর থেকে বাসা থেকে বলে যে তুমি খেল, দেখা যাক কত দূর যেতে পারো। বাসা থেকে এখন আমাকে শতভাগ সমর্থন দিচ্ছে।

প্রশ্ন : বাসা থেকে ফুটবল খেলতে কেন নিষেধ করা হয়েছিল?

হাসান মিয়া : আগে আমাদের পরিবারে নানা রকমের সমস্যা লেগেই থাকত। আসলে আমি এই ব্যাপারে খুব বেশি কিছু খোলাসা করে বলতে চাই না। আমার বড় ভাইও একসময় ফুটবল খেলতেন। এরপর ঢাকায় চলে যান চাকরি করতে। ওদিকে ভাই আর আমি ফুটবল খেলে যতটা পেরেছি

‘টাইব্রেকারে আমি থাকা মানেই দলের জয় নিশ্চিত’



রংপুর বিভাগের গোলরক্ষক হাসান মিয়া

পরিবারে অবদান রাখার চেষ্টা করেছি, এভাবেই চলছিল আমাদের পরিবার। এই কারণেই কিছুদিন আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি আর ফুটবল খেলব না। আমিও চাকরি করব। কারণ, আমার তো পরিবার আগে চালাতে হবে।

প্রশ্ন : এই সিদ্ধান্ত কি শুধুই পরিবারের আর্থিক অবস্থার কারণে, নাকি অন্য কোনো চাপও ছিল?

হাসান মিয়া : সত্যি বলতে আরও কিছু বিষয় তো ছিলই। একদিকে দেখছিলাম যে শুধু ফুটবল খেলে পরিবার চালানো যাচ্ছে না। আবার চারদিক থেকেও শুনতে হতো নানা কথা যে আমার উচ্চতা বেশি না, এই উচ্চতা নিয়ে গোলকিপার হওয়া যাবে না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরাও অনেকে বলছে এমন কথা। আমি তাতে কিছু মনে না করলেও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি চাকরি করার। দুই ভাই মিলে চাকরি করে পরিবারকে দেখব।

প্রশ্ন : ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠার পর এভাবে খেলাই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক কঠিন ব্যাপার। এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেন কীভাবে?

হাসান মিয়া : আমার চাকরির জন্য ঢাকায় আসার কথা ছিল ২২ জুন। কিন্তু তার আগে আমাদের রংপুরে ডাকা হয় এই টুর্নামেন্টের জন্য। সেখানে একটা ক্যাম্প করা হয়। তিন দিনের একটা ক্যাম্পে অংশ নেই। এরপর জানতে পারি আমাদের ম্যাচ হবে ১৬ তারিখ। ফাইনালে গেলে ১৮ তারিখের মধ্যে আমাদের খেলা শেষ। তো আমি চিন্তা করছিলাম যে তাহলে এখানে খেলে ফিরে এসে এরপর ঢাকায় চলে যাব চাকরির জন্য। তখনো আসলে ওভাবে চিন্তায় ছিল না একেবারেই ফুটবল খেলে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রতিটা ম্যাচ আমাদের দল যখন জিততে শুরু করল আর আমিও ভালো করছিলাম, তখন মনে হলো যে আমার খেলাই চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর ফাইনালের পর তো সবকিছুই বদলে গেল। আর

আমিও সরে আসলাম চাকরি করার সিদ্ধান্ত থেকে।

প্রশ্ন : সেই ফাইনালের পর ফুটবল ক্যারিয়ার নিজের মধ্যেও আশেপাশে কেমন পরিবর্তন দেখলেন? পরিবারই-বা এই সিদ্ধান্ত কীভাবে নিল?

হাসান মিয়া : আমার ধারণাই ছিল না যে আমার পারফরম্যান্স এত ভাইরাল হয়ে গেছে। আমার ফোন চুরি হয়ে গিয়েছিল, এরপর একজনের ফোন নিয়ে দেখলাম যে ভাইরাল হয়ে গেছি। এরপর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর সবাই অভিনন্দন জানালো। সাহস দিল ফুটবল খেলা চালিয়ে যাওয়ার। আর পরিবারকে জানিয়ে দেই আমি চাকরি করতে যাব না, ফুটবলই খেলব। পরিবারও সেটা মেনে নেয়। তখন থেকে আমার লক্ষ্য একটাই, সেটা হল ফুটবলার হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে যেতে হবে। যত দিন পর্যন্ত সেই জায়গায় না যেতে পারছি, তত দিন আমি ফুটবল খেলা চালিয়ে যাব। কিছুদিন আগেও একদিকে পরিবার, একদিকে ফুটবল থাকলেও এখন আমার চিন্তা-চেতনা কেবল ফুটবলকে ঘিরেই। ভাগ্য ভালো থাকলে একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলব।

প্রশ্ন : এবার একটু আসা যাক সেই ফাইনালের প্রসঙ্গে, যা আপনার ফুটবল খেলা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বদলে দিতে বড় ভূমিকা রাখল। টাইব্রেকারে গেলে দলকে জেতাতে পারবেন, এই বিশ্বাসটা আগে থেকে ছিল আপনার?

হাসান মিয়া : আমি টাইব্রেকারে আগেও অনেকবার দলকে জিতিয়েছি। পেনাল্টি আমি ভালো ঠেকাতে পারি। তাই ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালেই জয়ের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস বেড়ে যায়। ফাইনালের আগে মাঠে গিয়ে এমনকি আমি দলের একজনকে বলেছিলাম যে, টাইব্রেকারে গেলে আমরাই জিতব। আর ম্যাচটা যখন টাইব্রেকারে গেল, তখন আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আমার কাছে মনে হয় কেউই গোল দিতে পারবে না।

NO.1 QUALITY AC

minister®
Air Conditioner



 **75%** UPTO
ENERGY SAVING



12 YEARS
COMPRESSOR
GUARANTEE

জাশান ব্র্যান্ড
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী

DUAL SMART
INVERTER
Technology

Anti 
Bacterial Filter

100%
BTU Capacity

*শর্ত প্রযোজ্য



www.ministerbd.com



/Minister.Bangladesh

Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়া জগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়া জগত

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬০০ টাকা মাত্র।



গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়া জগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়া জগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com